নাম : আশরাফ পিন্টু
পিতা : মরহুম মোয়াজ্জেম হোসেন
মাতা : আশরাফুন নেসা
স্ত্রী : রূপা আশরাফ
ছেলে : অবিক আশরাফ ([illegible])
মেয়ে : ওয়ালিদা আশরাফ ([illegible])
জন্ম : ২২শে সেপ্টম্বর, [illegible]
পৈতৃক নিবাস : পাবনা।
শিক্ষা : পাবনা জেলা স্কুল, [illegible]
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ (অনার্স), [illegible]
পেশা : অধ্যাপনা, বাংলা বিভাগ
মনজুর কাদের মহিলা [illegible]
সদস্য: জীবনসদস্য, বাংলা একাডেমী, [illegible]
প্রকাশিত গ্রন্থ: ১০টি
সম্পাদিত লিটল ম্যাগ. : ১০টি
মোবাইল : ০১৭১৮-৯৪৩২২৬

বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার | ড. আশরাফ পিন্টু

বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার

ড. আশরাফ পিন্টু

তেল মাথায় তেল গসা
আ-তেলায় খসখসা

অসময়ে বর্ষাকাল
ছাগলে চাটে বাঘের গাল

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

অগ্নি প্রকাশনী-ঢাকা

নাম : আশরাফ পিন্টু
পিতা : মরহুম মোয়াজ্জেম হোসেন
মাতা : আশরাফুন নেসা
স্ত্রী : রূপা আশরাফ
ছেলে : অবিক আশরাফ (স্বনন)
মেয়ে : ওয়ালিদা আশরাফ (মিমোসা)
জন্ম : ২২শে সেপ্টম্বর, ১৯৬৯ খৃ.
পৈতৃক নিবাস : পাবনা।
শিক্ষা : পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ (অনার্স), এম.এ. পিএইচ.ডি
পেশা : অধ্যাপনা, বাংলা বিভাগ
মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বেড়া, পাবনা।
সদস্য: জীবনসদস্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
প্রকাশিত গ্রন্থ: ১০টি
সম্পাদিত লিটল ম্যাগ. : ১০টি
মোবাইল : ০১৭১৮-৯৪৩২২৩

বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার

ড. আশরাফ পিন্টু

রাজশাহী কলেজ, গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা ... 30606
ডাক সংখ্যা ...
তারিখ ... স্বাক্ষর

অগ্নি প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশক
ওয়াসিম রহমান
অগ্নি প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০১৪
স্বত্ত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
শাওন
কম্পোজ
অগ্নি কম্পিউটার সেন্টার
ঢাকা
মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

প্রবাদ হলো বাহুল্য বর্জিত শিক্ষামূলক বক্তব্য যা ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত। প্রবাদ মূলত গূঢ়ার্থবাহী বুদ্ধি প্রধান রচনা। লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে প্রবাদ সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অধিকতর ভাব প্রকাশে উৎকৃষ্ট। প্রবাদ মানুষকে যেমন তৃপ্তিদানে সমর্থ তেমনি একই সাথে তাকে সঠিক পথে চালনা করতে বেদবাক্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বক্তব্য উপস্থাপনে প্রবাদ বাকশিল্পের একটি মোক্ষম অস্ত্র, ফলে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এর অবদান এতটুকু কমেনি।

প্রবাদের উদ্ভব গোধূলী লগ্নের মতো অস্পষ্ট। তবে ধারণা করা হয় মানব সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মৌখিক ভাবে প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। লেখার প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে রাখার নিয়মও চালু হয়। আস্তে আস্তে তা সাহিত্যে স্থান দখল করে নেয়। প্রাচীন মিশরের "Book of the dead" নামক গ্রন্থে যে প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে তা খৃস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের পূরনো গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলকে প্রথম প্রবাদ সংগ্রাহক মনে করা হয়। তার সংগৃহীত প্রবাদগুলো প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রিক দেশে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্যের অনেক মণীষী মনে করেন বাইবেলের- "Wickedness proceedeth from the wicked" প্রবাদটি বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্যিক (সাহিত্যে ব্যবহৃত) প্রবাদ। কিন্তু ঋগ্বেদে ব্যবহৃত দুটি প্রবাদ তা ভুল বলে প্রমাণিত করেছে। ঋগ্বেদে ব্যবহৃত প্রবাদ দুটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে মৌখিক ভাবে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের মতো আমাদের বাংলা সাহিত্যেও প্রবাদের ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন। আমাদের প্রথম গ্রন্থ চর্যাপদে ৭/৮ টি প্রবাদের সাক্ষাত মেলে। এরপর মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে প্রবাদের সাক্ষাত পাওয়া যায়। বর্তমানে আধুনিক সাহিত্যেও প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রবাদের প্রতি আমার দুর্বলতা বা ভালোবাসা জন্মে। আমার পি.এইচ.ডি থিসিসের বিষয় ছিল – "বাংলাদেশের প্রবাদ : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।" গবেষণা কর্মের সীমাবদ্ধতার কারণেই সাহিত্যিক প্রবাদ নিয়ে তখানে আমি আলোচনা বা বিশ্লেষণ করতে পারিনি। পরবর্তীতে তাই (আলাদাভাবে) বাংলাসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদগুলোর আলোচনার জন্য প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককালের মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের দ্বারস্থ হই। প্রবাদের ব্যবহার সম্বলিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সকল গ্রন্থ আলোচনা আসলেও আধুনিক সাহিত্যের পরিধির বিশালতা আর এ গ্রন্থের কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে আধুনিক যুগের অনেক লেখক বা গ্রন্থ বাদ রয়ে গেল। পরবর্তীতে হয়ত সেগুলো আলোচনায় আসবে।

পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য।

– ড. আশরাফ পিন্টু

উৎসর্গ.....

ড. মোস্তফা তারিকুল আহসান
যিনি আমার বন্ধু থেকে শিক্ষক
সাহিত্য থেকে লোকসাহিত্যের দিক-নির্দেশক।

সূচিপত্র

- **প্রথম পরিচ্ছেদ** ৯
  ১. প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ

- **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** ৩০
  ২. আধুনিক কাব্যসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ
  ক. আধুনিক কবিতা
  খ. আধুনিক ছড়া

- **তৃতীয় পরিচ্ছেদ** ৭১
  ৩. প্রবন্ধ সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ

- **চতুর্থ পরিচ্ছেদ** ৯২
  ৪. কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ–
  ক. উপন্যাস
  খ. ছোট গল্প

- **পঞ্চম পরিচ্ছেদ** ১৪১
  ৫. নাট্যসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ–

এই লেককের অন্যান্য গ্রন্থ

- **ছড়া**
  - হিগিন বিগিন
- **কবিতা**
  - সুমনার সাথে সমস্ত প্রহর (২০০৩)
- **উপন্যাস**
  - ছদ্মবেশী শয়তান (১৯৯৮)
- **ছোটগল্প**
  - নষ্টপ্রেম (২০১০)
  - ভালোবাসার দ্বিতীয়সূত্র (২০১১)
- **অনুগল্প**
  - থ (২০১১)
- **গবেষণা-প্রবন্ধ**
  - খেপুউল্লাহ বয়াতির জীবন ও সাহিত্য কর্ম (২০১৪)
  - পাবনা অঞ্চলের লৌকিক ছড়া
  - বাংলাদেশের প্রবাদ : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
- **সম্পাদিত গ্রন্থ**
  - বেড়া উপজেলার ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ

সেই প্রাচীন কাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের উপমহাদেশের প্রাচীন সাহিত্যগুলোতেও প্রবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে প্রবাদ আছে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদের মধ্যে যে প্রবাদ পাওয়া যায়, সেগুলোকেই প্রবাদের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়। গবেষকরা মনে করেন – এই প্রবাদগুলো মানুষের মৌখিক ভাষা থেকেই একদিন 'ঋগ্বেদে'র লিখিত ভাষায় সংকলিত হয়েছিল।

নিচে ঋগ্বেদে প্রাপ্ত দুটি প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. নবৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
সালা বৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।

বাংলা অর্থ : স্ত্রী জাতির সঙ্গে সখ্য বা ভাব হতে পারেনা, কারণ তাদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের হৃদয়।

২. কো ন্বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং
মর্য ন যোষা কৃণুতে সধস্থআ।[১]

বাংলা অর্থ : বিধবা যেমন দেবরকে কিংবা নারী যেমন পুরুষকে শয্যায় ডেকে আনে।

উপরিউক্ত প্রবাদ দুটিতে লক্ষ্য করা যায় যে, স্ত্রীজাতি অর্থাৎ নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের ধারণা সেই প্রাচীনকালের (তিন-চার হাজার বছর পূর্বে) লোকসমাজে যেমন ছিল বর্তমান কালের লোকসমাজেও তা অপরিবর্তিত রয়েছে। এর কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটেনি।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস, শূদ্রক, বাণভট্ট প্রমুখের কাব্য, নাটক ও উপাখ্যানে প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। কালিদাসই সর্বপ্রথম নিম্নবিত্তের চরিত্রগুলোতে লৌকিক প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। কালিদাস যে লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদকেই সাহিত্যে ব্যবহার করেছিলেন "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকে ব্যবহৃত এই প্রবাদটিতে তার প্রমাণ মেলে –

গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডক ঃ সংবৃত্তঃ। [২]

বাংলা : গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

প্রবাদটি যে লোকজীবনমুখী তা বলাই বাহুল্য। দারিদ্র পীড়িত লৌকিক জীবনের চিত্রই প্রবাদটিতে ফুটে উঠেছে।

চর্যাপদ

সংস্কৃত সাহিত্য বা উপমহাদের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও প্রবাদের ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই বাঙালির লৌকিক জীবনের অনেক মৌখিক বা লৌকিক প্রবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। আর তা ঘটেছে সাহিত্যের প্রাথমিক যুগ থেকেই। এবং আজ অবধি সে ধারা অব্যাহত আছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাপদে'ও আমরা তাই প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করি; যে প্রবাদগুলো লোকমুখের ভাষা থেকে চর্যাপদে (সাহিত্যে) স্থান লাভ করেছে। এগুলোই বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক প্রবাদ।

এখন আমরা চর্যাপদের[৩] প্রবাদগুলো বিশ্লেষণ করে দেখব সেগুলো কতখানি লোকজীবনমুখী বা তাতে সমাজের কতটুকু চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

১. অপণা মাঁসে হরিণা বৈরী।
২. গুরু বোব সে সীমা কাল।
৩. বরসুন গোহালী কি সো দুঠট বলন্দে।
৪. হাথেরে কাঙ্কন মালেউ দাপণ।
৫. দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায়।
৬. হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।
৭. দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডরে ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই॥

উল্লিখিত প্রবাদগুলোর মধ্যে ৫টি প্রবাদ এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে। এগুলোর আধুনিক রূপ:

১. আপনার মাংসে হরিণ বৈরী। (১)
২. দুষ্ট গুরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। (৩)
৩. হাতের কাঁকন দর্পণে দেখা যায়। (৪)
৪. দোয়ানো দুধ কি বাটে ঢোকে? (৫)
৫. দিনের বেলায় বৌ আলে-ডালে

রাত হলে যায় কার্পাস তলে। (৭)

আমাদের সমাজে বৃত্তশালী লোকের চেয়ে নিম্নবৃত্ত লোকের সংখ্যা বেশি, তারা 'দিন এনে দিন খায়'। ফলে তাদের সংসারে 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়'। আর এই অভাব অনটনে মধ্যে যদি কোনো অতিথি আসে তখন যে কী অবস্থা হয় তা ৬ সংখ্যক প্রবাদটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ৭ সংখ্যক প্রবাদটিতে আমাদের সমাজের চিরায়ত লোকবধূর দেখা মেলে, যে সব সময় ঘোমটা দিয়ে আড়ালে-আবডালে থাকে-কিন্ত মনে তার দূরভি সন্ধি, রাত হলেই সে অভিসারে যায়। এমন চিত্র হাজার বছর আগের লোকসমাজে যেমন ছিল এখনও তা আছে। এসব লোকবধূর মনে যাই থাক, তারা গরু-গাধার মতো সংসারে কাজ কর্ম করে। শুধু কাজ-কর্মই করে না গ্রাম্য বধূরা অলংকার ব্যবহারেও পারদর্শী। বিভিন্ন অলংকারে তাদের শরীর সজ্জিত থাকে। এমনই একটি অলংকারের (হাতের কাঁকন) উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ৪ সংখ্যক প্রবাদে। এ প্রবাদটিতে সমাজ জীবনের আরেক প্রয়োজনী বস্তু দর্পণ (আয়না)-এর কথাও উল্লেখ আছে। লোকজীবনে গৃহস্থ বধূর মতোই আরো একটি অতীব প্রয়োজনীয় গৃহপালিত প্রাণী আছে; আর তা হলো গরু। গরুর দুধ যেমন অতি প্রয়োজনীয় এবং পুষ্টিকর তেমনি আবার দুষ্ট গরু কারো কাঙ্ক্ষিত নয়। দুইটি প্রবাদে (৩ ও ৫ সংখ্যক) এমন সামজিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ হলো বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ কাব্যগ্রন্থটিতে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা ব্যবহৃত হয়েছে যার অধিকাংশ লোকজীবন থেকে সংগৃহীত। প্রবাদগুলো লিখিত রূপে ব্যবহৃত হলেও এর মৌখিক বা লৌকিক রূপের তেমন পরিবর্তন হয়নি। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাও লৌকিক। তাই এর প্রবাদগুলোর মধ্যেও আমরা সমাজের বিভিন্ন চিত্র দেখতে পাই।

নিচের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন[৪] কাব্যে বিধৃত প্রবাদগুলো (খণ্ডভিত্তিক) তুলে ধরা হলো :

তাম্বুলখণ্ড
১. যেখানে শুঁচী না জাএ।
তথাঁ বাটিআ বহাএ॥

দানখণ্ড
২. ললাট লিখন খণ্ডন না জাত্র।
৩. দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
৪. আরতিল কাল তাক ভখিতেঁ না পারে॥

৫. জরুয়া দেখিআ যেহ্ন বচক অম্বল।
৬. গো-এর সুখে পরবত টলে।
৭. লাজে সে হারায়ি কাজে।
৮. পরধন দেখিলে কি পাএ ভিখারী।
৯. মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল।
১০. চারিপাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী।
নিজ মাসেঁ জগতের বৈরী॥
১১. এ তোঁহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুধবাস।
১২. যাত খিদা বসে নাগরি রাধা।
কি বা তার কাঁচ পাকাএ।
১৩. আপনার মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী।
১৪. জুড়ায়িলেঁ মোআদ লয়তো তপত্ত দুধ।
১৫. আপন গাএর মাঁসে হরিণা বিকলী।
১৬. ভখিল হরিলে কাহ্নাঞি দুই হাতে না যাইএ।
১৭. মাকড়ের যোগ্য কভো নহে গজমুতী।
১৮. ভাতের ভোগ কাহ্নাঞি ফলে না পালাএ।
১৯. আপণা রাখিএ আপণে।

নৌকাখণ্ড
২০. মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞি না সাম্বান্তি চুরী।

ভারখণ্ড
২১. সাপের মুখেতে কেহ্ন আঙ্গুল দেসী।
২২. চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা॥
২৩. হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই।
২৪. গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী।
২৫. আপন কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ।
ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড
২৬. দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পড়ী মরে।

বৃন্দাবনখণ্ড
২৭, পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহি দেহ ভাত।
যমুনান্তর্গত কালীয়দমন খণ্ড
২৮. যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।

বাণখণ্ড
২৯. মারন্তাক যে না মারে।
তার পাণী না এল পীতরে॥

বংশীখণ্ড
৩০. বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
৩১. আধায়িল ঘাঅত জালিল কাহ্নাঞি।
৩২. দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ।

রাধা বিরহখণ্ড
৩৩. দহ বুলী ঝাঁপ দিলো সে মোর সাথী হল।
৩৪. সোনা ভাঙ্গিলে আছে উপাএ জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে॥
৩৫. যে ডালে করো মো ভরে।
সে ডাল ভাঙ্গিঞা পরে॥
৩৬. বিষাইল কাণ্ডে যাএ যেহেন হরিণী।
৩৭. কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
৩৮. ভাতনা খাইলি তবে তাহার কারণে।
শাকর খাইতে আদরাহ যেহ্নে॥

উপরিউক্ত প্রবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে সমাজের বিভিন্ন চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবাদের বিশ্লেষণ করা হলো :

৩ ও ১৭ সংখ্যক প্রবাদে 'মাকড়' (বানর), 'ঝুনানারকেল' এবং 'গজমোতি'র কথা এসেছে। ১০, ১৩ ও ১৫ সংখ্যক প্রবাদে অতিপরিচিত এবং শান্ত-সুশ্রী পশু হরিণকে নিয়ে রচিত যা সুন্দরী নারীর রূপকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রবাদটি আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ চর্যাপদেও দেখতে পাই। যুগ যুগ ধরে সমাজ জীবনে নারী ও হরিণের তুলনা এমনই ভাবে চলে আসছে। 'পরধন দেখে ভিখারীর কোনো লাভ না হলেও' চোর সাধুর ধন চুরি করতে না পেরে জ্বলে পুড়ে মরে' কেননা 'বন্ধ ঘরে চোর প্রবেশ করতে পারেনা'। আমাদের সমাজ জীবনের 'ভিখারী' ও 'চোরের' চিরায়ত চরিত্রের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে ৮, ২০ ও ২৬ সংখ্যক প্রবাদে। নিয়তির অমোঘ নিয়ম সবাইকে অবশ্যম্ভাবী রূপে মেনে নিতে হয়। এ নিয়ম থেকে কারো নিস্তার নেই। 'বন পুড়লে সবাই দেখে কিন্তু মন পুড়লে কেউ দেখেনা' (৩০ সংখ্যক প্রবাদ)। কারণ 'ভাগ্যের লিখন কখনও খণ্ডানো যায় না' (২ ও ৩২ সংখ্যক প্রবাদ)। তাই ভাগ্য যখন খারাপ হয় তখন মানুষ যে ডাল ধরে সেই ভালই ভেঙে

গড়ে'। (৩৫ সংখ্যক প্রবাদ)। আবার এরই মধ্যে কেউ কেউ 'কাঁটা ঘায়ে লেবুর রস দেয়' (৩৭ সংখ্যক প্রবাদ)। শাশ্বত মানব জীবনে কথাগুলোই আলোচ্য প্রবাদগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে।

এছাড়া প্রবাদগুলোতে উল্লিখিত ভাত, শাক, অম্বল, চুন, তাম্বুল (পান), আগুন, গুঁচী, (সূঁচ), রুজ্জ প্রভৃতি শব্দ সমাজ জীবনের বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থে এমন অসংখ্য প্রবাদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবাদ আমরা বিশ্লেষণ করব। এ বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত আকারে মূল প্রবাদের সঙ্গেই সন্নিবেশিত হলো। এছাড়া এমন কিছু প্রবাদ রয়েছে যেগুলোর উপস্থিতি একাধিক গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। সেগুলোকে শুধু একবারই আলোচনায় আনা হলো:

শূন্যপূরাণ[৫] : রামাই পণ্ডিত

আড়াঅ বাঘর ভঅ জলত কুম্ভীর।

অর্থাৎ, ভাঙায় বাঘের ভয় জলে কুমির। মানব সমাজের উভয়দিকে বিপদের কথাই প্রবাদটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

রামায়ণ[৬] : কৃত্তিবাস

১. পিঁপড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।

মানুষ যখন বেশি বাড়াবাড়ি করে তখন পিঁপড়ে মতোই যেন তার পাখা গজায়। অর্থাৎ যখন বাড়াবাড়ির শেষ সীমানায় চলে যায় তখন তারা ধক্ষংসের দিকেই ধাবিত হয় এ প্রবাদটিতে পিঁপড়ের প্রতীকে মূলত মানব চরিত্রের কথাই বলা হয়েছে।

২. স্ত্রী বশ যে জন তার হয় সর্বনাশ।

৩. স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি
বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি।

৪. নিজগুণ কহ মাতা আপনার মুখে
আপনি মজিলে মাতা ডুবিলে নরকে।

৫. জন্মিলে মরণ আছে একথা নিশ্চয়।

অর্থাৎ, মৃত্যু অনিবার্য – এ থেকে মারো নিস্তার নেই।

৬. স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥

২ ও ৩ সংখ্যক প্রবাদ দুটির মতো এ প্রবাদটিতেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য থাকার কথা বলা হয়েছে; যাতে আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের চিরাচরিত পুরুষালী মনোবৃত্তিই ফুটে উঠেছে।

৭. **হাতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে।**

হাতে অস্ত্র থাকলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ অস্ত্র জ্ঞানকে লোপ করে দেয়। এটাও মানব চরিত্রের একটি দিক।

৮. **এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোঘের বসতি।**

এখানে পশুর (বাঘ ও ঘোঘ) প্রতীকে মানব চরিত্রই প্রবাশ পেয়েছে।

৯. **অলসের বিদ্যা বহুদিনে দিনে ক্ষীণা।**

১০. **প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞজন।**
অন্ধ যেন জানিতে না পারয় রতন॥

১১. **স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনে।**

এ প্রবাদটিতে অবশ্য স্ত্রী জাতিকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নারী-পুরুষ যে একে অপরের পরিপূরক এমন শাশ্বত কথাই এতে প্রকাশ পেয়েছি।

১২. **নিকট মরণ যায় কি করে ঔষধ।**

মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে ঔষধ বাঁচাতে পারেনা। অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে কোনো কাজে সফলতা আসতে পারেনা।

১৩. **দৈব্যের লিখন কভুনা যাবে খণ্ডন।**

১৪. **মন্দোদরী রাণী বলে, ভাগ্যে হলে হীন।**
বলবুদ্ধি পরাক্রম পাসরে প্রবীণ॥

১৫. **যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।**
তার পিতৃ লোকের যে যঝের তাড়ণ॥

মহাভারত[৭] : কাশীরাম দাস

১. **অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ – এ তিনের রেখনা চিন।**

অর্থাৎ আগুন, অসুখ এবং ঋণের শেষ রাখতে নেই।

২. **পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার।**

৩. **শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল।**

অর্থাৎ শিয়ালের ভয়ে যেন সিংহ লেজ গুটিয়ে নিলো। এখানে ব্যাঙ্গার্থে অযোগ্য লোককে কটাক্ষ করা হয়েছে।

৪. **কুরূপ, কুৎসিত অন্যে নিন্দে ততক্ষণ**
যতক্ষণ দর্পণেতে না দেখে বদন।

প্রবাদটি বর্তমান রূপ : নিজের চেম্বারা আয়না দিয়ে দেখা।

অর্থাৎ নিজের দোষ না ধরে অপরকে দোষারোপ করা। (অর্থগত দিক দিয়ে প্রবাদটি ২ সংখ্যক প্রবাদো সমার্থক।)

৫. ব্যাস নাহি জন্ম লয় মৃগীর উদরে।

অর্থাৎ হরিণের পেটে বাঘ জন্ম নেয়না। এখানে হরিণ ও বাঘের প্রতীকে সমাজের দুর্বল ও সবল মানুষের কথাই বরা হয়েছে।

৬. স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন।

স্বামী-স্ত্রী মিলেই সংসার। স্বামী ছাড়া স্ত্রী অভিভাবকহীন।

শ্রী ধর্মমঙ্গল[৮] : ঘনরাম চক্রবর্তী

১. পুত্র বিনা গৃহে যেন পদ্ম পত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল॥

অর্থাৎ, পুত্র বা ছেলে ছাড়া সংসার অচল। আমাদের সমাজে এখনও এমন মনোভাব বর্তমান।

২. দূরে গেলে যতকিছু ভাবনা সাত-পাঁচ
চারু চিন্তামণি কি কখন হয় কাঁচ।

অর্থাৎ, যতই সাত-পাঁচ ভাবনা কেন সুন্দর মূল্যবান পাথর (মণি) কখনও কাঁচ হয়না। মূলত এখানে মানুষের স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই বুঝানো হয়েছে, যা কখনও পরিবর্তন হয়না।

৩. সগুণ হইলে পুত্র সভাতে উজ্জ্বল।
নির্গুণজনার মাতা সকলি বিফল॥

ছেলে সদগুণের অধিকারী হলে যেমন লোকসমাজে (সভাতে) মুখ উজ্জ্বল হয়, তেমনি ছেলে নির্গুণ বা খারাপ হলে পিতা-মাতার সব বিফলে যায়।

৪. ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।
এক যোগে থাকিলে অবশ্য ধরে বল॥

নারী ঘিয়ের কলস আর পুরুষ অনল। অর্থাৎ নারী-পুরুষ বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের হলেও এক সঙ্গে থাকলে শক্তি বৃদ্ধি হয়।

শ্রীধর্মমঙ্গল[৯] : মানিক গাঙ্গুলী

১. পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতা কল্পতরু।
তা হতে সহস্রগুণ মা হন গুরু॥

পিতা পূজনীয় ব্যক্তি হলেও মায়ের ঋণ কখনও শোধ করা যায়না।

২. পিপীলিকা পলক বাঁধে মরিবার তরে।

৩. জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নাই।

৪. পূণ্য বিনা মূল্য তনু অর্থ বিনা ব্যর্থ জনু।
তারা বিনা বিদল নয়ন।

অর্থাৎ, পূণ্য ছাড়া শূন্য দেহ যেমন তেমনি অর্থ ছাড়া জীবন বৃথা। এখানে মানব জীবনে টাকার গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৫. সতী স্ত্রীর গতি নাই পতির বিহনে।

৬. ঋণ শেষ শত্রু শেষ রাখা নয়তা।

ধর্মমঙ্গল[১০] : মানিকরাম গাঙ্গুলী

১. কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে।

২. না পারে খণ্ডিতে লোক যা থাকে কপালে।

৩. কুপুত্র হইলে তাকে মা নাঞি ফেলে।

অর্থাৎ ছেলে খারাপ চরিত্রের হলেও মা কখনও তাকে ফেলে দেয় না। এটা চিরন্তন নিয়ম।

৪. তৈল বিহীন চুল কেবল খড়ি উড়ে।

তেল বিহীন চুল যেমন ঠিক থাকে না, তেমনি মানব সমাজেও একজন আরেকজনের পরিপূরক।

৫. সধর্মে থাকিলে হয় সর্ব ঠাঞি পায়।

অর্থাৎ নীতি ঠিক থাকলে সে ব্যক্তি সব জায়গাই ঠাঁই পায়।

৬. জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।

মনসামঙ্গল[১১] (পদ্মপুরাণ) : বিজয়গুপ্ত

১. দৈবের নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।

২. বিধির নির্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।

৩. স্ত্রীরে যে আপন বলে সে জন বর্বর।

৪. উর্দ্ধ আঙুলে কভু বাহির না হয় ঘি।

প্রবাদটির বর্তমান রূপ। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। কোনো কঠিন কাজ সহজে হয় না—আলোচ্য প্রবাদটিতে এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।

৫. বিনা মেঘে বজ্রপাত

এ প্রবাদটিও বর্তমান কালে প্রচলিত আছে। হঠাৎ করে কোনো কিছু সংঘটিত হলে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

৬. বিনা শুদ্ধি ঘরে না গেলে লোকে না বলে ভাল।

শিশিরের মধ্যে পদ্মফুল পাওয়া যায় না; (যা অসম্ভব ব্যাপার)। যথাবস্থাতেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান মেলে- এখানে এ ভাবার্থ ব্যক্ত হয়েছে।

৪. **জল বিনে মাছ নাহি জিয়ে কদাচন।**
পুত্র বিনে পিতার জীবন অকারণ।

৫. **উষ্ণ নীচ জল করে সকল সমান।**

৬. **অঞ্চলের বদনে দর্পণ কিবা শোভে।**

৭. **পতঙ্গ বধের হেতু দীপের সৃজন।**

একজন আরেকজনের পরিপূরক। বিধাতা এ ভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

৮. **গৃহ দহে অবশ্য আঙিনা পায় তাপ।**
তুলনীয় : নগর পুড়িয়ে দেবালয় কি এড়ায়?

অর্থাৎ বড় কোনো দূর্ঘটনায় ভালোমন্দ উভয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৯. **বৃক্ষ যে মরিলে পত্র ঝরএ অবশ্য।**

অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

সত্যকলি বিবাদসংবাদ[৩০] : মুহম্মাদ খান

১. **বিষেত হয়এ বিষ।**
তুলনীয় : বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয়।

অর্থাৎ, শত্রুকে দিয়ে শত্রুকে নিধন করা।

২. **অতিরূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী।**
রূপবতী নারীরা সাপের মত ভয়ংকর হয়।

৩. **চোরেও না রুচে যেন ধর্মের বাখান।**
আধুনিকরূপ : চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।

অর্থাৎ দুর্জন কখনও ভালো কথা শুনতে চায়না।

৪. **দুষ্টজন চরিত্র বুঝএ দুষ্ট জনে।**

৫. **কোথাও অমৃত্বে ফল বানরের ভোগে।**
তুলনীয় : বানরের গলায় মুক্তার মালা।
অর্থাৎ অপাত্রে মূল্যায়ন।

মধুমালতী[৩১] : মুহম্মদ কবীর

১. **ফুল, বীর্য, বিজ্ঞান, বল, বুদ্ধি নাম মতি।**

২. **সুজন পিরীত যেন শ্মশানের ছালি।**

নবীবংশ[৩২] : সৈয়দ সুলতান

১. **রাহুর কোলেতে যেন চন্দ্রের বসতি।**

অর্থাৎ ভালোলোক খারাপলোকের আয়ত্ত্বাধীন থাকা।

২. **কাকের সহিতে শুয়া রহিতে না পারে।**

কাকের সাথে যেমন শুয়াপাকা থাকতে পারেনা তেমনি সবল ও দূর্বলের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে না। প্রবাদটির মধ্যে সমাজের ভেদ-বুদ্ধিতার প্রকাশ পেয়েছে।

৩. **মুর্খ মেলে পণ্ডিত রহিতে অনুচিত।**

শুলে বকাওলী[৩৩] : নওয়াজিস খান

১. **চন্দ্র সূর্যহীন কাঁসা না পরশে দৃষ্টি।**

২. **শুভ ভাগ্য দিনে দিনে বাড়এ সবলে।**

৩. **মিত্র বিনে শত্রুর সমাজে কিবা ফল।**

জঙ্গনামা[৩৪] : হেয়াত মামুদ

১. **খোদার হুকুম বিনা না পড়ে সংশয়।**
যেমন নির্বন্ধ যার মৃত্যু তেন হয়॥
তুলনীয় : মরণ আসলে নাও ভাড়া করে সেখানে যায়।

সর্বভেদবাণী[৩৫] : হেয়াত মামুদ

১. **চন্দনের কাছে যদি থাকে আর গাছ।**
সে গাছ চন্দন হয় থাকি তার কাছে কাছ॥
তুলনীয় : চন্দনের কাছে থাকলে চন্দনের বাও লাগে।
সরার কাছে থাকলি সরার বাও লাগে।

অর্থাৎ ভালোলোকের সংস্পর্শে কেউ থাকলে সে ভালো হয় তেমনি খারপ লোকের সংস্পর্শে কেউ থাকলে খারাপ হয়।

২. **যথাধন তথা সর্প অবশ্য থাকায়।**

অর্থাৎ ধন-সম্পদের মধ্যে শত্রু থাকে।

৩. **তিক্তগুড়ে সুধা দিলে মিষ্ট নাহি হয়।**
গাভি ঘাস খায় তবু দুগ্ধ তিক্ত নয়।

অর্থাৎ, বিধাতার দেওয়া নিয়ম মানুষ শত চেষ্টা করেও বদলাতে পারে না।

৪. **সর্বদিন একভাবে না যায় কখন।**

৫. **অন্য লাগি কুঙা খোঁড়ে আপণে প্রবেশ।**

তুলনীয় : অন্যের জন্য খাল কাটলে সে খালে নিজেকেই পড়তে হয়।

অর্থাৎ, অপরের ক্ষতি করতে চাইলে নিজের ক্ষতি হয়।

৬. **কুজনের ভাব যেন মাটির বাসন।**

৭. **সুজনের ভাব যেন হয় তাম্র হাড়ি।**

৮. **সংসার বিষের গাছ জ্ঞানী লোকে কয়।**
তুলনীয় : পরিবার নহে কারাগার।

৯. **সুখের সময় বটে সবে বন্ধু হয়।**

মনসা মঙ্গল[১২] : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

১. **কাটিলে বৃক্ষের ডাল মূল যদি রয়।**
মঞ্জুরিতে পুনরপি বহুদিন হয়॥

মূল রেখে বৃক্ষ বা গাছের ডাল কটিলে তা থেকে পুনরায় কচিপাতার জন্ম হয়। অর্থাৎ কোনো কিছু সমূলে বিনাশ না করলে তা থেকে পরবর্তীতে ক্ষতির আশংকা থাকে।

২. **যেই যারে হয় মিত সেই তারে করে হিত**
ইতিহাসে কর অবধান।

অর্থাৎ, যে যার মিত্র, সেই তার উপকার করে-এটাই চিরন্তন নিয়ম।

৩. **বিপত্তের কাল কেহ নাহি মিলে সখা।**

বিপদে পড়লে কোন বন্ধু পাওয়া যায় না।

প্রবাদটির বর্তমান রূপ :

সু সময়ে বন্ধু অনেকেই হয়
অসময়ে হায় কেউ কারো নয়।
কিংবা-বিপদে বন্ধুর পরিচয়।

৪. **বামন হৈয়া চাহ ধরিতে আকাশ।**

৫. **জ্ঞান হইলে হয় ধর্ম অসাধ্য না রহে কর্ম**
জ্ঞানে ব্রহ্ম নিরূপন হয়।

অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায় এবং জ্ঞানেই বিধাতাকে চেনা যায়।

মনসামঙ্গল[১৩] : জগজ্জীবন

১. **বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া কহিলে উত্তম।**
উত্তম হইয়া তুমি হইবে অধম॥

অর্থাৎ উত্তম বা ভালোলোক খারাপ কাজ করলে (অধম হলে) তা সমাজে ধিক্কৃত হয়।

২. **পড়িল সাগরে মোর আঁচলের সোনা।**

পদ্মপুরাণ[১৪] : নারায়ণ দেব

১. **বালকের মুখে যেন ঝুনানারকেল।**
কাকের মুখে যেন দেখি পাকা বেল॥

এখানে দুই পংক্তিতে দুটি প্রবাদ প্রযুক্ত হয়েছে। দুটি প্রবাদে একই অর্থ বিদ্যমান। অর্থাৎ অযোগ্য লোকের হাতে কোনো ভালো জিনিস থাকলে তার মূল্যায়ন হয় না।

২. **আপদে পড়িলে দেখ বলবুদ্ধি ছাড়ে।**
বিপদে পড়লে শক্তি ও বুদ্ধি দুই লোপ পায়।

৩. **আপনে বাচিলে তুমি রহিল সর্বধন।**

প্রবাদটির বর্তমান রূপ আপনি বাঁচলে বাপের নাম, অর্থাৎ আগে নিজের প্রাণ বাঁচনো তার পর অন্য কিছু।

৪. **মৎস হইয়া কুমিরের সনে কর বাস।**

প্রবাদটির বর্তমান রূপ : জলে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ।

অর্থাৎ অধীনস্থ ব্যক্তিরা তাদের মালিকের সাথে বিবাদ করে কখনও টিকে থাকতে পারে না।

৫. **যে যে গুণি সুজন হয় তার সমান বেবহার।**
কোন কালে দুষ্য বাক্য মুখে না আইসে তার॥

অর্থাৎ ভালো লোকের ব্যবহার সব সময় ভালোই থাকে, কখনও তার মুখ দিয়ে খারাপ (দোষের) কথা বের হয়া না।

৬. **দুরবুদ্ধি হইল সাধু পাতিলে জঞ্জাল।**
কাকের বাসাতে কুকিল থাকে কতকাল॥

কাকের বাসায় কোকিল বেশিদিন থাকে না। অর্থাৎ ছদ্দবেশে ধসনা বা দূরভিসন্ধি একদিন প্রকাশিত হবেই।

চণ্ডীমঙ্গল[১৫] : মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

১. **পিঁপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।**

২. **বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।**

৩. **আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।**

৪. **নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহুধন।**

নীচু ব্যক্তি ধনী হলেও নীচু স্বভব যায় না। অর্থাৎ স্বভাব কখনও পরিবর্তন হয় না। প্রবাদটির বর্তমান রূপ:

ফকির বাদশা হলে ফকিরি নজর যায় না।
বাদশা ফকির হলে বাদশাহি নজর যায় না।

৫. **প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।**

এর বর্তমান রূপ : গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল।

অর্থাৎ যোগ্যতাহীন লোকের যোগ্যতা দেখানোর বৃথা চেষ্টা।

৬. **জন্ম লভিতে আছে অবশ্য মরণ।**

৭. **দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ।**

দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষলে সে ছোবল মারবেই। অর্থাৎ দুশ্চরিত্রের স্বভাব কখনও পরিবর্তন হয় না।

শিব সঙ্কীর্তন[১৬] : (শিবায়ন) রামেশ্বর

১. **জ্ঞান পায়্যা পরে যেনা করে বিতরণ।**
জ্ঞানরাণী হরি তারে প্রসন্ন না হল।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা জ্ঞান বিতরণ না করলে বিধাতা তার প্রতি রুষ্ট হন।

২. **বামন হইয়া হাত বাড়ায়াছি চান্দে।**

৩. **ক্ষুধিত তনয় সে বিনয় না শোনে**

ক্ষুধার্ত ছেলে কখনও ভালো কথা শুনতে চায় না। অর্থাৎ যার যেটা প্রয়োজন তাকে তা দিয়েই সন্তুষ্ট করা উচিত।

৪. **সুহৃদের শুভ চিন্তা শুভকর বটে।**

ভালো লোকের ভালো চিন্তা সকলেরই কাজে লাগে।

৫. **আপনার শুভাশুভ আপনারই ঠাঞি।**

৬. **অভাবের ঘরে আসে অলক্ষণা মায়্যা।**

৭. **দুষ্টের ঐশ্বর্য দিন দশ বই নয়।**
উত্তমের উন্নতি অনেক কাল হয়।

খারাপ লোকের ঐশ্বর্য (কর্ম) বেশি দিন থাকেনা কিন্তু ভালোলোকের (উন্নতি) কর্ম অনেক দিন টিকে থাকে।

শিবায়ন[১৭] : রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র

১. **বলবন্ত দুর্বল জনের হিংসা করে।**

অর্থাৎ প্রভাবশালীরা সর্বদা দুর্বলকে দলিত করে। এটাই চিরন্তন সামাজিক প্রথা।

২. **অল্প লাভে বাণিজ্যিতে না হয় সন্তোষ।**
দরিদ্র স্বামীকে রূপবতীর আক্রোশ॥

অল্প লাভে যেমন ব্যবসায়ীরা খুশি হতে পারে না তেমনি দরিদ্র স্বামীকেও সুন্দরী-রূপবতী স্ত্রীরা অবহেলা করে।

৩. **গৃহেস্থের ধর্ম নহে শ্মশান নিবাস।**

গৃহস্থকে তার বাড়িতেই বসবাস করতে হবে, শ্মশানে নয়। অর্থাৎ নিজের অবস্থানে থেকেই নিজ নিজ কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

৪. **জন্ম হইলে আছে অবশ্যই মরণ।**

৫. **সুখ-দুঃখ মৃত্যু শরীরের সাথে সাথ।**

৬. পিপিলার পাখ দক্ষ মরিবার উঠে।

৭. **পোড়া ঘায়ে পড়ে যেন লবণের ছিটা।**

প্রবাদটির ভাবার্থ হলো- দুঃখ কষ্টের মধ্যে আরো দুঃখ কষ্ট দেওয়া। মানব চরিত্রের এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৮. **হেটে গাছ চোটিয়া উপরে ঢালে পানি।**

প্রবাদটির বর্তমান রূপ : গাছের গোড়া কেটে উপরে পানি ঢালা। অর্থাৎ সমাজের খারাপ লোকেরা গোপনে ক্ষতি করে প্রকাশ্যে ভালো ব্যবহারের ভান করে।

৯. **বামন হইয়া হাত বাড়ায়ে ধরিতে যেন শশী।**

১০. **স্বহস্তে রোপিয়া নাহি কাটি বিষবৃক্ষ।**

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল[১৮] : মাধবাচার্য

১. **কাঁটা ঘায়ে যেন দিল জামিরের রস।**

২. **সহজে অবলা জাতি বুঝ বিপরীত।**

৩. **বেদার্থ বুঝিলে শিষ্য না মানে আচার্য।**

অর্থাৎ গুঢ়রহস্য জেনে গেলে শিষ্য গুরু বা ওস্তাদকে মানে না। এটা মানব চরিত্রের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. **সাধুজন কভু নাহি তেজে নিজ ধর্ম।**

ভালো লোক কখনও নিজ ধর্ম ত্যাগ করে না, অর্থাৎ খারাপ পথে যায় না।

গোরক্ষ বিজয়[১৯] : সেখ ফয়জুল্লা

১. **স্ত্রী রাজ্য হএ সে যে স্ত্রী হএ রাজা।**

স্ত্রীর রাজ্যে স্ত্রীই রাজা হয়। অর্থাৎ একদেশের রাজা অন্যদেশে এসে রাজা হতে পারেনা বা কর্তৃত্ব করতে পারেনা।

২. **প্রদীপ নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে।**

প্রদীপ নিভলে তেলে কিছু করতে পারেনা, তেমনি জীবন প্রদীপ যখন নিভে যায় তখন মানুষের কিছুই করার থাকে না। মানব জীবনের এমন গুঢ়ার্থই প্রবাদটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. **শিকড় কাটিলে তবে পড়ে গাছ।**
বিনি জলে কই থাকে জিএ মাছ।

শিকড় কাটিলে গাছ যেমন পড়ে যায় তেমনি বিনাজলে মাছ জিয়ানো যায় না। অর্থাৎ আপন পরিবেশকে নষ্ট করলে কেউ বাঁচাতে পারে না।

অভয়ামঙ্গল[২০] : দ্বিজরাম দাস

১. **না জানিয়া বিষবৃক্ষ করিতেছি রোপণ।**
আপনে রোপিয়া কেহো না করে ছেদন॥

অর্থাৎ বিষবৃক্ষ যে রোপন করে সে কখনও তা ছেদন করে না (কাটেনা)। মানব সমাজের এমন বহুলোক দেখা যায়।

২. **পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাঠারী।**

৩. **সুখ-দুঃখ যত হয়ে কর্মের অধীন।**

অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেই সুখ দুখ নিরূপণ হয়।

৪. **জনম লভিলে তবে অবশ্য মরণ।**

শ্রীকৃষ্ণবিজয় :[২১] মালাধর বসু

১. **উত্তমে-অধমে নহে বিভার মিলন।**

উত্তম-অধম অর্থাৎ ভালো এবং খারাপ লোকের মধ্যে কখনও মিলন (বন্ধুত্ব) হয় না।

২. **জননী জঠরে দুঃখ না যায় খণ্ডন।**

৩. **কর্ণধার বিনে কভু নৌকা নাহি যায়।**

নৌকা যেমন মাঝি বিনে চলেনা তেমনি সংসারও কর্তা ব্যক্তি ছাড়া চলতে পারে না।

মৈমনসিংহ গীতিকা[২২]

মলুয়া

১. **কাঁটা ঘায়ে লবণের ছিটা আর কত সয়।**

২. **কেমনে খণ্ডাইবে দুঃখ কপালে যা আছে।**

চন্দ্রাবতী

বিনা মেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত।

কমলা

১. **বার মাসের তের পার্বণ হতে নাহি আন।**

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজা-পার্বণ বেশি হয়ে থাকে। লোকসমাজের বাস্তব চিত্রই প্রবাদটির মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

২. **মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল।**

তুলনীয় : পুরান চাল ভাতে বাড়ে।

অর্থাৎ যতই বয়স বাড়ে ততই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

৩. **মাছি মারিয়া করি কেনে দুই হাত কালা।**

অর্থাৎ বড় হয়ে ছোটকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কিছু না বলা।

৪. **বেঙে কবে শুনেছিস পদ্মের মধু খায়।**

অর্থাৎ অসম্ভব কথা।

৫. **কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে।**

অর্থাৎ নিচু স্তরের লোকেরা ক্ষতি করলেও উচু স্তরের ব্যক্তিরা তাদের ক্ষতি করে না।

৬. **বুক ফাটিয়া যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পারি।**

বাঙালি নারীদের হৃদয়ের শাশ্বত কথাই প্রবাদটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

দস্যু কেনারামের পালা

চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্মের কাহিনী।

রূপবতী

১. **বিধাতা লিখ্যাছে বল কোনজনে খণ্ডায়।**
শিরে কইলে সর্পাঘাত ওঝায় কিবা করে।

২. **দেবের নৈবেদ্য করে কুক্কুরে ভোজন।**

অর্থাৎ কপাল দোষে দেবতার দান নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের হাতে যায়।

কঙ্ক ও লীলা

১. **গোবরে ফুটিল পদ্মফুল।**

প্রবাদটি বহুল প্রচলিত। নিচু বংশের কেউ প্রতিভা সম্পন্ন হলে প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

২. **জুহবী জহর চিনে বেনে চিনে সোনা।**

তুলনীয় : রতনে রতন চেনে।

অর্থাৎ যোগ্যলোক যোগ্যলোককে চিনতে পারে।

৩. **দুগ্ধ দিয়া কাল সাপে করিনু পোষণ।**

অর্থাৎ দুধদিয়ে কালসাপ পুষলে যেমন সে মানুষের ক্ষতি করে তেমনি সমাজে কাল সাপের মতো এমন মানুষের অভাব নেই।

৪. **কপালের লেখা হায় কে খণ্ডাবে বল।**

কাজল রেখা

মরার উপরে দুষ্টু এবে তুলছে খাড়া।

দেওয়ানা মদিনা

১. **মায়ে জানে পুতের বেদন অন্য জানব কি।**

২. **সতিন পুত্রে দেখে সত্যই কাঁটার সমান।**

মা ছাড়া অন্য কেউ পুত্রের ব্যথা বুঝতে পারে না। সতীন তাকে কাঁটার মতই দেখে – মানব চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রবাদ দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

কৃষ্ণমঙ্গল[২৩] : পরশুরাম

১. **মস্তক উপরে যেন পড়িল বজ্রাঘাত।**

২. **জন্মিলে মরণ আছে না জায় খণ্ডন।**

৩. **ভাই বোন বন্ধু বোল কেহ কারো নয়।**

৪. **জে জন তর্ক্যয় বিষ মরে সেহি জনে।**

ইউসুফ জলিখা[২৪] : শাহ মুহম্মদ সগীর

১. **কৃষ্ণকালি দাগ ন জায়ন্তি শত ধোও।**

শতধুলেও কালো কালির দাগ যায় না। তেমনি মনে একবার দাগ বসলে (কষ্টপেলে) তা কখনও ভোলা যায় না।

২. **বিধির নির্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারিল।**

লাইলী মজনু[২৫] : দৌলত উজির বাহরাম খান

১. **সহজে নীরস বাণী শুনিতে বিরস।**
২. **অদৃষ্টেতে থাকিলে অদৃষ্টে দেখা পাএ।**
৩. **ভাগ্যবণ্ড পুরুষের বিদ্যা অলংকার।**
৪. **পীরিতি করিলে জীবনে নাহি সুখ।**
৫. **চন্দ্রবিনে গগণ, প্রদীপ বিনে ঘর।**
পুত্রবিনে জগত লাগএ ঘোরতর।

অর্থাৎ চাঁদ বিনে যেমন আকাশ এবং প্রদীপ বিনে ঘর উজ্জ্বল হয়না, তেমনি পুত্র বা ছেলে বিনে জগৎ সংসার অন্ধকার হয়। প্রবাদটিতে পুত্রের কদর প্রকাশিত যা মানব সমাজে এখনও রহিত হয়নি।

৬. **প্রেমেতে মজিলে মন নাহি বল বুদ্ধি।**
৭. **ঘায়েত লবণ যেন সহন না যাএ।**

প্রবাদটির বর্তমান রূপ : কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা।

৮. **বামন হইয়া চাহ ছুইতে আকাশ।**
৯. **কাকের মুখেত যেন সিন্দুরিয়া আম।**
১০. **কর্মে যে ব্যাধি তা নহে ঔষধে দমন।**
বিঘট কর্মের দোষ না যাত্র খন্ডন ॥

কর্মদোষে কোনো কিছু হলে তা ঔষধে দমন হয় না। তাই এমন কর্ম থেকে উত্তরণ পাওয়া যায় না।

১১. **মৃতের উপরে খড়্গ উচিত না হয়।**

বর্তমানরূপ : মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

অর্থাৎ, ক্ষতিগ্রস্থের আরো ক্ষতি করা।

সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী[২৬] : দৌলত কাজী

১. **চন্দ্রবিনে চকোরের জীবন বিনাশ।**
২. **নিবন্ধ কণ্ডাইতে নারি দৈবের কারণ।**
৩. **পুরুষ ভ্রমরাজাতি মধু যথা পায়।**
সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলায় ॥

অর্থাৎ, পুরুষ ভ্রমরের মতো, নারী ফুলের মতো–এক শাশ্বত উপমা।

৪. **কাতরতা কাপুরুষ জনের লক্ষণ।**
৫. **কৃপণের ধন যেন মুর্খের যৌবন।**
৬. **কাণ্ডারী বিহীন নৌকা স্রোতে ভঙ্গ হয়।**

পদ্মাবতী[২৭] : আলাওল

১. **দান কালে শত্রুমিত্র এক নাহি চিনি।**
২. **বন খণ্ডে থাকে অলি কমলের রস।**
শিকড় থাকিয়া ভেকে না জমায় রস ॥
৩. **পড়শী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।**
৪. **দিবসের মর্ম কভু না জানে পেচক।**

পেঁচা যেমন দিনের মর্ম জানে না, তেমনি আমাদের সমাজজীবনে পেঁচার মতো কিছু লোক আছে তারা অন্ধকারে থেকে অপকর্ম করে। ভালো কাজের জন্য তারা মূল্য দিতে জানে না।

৫. **সত্য হন্তে লক্ষী বশ জানিও কারণ।**
৬. **আগে দুঃখ সহিলে পণ্ডাতে সুখ পায়।**
বিধি যাহা করে কভু খণ্ডন না যায় ॥
৭. **বিনি সিন্ধু না দি চোরে নাহি পায় ধন।**
৮. **বিরহ প্রদীপ অঙ্গ তৈলহীন বাতি।**
৯. **কেবা খণ্ডাইতে পারে যা আছে করমে।**

তোহফা[২৮] : আলাওল

১. **বিদ্য গুণ না জানিলে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।**
গর্দভ বলদসম যে আলস্য করে ॥
২. **পর গ্রামে আশা ভাবি না থাকি মনে।**
৩. **কুকুর সমান তারে দেখে সর্বজনে ॥**

যে পরের খাদ্যের আশায় থাকে, তাকে কুকুরের মত সবাই দেখে। মানবিক এ মনোবৃত্তি চিরন্তন।

ছয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান [২৯] : দোনাগাজী

১. **মিত্র মনে দুঃখ হৈলে শত্রু আনন্দিত।**
২. **জানিল প্রেমের নাহি লাজজাতিকুল।**

বর্তমান কালের প্রচলিত একটি প্রবাদ : ভাবতে মজিলে মন কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম।

৩. **কোথাতে কমল মিলে শিশিরের মাঝ।**

শিশিরের মধ্যে পদ্মফুল পাওয়া যায় না; (যা অসম্ভব ব্যাপার)। যথাবস্থাতেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান মেলে- এখানে এ ভাবার্থ ব্যক্ত হয়েছে।

৪. **জল বিনে মাছ নাহি জিয়ে কদাচন।**
পুত্র বিনে পিতার জীবন অকারণ।

৫. **উষ্ণ নীচ জল করে সকল সমান।**

৬. **অঞ্চলের বদনে দর্পণ কিবা শোভে।**

৭. **পতঙ্গ বধের হেতু দীপের সৃজন।**

একজন আরেকজনের পরিপূরক। বিধাতা এ ভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

৮. **গৃহ দহে অবশ্য আঙিনা পায় তাপ।**
তুলনীয় : নগর পুড়িয়ে দেবালয় কি এড়ায়?

অর্থাৎ বড় কোনো দূর্ঘটনায় ভালোমন্দ উভয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৯. **বৃক্ষ যে মরিলে পত্র ঝরএ অবশ্য।**

অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

সত্যকলি বিবাদসংবাদ[৩০] : মুহম্মাদ খান

১. **বিষেত হয়এ বিষ।**
তুলনীয় : বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয়।

অর্থাৎ, শত্রুকে দিয়ে শত্রুকে নিধন করা।

২. **অতিরূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী।**
রূপবতী নারীরা সাপের মত ভয়ংকর হয়।

৩. **চোরেও না রুচে যেন ধর্মের বাখান।**
আধুনিকরূপ : চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।

অর্থাৎ দুর্জন কখনও ভালো কথা শুনতে চায়না।

৪. **দুষ্টজন চরিত্র বুঝএ দুষ্ট জনে।**

৫. **কোথাও অমৃত্বে ফল বানরের ভোগে।**
তুলনীয় : বানরের গলায় মুক্তার মালা।
অর্থাৎ অপাত্রে মূল্যায়ন।

মধুমালতী[৩১] : মুহম্মদ কবীর

১. **ফুল, বীর্য, বিজ্ঞান, বল, বুদ্ধি নাম মতি।**

২. **সুজন পিরীত যেন শ্মশানের ছালি।**

নবীবংশ[৩২] : সৈয়দ সুলতান

১. **রাহুর কোলেতে যেন চন্দ্রের বসতি।**

অর্থাৎ ভালোলোক খারাপলোকের আয়ত্ত্বাধীন থাকা।

২. **কাকের সহিতে শুয়া রহিতে না পারে।**

কাকের সাথে যেমন শুয়াপাকা থাকতে পারেনা তেমনি সবল ও দূর্বলের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে না। প্রবাদটির মধ্যে সমাজের ভেদ-বুদ্ধিতার প্রকাশ পেয়েছে।

৩. **মুর্খ মেলে পণ্ডিত রহিতে অনুচিত।**

শুলে বকাওলী[৩৩] : নওয়াজিস খান

১. **চন্দ্র সূর্যহীন কাঁসা না পরশে দৃষ্টি।**

২. **শুভ ভাগ্য দিনে দিনে বাড়এ সবলে।**

৩. **মিত্র বিনে শত্রুর সমাজে কিবা ফল।**

জঙ্গনামা[৩৪] : হেয়াত মামুদ

১. **খোদার হুকুম বিনা না পড়ে সংশয়।**
যেমন নির্বন্ধ যার মৃত্যু তেন হয়॥
তুলনীয় : মরণ আসলে নাও ভাড়া করে সেখানে যায়।

সর্বভেদবাণী[৩৫] : হেয়াত মামুদ

১. **চন্দনের কাছে যদি থাকে আর গাছ।**
সে গাছ চন্দন হয় থাকি তার কাছে কাছ॥
তুলনীয় : চন্দনের কাছে থাকলে চন্দনের বাও লাগে।
সরার কাছে থাকলি সরার বাও লাগে।

অর্থাৎ ভালোলোকের সংস্পর্শে কেউ থাকলে সে ভালো হয় তেমনি খারপ লোকের সংস্পর্শে কেউ থাকলে খারাপ হয়।

২. **যথাধন তথা সর্প অবশ্য থাকায়।**

অর্থাৎ ধন-সম্পদের মধ্যে শত্রু থাকে।

৩. **তিক্তগুড়ে সুধা দিলে মিষ্ট নাহি হয়।**
গাভি ঘাস খায় তবু দুগ্ধ তিক্ত নয়।

অর্থাৎ, বিধাতার দেওয়া নিয়ম মানুষ শত চেষ্টা করেও বদলাতে পারে না।

৪. **সর্বদিন একভাবে না যায় কখন।**

৫. **অন্য লাগি কুঙা খোঁড়ে আপণে প্রবেশ।**

তুলনীয় : অন্যের জন্য খাল কাটলে সে খালে নিজেকেই পড়তে হয়।

অর্থাৎ, অপরের ক্ষতি করতে চাইলে নিজের ক্ষতি হয়।

৬. **কুজনের ভাব যেন মাটির বাসন।**

৭. **সুজনের ভাব যেন হয় তাম্র হাড়ি।**

৮. **সংসার বিষের গাছ জ্ঞানী লোকে কয়।**
তুলনীয় : পরিবার নহে কারাগার।

৯. **সুখের সময় বটে সবে বন্ধু হয়।**

অসময়ে হায় কেউ কারো নয়।
বর্তমানরূপ : সুখের সময় বন্ধু বটে অনেকেই হয়,
অসময়ে হায় কেউ কারো নয়।

১০. **মুর্খ মিত্র হতে ভাল জ্ঞানী শত্রু যেই।**
বর্তমানরূপ : মুর্খ মিত্রের চেয়ে শিক্ষিত শত্রু ভালো।

১১. **ইষ্ট মিত্র চাকর নিদানে পরিচয়।**

অর্থাৎ, বিপদের সময় সবার পরিচয় পাওয়া যায়।

১২. **লোভেতে পড়িলে পাপ পাপেতে বিনাশ।**
বর্তমানরূপ : লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

অর্থাৎ, মাত্রাতিরিক্ত লোভ বিনাশ ডেকে আনে।

পদাবলী[৩৬] : রামপ্রসাদ সেন

১. **মাথা নেই মাথা ব্যথা।**

অর্থাৎ, অন্যের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করা।

২. **কিল খেয়ে কিল চুরি।**

অর্থাৎ, অপমান হয়ে গোপন করা।

৩. **খুড়িতে কেচুঁয়া পাছে উঠে কাল সাপ।**

অর্থাৎ, ছোট কিছু থেকে বড় কিছুর আবিস্কার।

হাতেম তাই[৩৭] : সৈয়দ হামজা

১. **যে করে পরের বদি বদি তারে খায়।**

অর্থাৎ অন্যের ক্ষতি করলেই নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২. **যা আছে নসীবে লেখা না হবে অদুল।**

৩. **বসিয়া পানির ধারে যে কেহ পিয়াসে মরে।**
তার মত নাই অভাগিয়া।

অর্থাৎ সঠিক সময় যে কাজে লাগাতে না পারে তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই।

৪. **না মানে কলির লোক মার নুন খায়।**

ইউসুফ জোলেখা[৩৮] : ফকির গরীবুল্লাহ

১. **অঙ্গহীন জন যেন ভজেছে পীরিত।**
ফলহীন বৃক্ষ যেন লতায় জড়িত ॥

২. **জলহীন পুকুর পরশে কোন জন।**
ধনহীন পুরুষের নাহি থাকে মান ॥

জঙ্গনামা[৩৯] : ফকির গরীবুল্লাহ

১. **যখন যাহাকে বাম হয়ত খোদায়।**
পাষাণেতে কোনোদিন পাষাণ লুকায় ॥

২. **সাগরেতে ঝাঁপ দিলে ঠাণ্ডানাহী হয়।**
আপনার যতেক কেহ বিমুখ সে হয়।

৩. **বামন হইয়া যেন চাঁদ পাইল হাতে।**

৪. **রোপিলে বাবলার গাছ বেল কোথা হয়।**

অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

অন্নদামঙ্গল[৪০] : ভারতচন্দ্র

১. **বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।**

২. **মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।**

অর্থাৎ, কোন কিছুতে সফলতা অর্জনের জন্য সংকল্পবদ্ধ।

৩. **হাভাতে যদ্যপি চায়।**
সাগর শুকিয়ে যায় ॥

অর্থাৎ, দুঃখী মানুষেরা সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৪. **খুঁয়ে তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত।**
তুলনীয় : বামন হয়ে চাঁদে হাত।

৫. **আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।**

৬. **চিনির বলদসম একখানি গুন।**

৭. **নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।**

৮. **বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।**
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

অর্থাৎ ; উচ্চস্তর ব্যক্তির সাথে নিম্নস্তর ব্যক্তির সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী হয়।

৯. **কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।**

অর্থাৎ, টাকা থাকলে দুষ্পাপ্য বস্তুও পাওয়া যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য সমূহের প্রবাদগুলোতে সমাজ জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা যেমন বাস্তব তেমনি প্রত্যক্ষ। জীবেনের কঠিন রূঢ় কথাই প্রবাদগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে–কখনও সরাসরি কখনও রূপকভাবে। প্রবাদগুলো মূলত লৌকিক সমাজ থেকেই সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। আর এ কারণেই যে এগুলো বেশি হৃদয়স্পর্শী ও জীবনধর্মী হয়ে উঠেছে–এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক কাব্যসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ

ক. আধুনিক কবিতা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মতো আধুনিক যুগের সাহিত্যেও প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়। আধুনিক যুগের কবিতা, ছড়া (আধুনিক ছড়া), প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকে কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে কোথাও ইতস্তত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রবাদ ব্যবহারে লেখকের বক্তব্য যেমন স্পষ্ট হয়েছে তেমনি প্রবাদগুলোতে উঠে এসেছে সমসাময়িক সমাজের নানান চিত্র।

আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে উনিশ (১৮০১) শতক থেকে। মূলত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাতেই সর্ব প্রথম আধুনিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর গুপ্তকে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হলেও তার লেখনির মধ্যে (বিষয়বস্তুতে) প্রথম আধুনিকতার সন্ধান মেলে। সেই হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক যুগের প্রথম কবি হিসেবে ধরে কালানুক্রমিক ভাবে উল্লেখযোগ্য আধুনিক কবিদের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদগুলো আলোচনা করা হলো।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

ঈশ্বরগুপ্ত সমাজ জীবনে চারপাশে যা দেখেছেন তা নিয়েই কবিতা লিখেছেন। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধ ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর এসব কবিতার মধ্যে ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অনুপ্রাসের চাকচিক্য। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত প্রবাদগুলোর মধ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়:

১. **দেশের কুকুর, বিদেশের ঠাকুর।**
(অর্থ : স্বদেশের গুণবান লোকের আদর নেই।)
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুরকে ফেলিয়া।

প্রবাদটিতে কবির দেশাত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

২. **গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়া।**
(অর্থ : এক কষ্টের উপর আরেক কষ্ট পাওয়া।)
যেন গোদের উপর বিষ ফোঁড়া। (নীলকর)

৩. **হাটে হাঁড়ি ভাঙা।**
(অর্থ : গোপন কথা প্রকাশ করা।)
হাটেতে ভাঙিয়া হাঁড়ি
কী খেলা খেলায় রে! (আত্মবিলাপ)

৪. **এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হওয়া।**
(অর্থ : ক্ষণস্থায়ী চিন্তা)
এক কানে কথাগুলি প্রবেশ করিয়া
বাহির হইয়া গেল আর কান দিয়া। (পিতা ও পুত্র)

৫. **তেলে জলে মিশ খায়না।**
(অর্থ : উঁচু-নিচু কখনও এক হয় না।)
জলে নাহি তেল মিশে। (কিছু কিছু নয়)

৬. **কানের মাথা খাওয়া।**
(অর্থ : অচেতন হওয়া)
খেয়েছো কানের মাথা নীরদ নিদয়। (গ্রীস্ম)

৭. **গোঁফে পাক দেওয়া।**
(অর্থ : চিন্তা শূন্য ভাবে কোনো কাজ করা)
গৌরব করিয়া কত গোঁফে দাও পাক। (সব হ্যায় ফাঁক)

৮. **ভাঁড়ে মা ভবানী।**
(অর্থ : একেবারে নিঃস্ব অবস্থা)
জানেন কিঞ্চিত গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী। (পাঁটা)

৯. **ঘোল খাওয়া।**
(অর্থ : জব্দ হওয়া)
সেত আর ঘোলখেয়ে গোল নাহি করে। (নিবেদন)

১০. **ভূতের বেগার।**
(অর্থ : অহেতুক পরিশ্রম করা)
মিছিমিছি খেটে গেল ভূতের বেকার। (দেহঘর)

১১. **লক্ষ্মীছাড়া।**
(অর্থ : দুষ্ট)
লক্ষ্মীছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে।[৪১] (হিতমালা)

উপরিউক্ত প্রবাদগুলোতে মানব চরিত্র ও সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি কখনও রূপকের মাধ্যমে কখনও সরাসরি প্রকাশিত হয়েছে।

মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মাইকেল মধুসূদন দত্তই পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করে সর্ব প্রথম কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটায়। তিনি মধ্যযুগীয় রীতি পরিহার করে কাব্য-কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকে পরিবর্তন এনে বাংলা কবিতায় সনেট এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং একমাত্র সার্থক মহাকাব্য। এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত; ফলে ভাষাও ওজস্বী। এ কারণেই এ কাব্যে লৌকিক প্রবাদের উপস্থিতি একেবারেই কম। একাব্যে আমরা দুটি লৌকিক প্রবাদের উপস্থিত দেখতে পাই –

১. **বামন হয়ে চাঁদ ধরা।**
(অর্থ : অযোগ্য লোকের উচ্চাশা)
তব হৈম সিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে?

২. **কপালের লিখন খণ্ডানো যায়না।**
(অর্থ : অদৃষ্টের লেখা বদলানো যায়না।)
কতক্ষণে চক্ষুজন মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা, "দেবি কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্বন্ধ"?

অন্যত্র – নিরস্ত্র, দুর্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে, – বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?

এছাড়া "মেঘনাদবধ"[৪২] কাব্যের দুটি পংক্তি লোকমুখে বহুল প্রচার লাভ করে বর্তমান কালে প্রবাদ বলে গৃহীত হয়েছে –

৩. **আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?**
(অর্থ : ক্ষমতার বশীভূত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুচ্ছ জ্ঞান করা)

৪. **এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।**

(অর্থ : অনেক শুনেও সে বিষয় সম্পর্কে বোকার মতো কিছু বলা।)

'তিলোত্তমা সম্ভব'[৪৩] কাব্যে পাওয়া যায় বহুল প্রচারিত লৌকিক প্রবাদ –

৫. **'যে রক্ষক সেই ভক্ষক'** – এর ইচ্ছাধীন প্রয়োগ
(অর্থ ; রক্ষাকর্তা দ্বারা অনিষ্ট সাধন।)
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি – "পালিতে কি এ বিপুল জগৎ
সুজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার
অতএব কেমনে যে রক্ষক সে জন?
হইবে ভক্ষক।

৬. **মণিহারা ফণী।**
(অর্থ : শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়ে শোকে জর্জরিত)।
কোথা মোরা গুণ মণি?
মণিহারা আমি গো ফণিনি। (ব্রজাঙ্গনা কাব্য)

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৮)

বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক গীতিকবি। গীতিকবিতায় সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার চেয়ে হৃদয়ানুভূতির প্রাবাল্যই বেশি প্রাধান্য পায়। এ কারণে গীতি কবিতায় লৌকিক প্রবাদের উপস্থিতি তেমন দেখা যায় না। তবে বিহারীলালের কাব্যে[৪৪] যেন লৌকিক প্রবাদ ও প্রবাদাংশগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ধরা পড়েছে –

১. **মাথায় বজ্রপাত হওয়া।**
(অর্থ : আকস্মিক কিছু ঘটা)।
কেহ যদি কোনো খানে পাইত আঘাত;
সকলের শিরে যেন হত বজ্রপাত। (বন্ধু বিয়োগ)

অন্যত্র – উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায়। (ঐ)

২. **মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া।**
(অর্থ : হঠাৎ বড় কোনো বিপদ ঘটা)।
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ

মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। (বঙ্গসুন্দরী)

৩. **কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ।**
(অর্থ : একজনের আনন্দ অন্য জনের বিপদ)।
কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস
পরের বিপদে কেহনা নড়ে।

৪. **সাগরে শয়ন যার, শিশিরে ভয় কী তার?**
(অর্থ : চারিদিকে বড় বিপদের মধ্যে ছোট বিপদের চিন্তা করা বৃথা)।
সাগরে শয়ন হয়েছে আমার
শিশিরে যাইতে কেন ডরাই। (ঐ)

৫. **নাটের গুরু।**
(অর্থ : নষ্টের গোড়া)

৬. **মুখে রা নাই।**
(অর্থ : মুখে কোনো কথা নেই, নির্বাক।)
মিটমিটে, ভিৎভিতে, নাটের গোঁসাই
অন্তরে পর্বত ঘা, মুখে রা নাই। (বন্ধু বিয়োগ)

৭. **সুখের পায়রা।**
(অর্থ : সুসময়ের বন্ধু)
সুখের পায়রা বসি পাপোশের কাছে
কতক্ষণে হাই ওঠে, তুড়ি ধরে আছে। (ঐ)

৮. **ননীর পুতুল।**
(অর্থ : অত্যন্ত আদুরে।)
ননীর পুতুল শিশু সুকুমার
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে। (বঙ্গসুন্দরী)

৯. **ঝালঝাড়া।**
(অর্থ : রূঢ় কথায় মনের সঞ্চিত রাগ উপশম করা।)
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে
যতখুশি ঝাল ঝাড়িয়ে লন। (ঐ)

এ প্রবাদগুলোতেও মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের মহীরূহ। সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকেই করেছেন তিনি সমৃদ্ধ। বিশাল তার কাব্য ভাণ্ডার। তবে তার কাব্য জগৎ বিশাল হলেও কাব্য কবিতায় ব্যবহৃত প্রবাদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক কম। হয়ত মিস্টিকচেতনাই এর মূল কারণ। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ নিচে তুলে ধরা হলো –

১. **সুবরে মেওয়া ফলে।**
(অর্থ : ধর্য ধরে অপেক্ষা করলে সুফল পাওয়া যায়।)
কল্পতরুর তলায় থাকি
নই গো আমি খবুরে,
হাঁ করে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে। (কড়ি কোমল : চিঠি)

২. **তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয়না।**
পাঠান্তর : পৈতাগলায় নিলেই বামন হয না।
(অর্থ : বাহ্যাড়ম্বরে কৃতকার্য হওয়া যায় না।)
ওরা আছে সমাজের সব তলায়
বামন কি হয় পৈতে দিলেই গলায়? (পলাতকা : নিস্কৃতি)

৩. **বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।**
(অর্থ : বাণিজ্যই অর্থ লাভের উপায়।)

এ প্রবাদটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকা কাব্যের একটি কবিতায় নামকরণ করেছেন।

৪. **মাথায় বাজ ভেঙে পড়া।**
(অর্থ : হঠাৎ কোনো বড় বিপদ ঘটা।)
কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ
ভাবিল বিপদ দেখিতেছি আজ। (সোনারতরী : পুরস্কার)

৫. **পিত্তজ্বলে যাওয়া।**
(অর্থ : হঠাৎ রেগে যাওয়া)

মহা কলরবে গালি দেই যবে পাজি হতভাগ্য গাধা
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখেজ্বলে যায় পিত্ত। (চিত্রা : পুরাতন ভৃত্য)

আমাদের সমাজে ভৃত্য বা চাকরের প্রতি কোনো কারণ ছাড়াই যে অমানবিক ব্যবহার করা হয় প্রবাদটিতে সে চিত্রই ফুটে উঠেছে।

৬. **মান্ধাতার আমল।**
(অর্থ : অতি প্রাচীন কাল)
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত পত্তন করেছিলেন
কোন মান্ধাতার আমলে। (পুনশ্চ : প্রথম পূজা)

৭. **কোমর বেঁধে লাগা।**
(অর্থ : দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।)
ওঠ ওঠ ভাই জাগো
মনে মনে খুব রাগো
অর্থশাস্ত্র উদ্ধার করে
কোমর বাঁধিয়া লাগো।[৪৫] (মানসী : ধর্মপ্রচার)

৮. **চোখে সর্ষে ফুল দেখা।**
(অর্থ : অন্ধকার দেখা)
তার পরে অনেক দিন ধরে মনে পড়ছে
চোখে কী করে সর্ষে ফুল দেখে। (পুনশ্চ : ছেলেটা)

প্রবাদটিতে একটি নিম্নবৃত্ত অনাথ ছেলের অনিশ্চিত ভাবে বেড়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে।

৯. **গুরুমারা বিদ্যে।**
(অর্থ : শিষ্য হয়ে গুরুকে ঘায়েল করা।)
অতঃপর গৌড় হতে এলো হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।

১০. **যক্ষের ধন।**
(অর্থ : কৃপণের ধন।)
মানুষ আপন গূঢ়বাক্য অনেককাল আগে
যক্ষের মৃত ধনের মতো
ওর মধ্যে রেখেছে নিরুদ্ধ করে।[৪৬] (শেষ সপ্তক; ১১ সংখ্যক কবিতা)

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মূলত একজন সমাজমনস্ক কবি। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট। এছাড়া তিনি লোকঐতিহ্যও ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় লোকপ্রবাদের যে উপস্থিতি আছে তা তিনি অত্যন্ত সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। এ সব প্রবাদে[৪৭] ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন দিক।

নজরুলের "ভাঙারগান" কাব্য গ্রন্থের 'মিলনগান' কবিতায় (একটি কবিতাতেই) বহু প্রবাদের সাক্ষাৎ মেলে –

দুয়ার ভেঙে আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান॥
স্বার্থ পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাসরে মান। ...
গোবর গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান। ...
কলুর বলদ টানিস ঘানি গলদ কোথায় নাইকো জ্ঞান। ...
পথের কুকুর দু'কান কাটা মানঅপমান নাই কো জ্ঞান।
যে জুতোতে মারছে গুতো করছো তাতেই তৈল দান॥
নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান।
কে যে ভাল কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান॥
আপন ভিটেয় কুকুর রাজা, তার চেয়েও হীন তোদের প্রাণ। ...
হাড় খেয়েছে, মাংস খেয়েছে (এখন) চামড়াতে দেয় হেঁচকা টান। ...
বিশ্বে যে তার রাখিস নেই ঠাঁই কানা গরুর ভিন বাথান॥ ...
বুঝলি না হায় নাড়ি ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান॥

উপরিউক্ত কবিতাটিতে আমরা নিম্নলিখিত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ পাই –

১. **দুয়ার ভেঙে জোয়ার আসা।**
(অর্থ : প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়া।)

২. **মরা গাঙে বান ডাকা।**
(অর্থ : নির্জীব ব্যক্তির উজ্জীবিত হওয়া)

৩. **যেমন কুকুর তেমন মুগুর।**
(অর্থ : দুর্বৃত্তকে যথাযথ শাস্তি দেওয়া।)

৪. গোবর গাঁদা। (অর্থ : নিকৃষ্টবস্তু)

৫. **পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া।**
(অর্থ : অপরের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি।)

৬. **কলুর বলদ।** (অর্থ : বেগার খাটা)

৭. **পথের কুকুর।** (অর্থ : তুচ্ছ ব্যক্তি)

৮. **দু'কান কাটা।** (অর্থ : নির্লজ্জ)

৯. **তেল দেওয়া।** (অর্থ : তোষামোদ করা।)

১০. **নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ।**
(অর্থ: নিজের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও অন্যের ক্ষতি করা।)

১১. **সব শিয়ালের একই রা।**
(অর্থ : সবাই একই দলভুক্ত।)

১২. **আপন ভিটেয় কুকুর রাজা।**
(অর্থ : নিজ এলাকায় সবাই শক্তিশালী।)

১৩. **হাড়-মাংস খাওয়া।**
(অর্থ : অত্যাচারে অতিষ্ট করে তোলা।)

১৪. **কানা গরুর ভিন্ন গোট।**
(অর্থ : অক্ষম ব্যক্তির আলাদা স্থান।)

১৫. **নাড়ি ছেঁড়া ধন।**(অর্থ : অতি কষ্টের ধন।)

দেশপ্রেমমূলক এই কবিতাটিতে বহুল প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের সার্থক প্রয়োগে কবির দেশপ্রেমবোধ প্রকট ভাবে ধরা পড়েছে।

১৬. **কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা।**
(অর্থ : কষ্টের উপর কষ্ট) বুকে ধরে ঘুণ
যত বিরহিনী নিম খুন – কাঁটা ঘায়ে নুন। (সিন্ধু হিন্দোল : ফাল্গুনী)

১৭. **দীপের নিচে অন্ধকার।**
(অর্থ : ভালোর মধ্যে মন্দ।)
শুধায় তবু "কেমন করে তুমিই পেলে খবর তার?"
বোহায়রা কয় হেসে, "যেমন দীপের নিচেই অন্ধকার।"
(মরুভাস্কর : তৃতীয় সর্গ)

১৮. **কল্লা দেখে আল্লা ডরায়।**
(অর্থ : দুর্জন দেখে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও ভিতু।)
ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়
হল্লা শুধু হল্লা। (অগ্নিবীণা : কামাল পাশা)

১৯. **খোদার উপর খোদকারী।**
(অর্থ : যোগ্যলোকের কাজে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ)
খোদার উপর খোদকারী তোর
মানবেনা আর সর্বলোকে। (বিষের বাঁশি : সত্যমন্ত্র)

২০. **ধর্মের কর বাতাসে নড়ে।**
(অর্থ : পাপ কখনও চাপা থাকেনা।)
হাত তুলে তুই চা দেখি ভাই অমনি পাবি বল
তোর ধানে তোর ভরবে খামার নড়বে খোদারকল। (নতুন চাঁদ : উঠরে চাষী)

২১. **নাকের বদলে নরুণ।**
(অর্থ : বড় কিছুর পরিবর্তে তুচ্ছ কিছু দেওয়া।)
নাকের বদরে নরুণ চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই –
আজাদ মুক্ত স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই। (নতুন চাঁদ : অভয়সুন্দর)

২২. **তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁছা।**
(অর্থ : অসম্ভব কিছু করা)
মনেপড়ে? বলেছিলে হেসে একদিন
তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি। (নতুন চাঁদ : অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি)

২৩. **মুখে চুনকালি দেওয়া।**
(অর্থ : কলঙ্কিত করা।)
রচিয়া ধর্মশালা অধর্মী ধর্মেরে দেয় গালি
রাম নাম ওরা শোখায় মাখায়ে মানুষেরে চুন কালি॥ (শ্রমিক মজুর)

২৪. **ছাই চাপা আগুন।**
(অর্থ : অপ্রকাশিত ক্রোধ)
মরা প্রাণ উটকে দেখাই
ছাই চাপা ভাই অগ্নি ভয়ংকর রে॥ (বিষের বাঁশি : যুগান্তরের গান)

২৫. **মাথায় বজ্রপাত হওয়া।**
(অর্থ : হঠাৎ বিপদ ঘটা)
হৃদয়ে যখন ঘনায় শাঙন, চোখে নামে বরাষাঘাত
তখন সহসা হয় গো মাথায় বজ্রপাত। (জিঞ্জির : চিরঞ্জীর জগলুল)

২৬. **ঢাক গুড় গুড়।**
(অর্থ : গোপন করার চেষ্টা।)

ঢের দেখেছি ঢাক গুড় গুড়, ঢের মিথ্যো ছল
এবার সত্য কথা বল। (বিষের বাঁশি : বিদ্রোহীর বাণী)

২৭. শিকের তুলে রাখা।

(অর্থ : স্থগিত রাখা)

জাত সে শিকায় তোলা রবে
কর্ম নিয়ে বিচার হবে। (বিষের বাঁশি : জাতের নামে বজ্জাতি)

২৮. রাবণের চিতা।

(অর্থ : অশান্তির আগুন)

লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারতলক্ষ্মী সীতা
জ্বলিবে তাঁহারি আখির সুমুখে কাল রাবণের চিতা। (ফণিমনসা : সব্যসাচী)

২৯. ধামাধরা।

(অর্থ : তোষামোদ করা)

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ
ধামাধরা! জামা ধরা! মরণ ভীতু! চুপ রহো। (বিষের বাঁশি : বিদ্রোহীর বাণী)

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

তিরিশের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ অন্যতম। তিনি তাঁর অন্ত র্মানসে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন মানুষের আবহমান জীবনধারা ও সমকালকে তাঁর কবিতায় অনুভূত হয় দূর অতীত ঐতিহ্য, মানুষের হৃদয়ের আদিম বেদনা, লোকজীবনের সৌগন্ধের ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত প্রবাদগুলোকে তিনি ইচ্ছেমতো ভেঙে-চুরে সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, যাতে উঠে এসেছে মানুষের হৃদয় বেদনা ও সমাজের বিভিন্ন খণ্ড চিত্র।

১. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

(অর্থ : পাপ কখনও চাপা থাকেনা।)

বাতাসে ধর্মের কল নড়ে ওঠে - নড়ে চলে ধীরে
সূর্য সাগর তীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে। (সাতটি তারার তিমির : মনোসরনি)

অন্যত্র – কী করে ধর্মের কল নড়ে যায় মিহিন বাতাসে;

মানুষটা মরে গেলে যদি তাকে ঔষুধের শিশি
কেউ দেয়–বিনি দামে – তবে কার লাভ। (সাতটি তারার তিমির : লঘু মুহূর্ত)

১. যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

(অর্থ : সেয়ানে সেয়ানে)

সহচর যাত্রী ভেবে আমাদের জীবনের স্মরণীয় তাকে
ছেড়ে দেয় তার কাছ – বাঘা তেঁতুলের সাথে
মিশে থাকে তবু বুনো ওল।
(অগ্রন্থিত কবিতা : কোনো এক দার্শনিক)

৩. সাত ঘাটের কানাকড়ি।

(অর্থ : বহুদর্শী ক্ষয়ে যাওয়া কড়ি।)

কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম – হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল। (সাতটি তারার তিমির : সৃষ্টির তীরে)

উল্লিখিত প্রবাদটিতে ইতিহাস চেতনার সাথে যুক্ত হয়েছে লোকঐতিহ্য।

৪. আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর।

(অর্থ : সামান্য লোকের বড় কিছুতে মাথা ঘামানো।)

আদার ব্যাপারী হয়ে এই সব জাহাজের কথা
না ভাবে মানুষ কাজ করে যায় শুধু
ভয়াবহ ভাবে অনায়াসে। (বেলা অবেলা কাল বেলা : মহিলা)

৫. মাথার ঘাম পায়ে ফেলা।

(অর্থ : অত্যাধিক কষ্ট করে।)

চেয়েছে মাটির দিকে – ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা
মাথার উপরে চেয়ে দেখছে এবার। (শ্রেষ্ঠ কবিতা : আবহমান)

৬. কইয়ের তেলে কইভাজা।

পাঠান্তর : মাছের তেলে মাছ ভাজা

(অর্থ : নিজের পুঁজি খরচ করে লাভের টাকা দিয়ে খরচ চালানো।)

যে মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন

বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে। (সাতটি তারার তিমির : একটি কবিতা)

৭. অভাবে স্বভাব নষ্ট।

(অর্থ : অভাবের তাড়নায় সৎ লোকও অসৎ হয়।)

তারপর কেউ তাকে না চাইতে নবীন করুণ রৌদ্রে ভোর
অভাবের সমাজ নষ্ট না হলে মানুষ এই সবে
হয়ে যেত এক তিল অধিক বিভোর। (বেলা অবেলা
কালবেলা : সূর্য রাত্রি নক্ষত্র)

সমাজের কথাগুলো অপকটে বলতেই ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেছেন প্রবাদটি।

৮. মেঘ না চাইতেই জল।

(অর্থ : আশাতীত ফল)

মুন্সি, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেল মহিলারা মর্মরের স্বচ্ছ কৌতূহল ভরে

অব্যয় শিল্পীরা সব : মেঘ না চাইতেই জল ভালো বাসে। (সাতটি তারার তিমিরি : জুহু)

এ প্রবাদটিতেও ইতিহাস চেতনার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

৯. পাকা ধানে মই।

(অর্থ : গোছানো কাজ নষ্ট করা।)

পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ। (সাতটি তারার তিমির : সৌম্য করোজ্জ্বল)

১০. ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

(অর্থ : সংকোচের কারণে পারস্পরিক সংস্রবহীনতা।)

এমন কী হতো জাঁহাবাজ
ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।
(সাতটি তারার তিমির : লঘু মুহূর্ত)

অন্যত্র – ভাসুর পীড়িত হয় অতএব ভাদ্র-বৌকে বকে
চোখ মেলে চোখ বুজে দেখেছি অনেক বার সে রকম রুগ্ন দুর্ভিক্ষকে।
(অগ্রন্থি কবিতা : নিবীহ ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান)

১১. ভিটেয় ঘুঘু চরানো।

(অর্থ : সর্বশান্ত করা)

সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হত্তেল ঘুঘুদের ঘরে
অথবা – ভিটেয় যেই গুণোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে–
(অগ্রন্থিত কবিতা : নিরীহ কাণ্ড ও মর্মান্বেষীদর গান)

১২. পদ্মপাতায় জল।

(অর্থ : ক্ষণস্থায়ী)

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্ম পাতার জল। (শ্রেষ্ঠ কবিতা : তোমোকে ভালোবেসে)

১৩. ভেক ধরে থাকা।

(অর্থ : ভণ্ডামী করা)

বন্ধু হওয়া, ভেক ধরে থাকা, পরামর্শ দেওয়া
রেজিষ্ট্রিরি সময় হয়েছে ভেবে খাতায় স্বাক্ষর করে বিয়ে করা

কাকে যেন; জীবন তো বিবাহিত হয়েছিল তের বার। (অগ্রন্থিত কবিতা : যাত্রা)

জসীম উদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৬)

আধুনিক কবিদের মধ্যে জসীম উদ্দীন পল্লী কবি হিসেবে খ্যাত। আধুনিক যুগ মানসে সকল ক্ষেত্রেই যখন নাগরিক জীবন স্থাপন করে নিচ্ছিল, তখন জসীম উদ্দীন বলিষ্ঠ কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন লোক জীবনের জয়গান। তাঁর কাব্য তাই আমরা দেখতে পাই– গ্রামীণ জীবনের লোক কাহিনী, লোকগাঁথা ও পল্লীর সাদা-মাটা জীবনের মাধুর্য। জসীম উদ্দীন তার কবিতার অনেক স্থানে বাস্তব জীবনের অনুষঙ্গ রূপায়ণ করেছেন প্রবাদের মাধ্যমে। নিচে তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদের চিত্র তুলে ধরা হলো :

১. কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

(অর্থ : শত্রুর সাহায্যে শত্রুকে বিনাশ করা।)

রূপার সাথে বিয়ে দিলে থাকবেনা আর মাথা
ঘটক বলে, কাঁটা দিয়েই তুলতে হবে কাঁটা।[৪৯] (নক্সীকাঁথার মাঠ)

পাড়ার লোকের মুখবন্ধ করার জন্য ঘটক সাজুর মার কাছে সাজু রূপাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিবদমান দুপক্ষের কথাই স্পষ্ট হচ্ছে প্রবাদটিতে।

২. **সাধ আছে সাধ্য নাই।**

(অর্থ : ইচ্ছে থাকলেও দারিদ্রতার কারণে অক্ষমতা প্রকাশ।)

ক্ষমা করো মোরে তোমার জীবনে দোসর হইব বলে
সাধ থাকিলেও সাধ্য নাহিক আমারি ভাগ্য ফলে।[৫০] (সখিনা : সুখের বাসর)

ভাগ্যনির্ভর লোকসমাজের ইচ্ছা পুরণের প্রতিকুল পরিবেশের কথাই প্রবাদটিতে ফুটে উঠছে।

৩. **বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া।**

(অর্থ : প্রায় সফল হওয়ার মুখে বাঁধা দেওয়া।)

আজকে রূপার সকলি আঁধার, বাড়া-ভাতে ওড়ে ছাই
কলঙ্ক কথা সবে জানিয়াছে, কেহ বুঝি বাকি নাই।[৫১] (নক্সীকাঁথার মাঠ)

৪. **পরের ধনে পোদ্দারী।**

(অর্থ : অন্যর অর্থে কর্তৃত্ব করা।)

কেন তুমি কৃপণ এত। তোমার যাহা নয়
পরে ধনে পোদ্দারী কি তোমার শোভা পায়?[৫২] (জলের লেখন : অনুরোধ)

৫. **ভিটেয় ঘুঘু চরানো।**

(অর্থ : সর্বশান্ত করা)

ডিক্রিজারী ডিক্রিজারী হুকুম তামিল করবেনা কে?
ভিটেয় তাহার চড়াও ঘুঘু চড়ক পাকে ঘুরাও তাকে।[৫৩] (সোজনবাদিয়ার ঘাট)

৬. **স্রোতের শ্যাওলা।**

(অর্থ : সহায় সম্বলহীন লোক।)

সোঁতের শেহলা ভাসিতে ভাসিতে এবার পাইল কুল
আদিল বলিল 'গাঙের পানিতে কুড়ায়ে পেয়েছি ফুল'।[৫৪] (সখিনা : সুখের বাসর)

৭. **শাঁকের করাত।**

(অর্থ : দুই দিকে বিপদ।)

চারিদিকে হতে উঠিতেছে সুর, ধিক্কার! ধিক্কার!!
শাঁখের করাত কাটিতেছে তারে লয়ে কলঙ্ক ধার।[৫৫] (নক্সী কাঁথার মাঠ)

৮. **সাত ঘাটের জল এক করা।**

(অর্থ : ক্ষমতাবানের কর্তৃক দেখানো।)

সাত ঘাটের জন এক করে সে ভরতে পারে ঘড়া।[৫৬] (সোজন বাদিয়ার ঘাট)

বিষ্ণুদে (১৯০৮-১৯৭৯)

বিশ শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ কবিদের মধ্যে বিষ্ণুদে অন্যতম। তিনি অনুভব করেন কবিতাকে কী করে লোকায়ত জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে তাঁর কবিতায় লোকজীবনের গ্রাম্যতা বা স্থুলতা পাওয়া যায় না। তিনি পৌরাণিক ও দেশীয় ঐতিহ্য কাব্যে ধারণ করেছেন নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি ও স্বকীয়, উপস্থাপন কৌশলে। বিষ্ণুদে তাঁর কবিতায় লোকজীবনের যে অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন- প্রবাদ এর মধ্যে অন্যতম।

১. **বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।**

(অর্থ : বাণিজ্যই অর্থ লাভের উপায়।)

জানি লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যেই
সই সাধনায় মেনেছি সতত হার।[৫৭] (চোরাবালি : বেকার বিহঙ্গ)

২. **চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।**

(অর্থ : আগে নিজের মঙ্গল)

চাচার আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং-ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রু-মিত্র। (পূর্বলেখ : ১৯৩৭-স্পেন)

সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষের কথাই প্রকাশ পেয়েছে প্রবাদটিতে।

৩. **কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে।**

(অর্থ : পরিশ্রম করলে অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়।)

কৈলাস সাধনায় কতশত খাদ।
কষ্টে কেষ্ট লাভ জানো তো প্রবাদ। (পূর্বলেখ : বৈকালী-৬)

৪. **সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।**

(অর্থ : ইচ্ছা করে অকারণে দুঃখ ডেকে আনা।)

সুখে নেই, তাই ভূতে কিলানোর সাধ
কল্কির দেরি আছে আসতে। (পূর্বলেখ : বৈকালীন-৬)

৫. নানা মুনির নানা মত।
(অর্থ : মত পার্থক্য)
নানা মুনির নানা দলের বন
হায়েনা আর শিবার দলে ঠাসা
সেখানে কিবা অমাত্যের পেশা?[৫৮] (পূর্বলেখ : মুদ্রারাক্ষস)

অন্যত্র – নানা মুনি দেয় নানাবিধ মত মন্বন্তর আসে।
তবুও শহরে ওসারে বহরে জড়ক বন্ধ ভিড়।[৫৯] (সন্ধীপের চর : ভিড়)

৬. শুধু কথায় চিড়ে ভিজেনা।
(অর্থ : কাজে প্রমাণ না দিলে শুধু কথা বলে লাভ হয়না।)
ধর্মরাজ্য লণ্ডভণ্ড, সহস্র শরিক
অধিকার ভেদে আর ভেজে না কো চিড়ে।[৬০]
(পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-২)

এখানে 'শুধু কথায় চিড়ে ভেজেনা' প্রবাদটি কবি নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। অন্য কবিতায় একই প্রবাদ ভিন্নঅর্থে ব্যবহার করেছেন –

উধাও রাজা উলুর ভিড়ে
এবারে বুঝি ভিজবে চিড়ে।[৬১] (সাত ভাইচম্পা : ১৯৪২)

একই ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন –

৭. ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো – প্রবাদের অনুষঙ্গ।
(অর্থ : অকারণে বিপদ মাথায় নেওয়া।)
মেনেছি হার, তুলেছি দেখ হাই
ঘরের খেয়ে রাজনীতি কি পেশা?[৬২] (পূর্বলেখ : মুদ্রারাক্ষস)

৮. সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।
(ধূর্ত ব্যক্তির সাথে ধূর্ত ব্যক্তির সদ্ভাব।)
জনগণমনে অধিনায়কের শূন্যস্থান, পূর্ণকরো বীর
সেয়ানে সেয়ানে হোক কোলাকুলি সঙ্গোপনে।
(সাতভাই চম্পা : সাতভাই চম্পা-২২ জুন ১৯৪১)

প্রবাদটিতে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন রাশিয়ার আক্রান্ত হওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। যুদ্ধ মানে পক্ষ-প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত। কবি এমন ভয়াবহ যুদ্ধ বন্ধ করার কথাই ব্যক্ত করেছেন প্রবাদটিতে।

৯. বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
(অর্থ : ক্ষণস্থায়ী বস্তু।)
বড়র প্রেম নেহাৎ বালু
তবুও আছে, ছড়াই মনে
শান্তি জল সঙ্গোপনে।[৬৩] (সাত ভাই চম্পা : ১৯৪২)

এখানেও যুদ্ধের প্রসঙ্গে বড়র পীরিতি বালির বাঁধ প্রবাদটি কবি নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন।

১০. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।
(অর্থ : বৃদ্ধের যুবকের মতো আচরণ।)
এখানে বুর্জোয়া বাবু নববাবু, ব্যবসা চালাকি,
সাম্রাজ্য বুদ্বুদ, সার্থক জনম মাগো
হুতোমের খেয়াল অদ্ভুত, বুড়ো শালিকে ঘাড়ে রোঁয়া।[৬৪]
(নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : টাইরেসিঅস)

প্রবাদটিতে সাম্রাজ্যবাদী, বুর্জোয়াদের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১১. তিলকে তাল বানানো।
(অর্থ : ছোট বিষয়কে বড় করা।)
অন্ধ হত্যা হলো শুরু, এদিকে ওদিকে দু'চারটা
গুমখুন, হাওয়ায় খুদে শয়তানেরা
সে খবরে তিলকে বানায় তাল . ।[৬৫] (সন্ধীপের চর : স্বর্গ হইতে বিদায়)

১২. শত্রুর মুখে ছাই।
(অর্থ : শত্রুতাকে জয় করে।)
কাল বৈশাখী হানবে, হয়
ফাল্গুনী নয় চৈত্রীতে
শত্রুর মুখে হানছে ভয়।[৬৬] (সাতভাই চম্পা : আত্ম জিজ্ঞাসা)

১৩. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
(অর্থ: কোনো কাজের শুরুতে আঁট-সাঁট কিন্তু শেষের দিকে শিথিলতা।)
আকাশে একশো চুয়াল্লিশ, বাতাস বন্ধ এক ঘরে
বিধি-নিষেধের বজ্র আঁটুনি, অনুবন্দী, গড়েছে কেউ

ফস্কা গেরোতে শিয়াল বেঁধেছে .. ।[৬৭] (নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : বারোমাস্যা-২)

উক্ত প্রবাদটিতে রাজনৈতিক জীবনের বৈদগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

১৪. পাকা ধানে মই দেওয়া।

(অর্থ : গোছানো কাজ নষ্ট করা।)

আমরা সবাই চাই স্বস্তি বিশ্রাম ...
অভ্যাসের পাকা শানে, খিল তোলা দ্বারে
প্রাসাদে কুটিরে, নিজের অন্যের মই দেওয়া ধানে।[৬৮]
(তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : ভয় পাই মনের মুক্তিতে)

১৫. ভিটেয় ঘুঘু চরানো।

(অর্থ : সর্বশান্ত করা)

না না, লোকদের দূর্গতি মোচনের মুরুবিক্ষর গোঁফদাড়িগাম্ভীর্যে ভরিয়ে বা প্রত্যহই ক্ষৌরি করে
তাদেরই চরিয়ে ঘুঘু তাদেরই সরিয়ে।[৬৯] (ঈশাবাস্য দিবা নিশি : হেউষা উষসী তবে তাই হোক)

এখানে 'ভিটেয় ঘুঘু চরানো' প্রবাদটিকে ভেঙে কবি তীর্যক ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন।

১৬. পাঁচ কথা শোনানো।

(অর্থ : কটু কথা বলা)

বিদ্যায়তনে হয়েছিল দুটো কথা
সে কথাও ছেঁদো গাজন তলায়
এঁদো পুকুরের শীতে,
পাঁচ কথা জেনো বলবেই পাঁচ লোকে।[৭০]
(আমার হৃদয়ে বাঁচো : তিনটি কবিতার সম্ভাবনা-১)

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

শামসুর রাহমান মূলত নাগরিক কবি। তবে তার বৌদ্ধিক শিকড় প্রোথিত রয়েছে নিসর্গ প্রতিম বাংলার লোকজসত্তার কেন্দ্রভূমিতে তার মনে লুকিয়ে রয়েছে আবহমান বাংলার লোক প্রজ্ঞাশ্রুত অভ্যাস, দৃষ্টি নন্দিত

ভঙ্গি এবং লোক সমাজে ব্যবহৃত নানা মাত্রিক উপাদান উপকরণ। আর এ কারণেই তার কাব্য কবিতায় বিভিন্ন লোকজ উপাদানের সাথে প্রবাদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়।

১. সাপের পাঁচ পা দেখা।

(অর্থ : অতিশয় স্পার্ধিত হওয়া)

বর্তমান এ দেশের স্ত্রী পুরুষ সাপের পাঁচ পা
হঠাৎ দেখছে যেন দিনগুলি হিস্টিরিয়া রোগী (বিধক্ষস্তনীলিমা : জনৈক সহিসের ছেলে বলছে)

চলমান নাগরিক জীবনের এক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে লোকসমাজে বহুল প্রচলিত এ প্রবাদটিতে।

২. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

(অর্থ : ধনীদের হিংসা-দ্বন্দ্বের কারণে সাধারণ লোকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।)

যখন তোমার সঙ্গে আমার হলো দেখা ...
বিশ্বে তখন মন্দা ভীষণ, রাজায় রাজায়
চলছে লড়াই উলুর বনে। (নিরালোক দিব্যরথ : প্রেমের কবিতা)

আলোচ্য প্রবাদটির মধ্যে সমকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ধরা পড়েছে।

৩. সবুরে মেওয়া ফলে।

(অর্থ : ধর্য ধরে অপেক্ষা করলে সুফল পাওয়া যায়।)

৪. শিকে ছেঁড়া।

(অর্থ : হঠাৎ অস্বাভাবিক কিছু লাভ করা)

সবুরে মেওয়া ফলে
এই সুবচন জানা আছে আমারও একদিন না একদিন
আপনার রহমতের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বেই।
(দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে : একটি মোনাজাতের খসড়া)

অন্যত্র 'সবুরে মেওয়া ফলে' প্রবাদটি ভেঙে কবি নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন –

পক্ষীতুমি সবুর করো
শ্যাম প্রহরে ডোবার আগে, একটু শুধু
মেওয়া খাবে। (ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা)

৫. **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।**
(অর্থ : লাভের আশায় বিপদে পড়া)

এ প্রবাদটিও ব্যবহার করেছেন কবি পূর্বের প্রবাদটির (৩ সংখ্যক) মতোই –

ধড়িবাজ যে লোকটা
দেখলো ঘুঘুর ফাঁদ, একদিন সেই জানবেনা
ছিল চেনা সুবোধ বালক। (রৌদ্র করোটিতে : শনাক্ত পাত্র)

৬. **বারো মাসে তেরো পার্বণ।**
(অর্থ : উৎসবের আধিক্য।)

ভদ্র মহোদয়! বারো মাসে তেরো পার্বণ কাতর
লাজুক আত্মকে বসতিতে যথাযথ ...
কখনো গুহাকে করিনি ঘর।[৭১] (বিধক্ষস্ত নীলিমা : সম্পাদক সমীপেষু-৩)

৭. **খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।**
(অর্থ : আয় অপেক্ষা আড়ম্বর বেশি)

ওহো খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি
এলোকেশী কপালকুণ্ডলা এগিয়ে আসে ছিন্নবেশে
ভিক্ষাপাত্র হাতে।(বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়: কিচ্ছু বুঝিনা কিচ্ছু বলিনা-৫)

৮. **উড়ে এসে জুড়ে বসা।**
(অর্থ : হঠাৎ এসে কর্তৃত্ব করা।)

ভালুক, উল্লুক, বেবুন, ঘোড়া অথবা
খচ্চর উড়ে এসে জুড়ে বসলেও আমরা টু-শব্দটি করব না।) (ঐ : ৭)

উপরিউক্ত দুটো প্রবাদেই দেশের সাধারণ জনগণ এবং রাষ্ট্র নায়কদের স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের চিত্র স্পষ্ট। নিচের প্রবাদটিতেও একই চিত্র পাওয়া যায় –

৯. **খাল কেটে কুমির আনা।**
(অর্থ : বাইরে বিপদ ঘরে ডেকে আনা।)

তোমরা সগর্বে ভাবো এভাবেই কেটে যাবে কাল
অগণিত সেপাই সান্ত্রীর পাহারায় আর খাল
কেটে মস্ত শাসালো কুমির আনলেও কারো সেই
সাড়ম্বর প্রচেষ্টায় বাঁধা দেবার মুরোদ নেই।
(বুকতার বাংলাদেশের হৃদয় : তোমরা শাসন করো।)

ঐ একই কবিতায় পাওয়া যায় আরো দুটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ –

১০. **গোলক ধাঁধা।**
(অর্থ : তালগোল পাকিয়ে যাওয়া)

১১. **চোখে ঠুলি আঁটা।**
(অর্থ : ইচ্ছে করে না দেখা)

তোমরা ঘোরাও ঘুরি অসহায় গোলক ধাঁধায়
আমরা ঘানির প্রাণী সর্বক্ষণ চোখে ঠুলি-আঁটা।[৭২]

১২. **কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ।**
(অর্থ : একজনের যখন আনন্দ অন্যজনের তখন বিপদ।)

এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউরের পৌষ মাস।
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায়না তাকানো।
(নিজবাস ভুমে : বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা)

'কারো পৌষ মাস, কারে সর্বনাশ' প্রচলিত প্রবাদটি ভেঙে কবি আমাদের মাতৃভাষার বর্তমান দূর্দশার চিত্র তুরে ধরেছেন নিচের প্রবাদগুলোতেও দেশাত্ববোধের পরিচয় মেলে–

১২. **দিনে দুপুরে ডাকাতি।**
(অর্থ : প্রকাশ্যে অপকর্ম করা।)

১৩. **কুম্ভীরাশ্রু।** (অর্থ মায়াকান্না)

দিন দুপুরে ডাকাত পড়ে
পাড়ায় রাহাজানি
দশের দশায় ধেড়ে কুমির
ফেলছে চোখের পানি। (রৌদ্র করোটিতে : মেষতন্ত্র)

এখানে কবি ১৩ সংখ্যক প্রবাদটি ভেঙে ব্যবহার করেছেন।

১৪. **মাছিমারা কেরানি।**
(অর্থ : নির্বোধ নকল নবিশ।)

আমি রাজস্ব দফতরের করুণ কেরানি,
মাছি মারা তাড়া খাওয়া।[৭৩] (নিজ বাসভূমে : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)

আল-মাহমুদ (১৯৩৬–)

শামসুর রাহমানযেমন নগর-নন্দিত, আল মাহমুদ তেমনি লোকজ নন্দিত কবি। আল মাহমুদের মানস শিকড় প্রোথিত জনজীবনের অভ্যন্তরে। লোকজ চেতনাই তাকে শাসন করেছে আপাদমস্তক। তাই তাঁর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ধরা পড়েছে অন্যতম লোকজ উপাদান প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ।

১. **আপন মাংসে হরিণ বৈরী।**

(অর্থ : নিজ সৌন্দর্য বা ধনসম্পদ নিজের বিপদ ডেকে আনে।)

তোমার ঐশ্বর্যই তোমার শত্রু।

যেমন আপন মাংসে হরিণী বৈরী। (দ্বিতীয় ভাঙন : দেশ মার্তৃকার জন্য)

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের (হাজার বছর পূর্বের) প্রবাদ ব্যবহার করেছেন কবি, যাতে দেশপ্রেমবোধ প্রকাশিত হয়েছে। একই কবিতায় একই দৃষ্টিভঙি প্রকাশ পেয়েছে নিচের প্রবাদটিতে –

২. **গায়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানানো।**

(অর্থ : চরম মূল্য দিয়ে প্রতিদান করা)

আমার চামড়া দিয়ে তোমার
রাঙা পায়ে জুতো বানিয়ে দিলাম। পরো।
আর হেঁটে যাও আগামী দিনের দিগবলয়ের দিকে।

৩. **কাকস্য পরিবেদনা।**

(অর্থ : দুর্জনের পরিতাপ)

কা, কা, কা, যেন কাকস্য পরিবেদনা তুমি প্রতিশ্রুত
তুমি কমিটেড। কি সেই প্রতিশ্রুতি? কি সেই কমিটমেন্ট?
(বিরাম পুরের যাত্রী : কাকস্য পরিবেদনা)

বাংলা প্রচলিত সংস্কৃত এ প্রবাদটি কবি ভিন্ন অর্থে প্রকাশ করেছেন, যাতে দেশমার্তৃকার দুরাবস্থা প্রতিকারের দৃঢ়মন্ত্র লুকায়িত।

৪. **অন্ধের হাতি দেখা।**

(অর্থ : আন্দাজ করে কিছু বলা।)

এ নয় অন্ধের হাতি দেখা। এও এক কবির সুজন।
দু'চোখে সোনার টাকা, কল্পনায় বিশ্ব রূপ দেখা। (নদীর ভিতরে নদী : সম্রাটের স্বর্ণ মুদ্রা-২)

৫. **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।**

(অর্থ : নিজের ক্ষতি সত্ত্বেও অন্যের ক্ষতি করা।)

এখনও সাম্যের ঝুলি, কথাবার্তা নাক বরাবর।
নিজের নাসিকা কেটে খাবি খায় নিজেরই লালায়।
(উড়াল কাব্য : কানা মামুদের উড়াল কাব্য)

৬. **মাছের মার পুত্র শোক।**

(অর্থ : মিথ্যা ভালোবাসার ভাণ।)

আমি যখন মাছের ভাষায় তোমাকে ডেকেছি
তুমি কেন ভাবলে তা মাছের মায়ের পুত্র শোক।
(বিরাম পুরের যাত্রী : উজান ঠেলে)

প্রেমিক হৃদয়ের গভীর বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে উক্ত প্রবাদটিতে।

৭. **যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।**

(অর্থ : খারাপ লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার।)

এ প্রবাদটি কবি "জন্মদিনের কবিতায়" বিভিন্ন অর্থ ও আঙ্গিকে একাধিক বার ব্যবহার করেছেন –

ক. আমার মা বনকচুর ছড়া, বাঘা তেঁতুল মিশিয়ে
শুঁটকি সহযোগে যে ঘেট তৈরি করতেন ...
সে বুনো ওল আর কাঁচা তেঁতুলের রান্না। ...

খ. ক্ষুধার্ত বালকের চিৎকার, খেতে দে মা
বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল। ...

গ. পৃথিবীর শেষ অন্নপূর্ণা তুই,
আমার স্বপ্নের খাদ্য বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুলে
মসলা মাখিয়ে দে।

৮. **রাঘব বোয়াল।**

(অর্থ : গরীবের ধন আত্মসাৎকারী ধনী ব্যক্তি)

কিন্তু রাঘব বোয়ালদের শক্ত চোয়ালে ছিদ্র করার মতো
কাঁটাওয়ালা মাছের ঝাঁক
আমরা যে আগেই খেয়ে বসে আছি। (উড়াল কাব্য : মাৎস্যন্যায়)

এখানে দরিদ্রের ধন সম্পদ লুণ্ঠনকারী ধনী ব্যক্তিদের দৌরাত্মের কথাই ফুটে উঠেছে।

রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা ... 30606
ডাক সংখ্যা ...
তারিখ ২১/১/২১ ...

৯. **বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর।**

(অর্থ : বিশ্বাসে যা পাওয়া যায় তর্কে তা পাওয়া যায় না।)

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে শুধু বেজে ওঠে বাঁশি। (মায়াবী পর্দাদুলে ওঠে : কৃষ্ণকীর্তন)

১০. **কোকিলের ছদ্মবেশ।**

(অর্থ : ভণ্ড)

কেবল দেখেছো শুধু কোকিলের ছদ্মবেশে সেজে
পাতার প্রতীক আঁকা কাইয়ুমের প্রচ্ছদের নিচে।[৭৪] (সোনালী কাবিন : খড়ের গম্বুজ)

ওমর আলী (১৯৩৯–)

ওমর আলী ষাট দশকের অন্যতম কবি। তিনি জীবন বাস্তবতাকে সুনিপূণ ভবে রূপায়িত করেছেন তার কাব্য–কবিতায়। তার কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে আবহমান বাংলা শাশ্বত রূপ নারী ও নিসর্গ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোককথা, লোকাচার, বিভিন্ন প্রকার মিথ ও প্রবাদ-প্রবচন। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাখ্যাংশগুলো তুলে ধরা হলো।

১. **বামন হয়ে চাঁদ ধরা।**

(অর্থ : অযোগ্য লোকের দূর্লভ জিনিসের জন্য উচ্চাশা।)

আর বামুন হয়ে সে
চাঁদ হাতে দিতে চায়? এত আশা করছে সে শেষে? (একটি গোলাপ : আনারকলি)

২. **দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।**

(অর্থ : দুষ্ট লোককে প্রশ্রয় দিলে প্রশ্রয় দাতার বিপত্তি ঘটে।)

কোথায় শান্ত্রীরা বন্দী করো তারে। আগামী প্রত্যুষে
বিচার। হেরেমে রাখি সর্পী দুধকলা দিয়ে পুষে? (ঐ)

দুটো প্রবাদেই ঐতিহাসিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। মোঘল সম্রাট আকবরের ক্ষিপ্ততা প্রকাশিত হয়েছে হেরমে আশ্রিতা আনারকলির প্রতি। তার অপরাধ সে শাহজাদা সেলিমকে ভালোবাসে। ঐ একই প্রসঙ্গে নিচের দুটি প্রবাদেও আকবর বাদশার কথা প্রতিধক্ষনিত হয়েছে –

৩. **সে পাতে খায় সে পাতেই ছিদ্র করে।**

(অর্থ : উপকারীর ক্ষতি করা।)

৪. **যে রক্ষক সেই ভক্ষক।**

(অর্থ : আশ্রয়দাতা দ্বারা ক্ষতি গ্রস্থ হওয়া।)

সে পাত ফুঁড়তে হবে যে পাতে আহার্য খেতে হবে
রক্ষক কি কোনো দিন হতে পারে ভক্ষক এভবে?[৭৫] (ঐ)

৫. **ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখরে ভয় পায়।**

(অর্থ : যে একবার বিপদে পড়েছে, ভয়ের কোনো কারণ না থাকলেও সে ভয় পায়।)

আমি অন্ধকার দেখলে ভয় পাই নিশাচর হিংস্র প্রাণী চোর
অশরীরী আত্মা আর সাপের ভয়ে ভীত হই
ঘরপোড়া গরু নাকি সিদুঁরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।
(তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হয় : আলো অন্ধকার)

৬. **কান নিয়েছে চিলে।**

(অর্থ : সঠিক তথ্য না জেনে কোনো কিছুর পিছে ছুটে চলা।)

এমন লোক আছে যে যখনই শোনে তার
কান নিয়ে গেলো চিলে
শোনা মাত্রই কানে হাত না দিয়েই
দৌড়তে থাকে চিলের পিছনে।[৭৬] (ঐ)

আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে প্রবাদটিতে।

৭. **বাঘে কুমিরে/সাপে নেউলে লড়াই।**

(অর্থ : সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দু'পক্ষই সমান।)

মুক্ত করে নিশ্চিন্ত নিরাপদ সুখ শান্তিতে
বসবাসের আবাসে পরিণত করতে
বাঘে আর কুমিরে সাপ আর নেউলে লড়াই।

(রূদ্ধ নিঃশ্বাসে ছিলাম নয় মাস : আমরা যুদ্ধ করেছিলাম।)

উপরিউক্ত প্রবাদটিতে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

৮. কেঁচো খুড়তে সাপ বেরনো।

(অর্থ : তুচ্ছ ব্যাপার থেকে কোনো বড় ঘটনা প্রকাশ হওয়া।)

বেশি কথা বললে অনেক সময় অদরকারী কথা এসে যায়
কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে আসে।[৭৭] (রুদ্ধনিঃশাসে ছিলাম নয় মাস : কথা)

অন্যত্র – স্বাধীনতা দেওয়ার পরিণাম তো জানাই আছে
কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠানোর প্রয়োজন নেই ...

(উড়ন্ত নারীর হাসি : কিছু কিছু কথাকে স্বাধীনতা না দেওয়া)

৯. গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া।

(অর্থ : অন্যকে কাজে লাগিয়ে তাকে বিপন্ন অবস্থায় রেখে সরে পড়া।)

ঘরের বাইরে দরজায় তালা আমি ভেতরে
আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই টান দেওয়া হয়েছে।
(উড়ন্ত নারীর হাসি : যেতে চেয়েছিলাম)

এ প্রবাদটিতে মানব চরিত্রের একটি খারাপ দিক প্রকাশিত হলেও নিচের প্রবাদটিতে পাওয়া যায় মানুষের ধর্য গুণের মহান উপদেশ –

১০. কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলেনা।

(অর্থ : কষ্ট না করলে ফল পাওয়া যায় না।)

রাতের পর রাত সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর
নারী তুমি অপেক্ষা করো কষ্ট করলে কেষ্টমেলে বুঝলে বীথি ...
(উড়ন্ত নারীর হাসি : নারী আর বৃক্ষের অপেক্ষা।)

১১. আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোনা পায়।

(অর্থ : সব বিষয়ে আগে না যাওয়াই ভালো।)

সাঁঝের পরেই দেখো জম্বুকেরা বাজাচ্ছে সানাই
আগে গেলে বাঘে খায় আর পাছে গেলে সোনা পায়।
(উড়ন্ত নারীর হাসি : সাপ কিচ্ছু এবং কুকুর)

১২. খাল কেটে কুমির আনা।

(অর্থ : স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা।)

সব কথাকে কি আর স্বাধীনতা দেওয়া যায়
বিশ্বস্ত বন্ধুকে কি শত্রু ভাবা যায়
খাল কেটে কুমির আনা কি ঠিক হবে খবরদার।[৭৮]
(উড়ন্ত নারীর হাসি : কিছু কিছু কথাকে স্বাধীনতা দেওয়া।)

১৩. কাঠ-খড় পোড়ানো।

(অর্থ : কার্য সিদ্ধির জন্য নানাবিধ চেষ্টা।)

তার চেয়ে, যে যার ঘরের দিকে, বলি, ফিরে যাই।
অনেক তো পোড়ালাম খড়,
ছড়ালাম ধুমায়িত ইন্ধনের ক্রোধ।[৭৯]
(এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি : সভা ভঙ্গ)

এখানে 'কাঠ-খড় পোড়ানো' প্রবাদমূলক বাক্যাংশটিকে ভেঙে কবি নিজের মতো করে প্রয়োগ করেছেন, যাতে প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তন মানবীয় কষ্ট।

১৪. ছিনিমিনি খেলা।

(অর্থ : অপচয় করা, যেমন খুশি ব্যবহার।)

হেরে যাচ্ছে শোচনীয় নারী-নারীর জীবন নিয়ে আজ
ছিনিমিনি খেলা হয় মৃত্যুর মাকড় তাকে বন্দী করে। (কুমারী : রণ)

১৫. ডুমুরের ফুল।

(অর্থ : যা চোখে দেখা যায় না।)

ডুমুরের ভিতরে যে ফুল আছে জানি কিন্তু অদৃশ
শয়তানের ভেতরে মেফিস টোফিলিস শয়তান আছে কেমন শয়তান।[৮০] (ঐ : বিষ যদি মিষ্ট হয়)

খ. আধুনিক ছড়া

সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা হলো ছড়া। সচারাচর ছড়া বলতে আমরা সাধারণত লোকছড়াকেই বুঝে থাকি। কিন্তু বর্তমানে ছড়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. মৌখিক বা লৌকিক ছড়া ২. লিখিত বা আধুনিক ছড়া। লৌকিক ছড়াগুলো লোকমানসের প্রতিচ্ছবি যা লোকমুখে ঘুরে বেড়ায়; এর নির্দিষ্ট কোনো রচয়িতা নেই। আর আধুনিক ছড়া হলো আধুনিক ছড়াকার বা কবির সৃষ্টি (যাকে লোকবিজ্ঞানী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন সাহিত্যিক ছড়া) যা নিতান্তই আধুনিক যুগের। মূলত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই আধুনিক ছড়ার পথিকৃৎ বলা যায়। তিনি লৌকিক ছড়ার রস-রঙ, ছন্দ প্রভৃতি অবলম্বন করেই আধুনিক ছড়ার শরীর নির্মাণ করেছেন। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও কিছু কবিতা ছড়ার ছন্দে লিখেছেন। ধক্ষনি মাধুর্যতা এ গুলোকে ছড়ার গুণে গুণান্বিত করেছেন। এরপর আধুনিক ছড়াকে পূর্ণতা দেন সুকুমার রায়। তিনি পাশ্চাত্য ও দেশীয় লোক ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে এক অভিনব ছড়ার জগৎ নির্মাণ করেন। নিজস্ব প্রতিভা গুণে ছড়াসাহিত্য তাঁর হাতে শৈল্পিক হয়ে ওঠে।

আধুনিক ছড়া আধুনিক মননে লিখিত হলেও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লৌকিক ছড়ার মতো এ ছড়াও ছিল শিশুদের বিষয়। কিন্তু ১৯৪০-এর পরবর্তী সময়ে ছড়া শুধু শিশুদের বিষয় হয়ে থাকেনি। আদি বা লৌকিক ছড়ার যে বিষয় আঙ্গিক-শিশু মনের পরিতুষ্টি, সে চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সমকালীন ভাবনা এসে গেড়ে বসে ছড়ার বিষয়বস্তুতে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দূর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ইত্যাদি সমসাময়িক বিষয়গুলো আর সকলের মতো ছড়াকারদেরও গভীর ভাবে নাড়া দেয়। আর ছড়ার এই উৎকর্ষ সাধনে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়। সেই থেকে আধুনিক কালের অধিকাংশ ছড়াকার অবলীলাক্রমে শামিল হন অন্নদাশঙ্করীয় ধারায়। এদের মধ্যে রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই), আতোয়ার রহমান, ফয়েজ আহমদ, হোসেনে আরা, এখলাস উদ্দিন আহমেদ, সুকুমার বড়ুয়া, আবু সালেহ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের ছড়াসাহিত্যে এরা মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী শাসকদের শোষণ-নির্যাতনের বিভিন্ন চিত্র ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরেন।

আমরা এখন কিছু উল্লেখযোগ্য ছড়াকারের ছড়া নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে আধুনিকতার পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে লৌকিক উপাদান প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের।

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)

সুকুমার রায়ের ছড়ার মুখ্য উপাদান হলো-কৌতুক ও অদ্ভূদ রস। এ বিষয়ে তিনি ছড়া লিখে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তবে লৌকিক রং-রূপ-রসও তার ছড়ার মধ্যে ধরা পড়ে। এগুলোকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাই সহজাত ভাবেই তার ছড়ায় প্রবাদের[৮১] উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

১. **নেড়া বেলতলায় ক'বার যায়?**

পাঠান্তর : নেড়া একবারই বেলতলায় যায়।

(অর্থ : যে একবার বিপদে পড়েছে সে দ্বিতীয় বার বিপদে পড়তে চায় না।)

রাজা বলে কেই বা শোনে যে কথাটা ঘুরছে মনে ...
লেখা আছে পুঁথির পাতে নেড়া যায় বেলতলাতে
নাহি কোনো সন্ধ তাতে-কিন্তু প্রশ্ন ক'বার যায়?

(আবোল-তাবোল : নেড়া বেলতালায় যায় ক'বার)

প্রবাদটিতে হাস্যরসের মাধ্যমে কবি ভুক্তভোগী মানুষের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

২. **ঘুঘু দেখছ ফাঁদ দেখনি।**

(অর্থ : লাভের আশায় বিপদ ডেকে আনা।)

ফের লাফাচ্ছিস! অল রাইট কামেন ফাইট! কামেন ফাইট!
ঘুঘু দেখছ, ফাঁদ দেখনি, টের পাবে আজ এখনি!
(আবোল-তাবোল নারদ! নারদ!)

দুটি ছেলের ঝগড়ার প্রসঙ্গে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।**

অর্থ : কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে ফল লাভের প্রত্যাশা।)

৪. **হাটের মাঝে হাড়ি ভাঙা।**

(অর্থ : গোপন তথ্য প্রকাশ করা।)

"খাই খাই" ছড়া গ্রন্থের ভূমিকায় উপরিউক্ত প্রবাদ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে–

কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখ না গোঁফে। ...
বেল বলেছ, ঢের বলেছ, ঐ খেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি।

এ গ্রন্থের নামছড়ায় (খাই খাই) অনেক প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

৫. **তেলে-জলে মিশ খায়না।**

(অর্থ : উঁচুতে নিচুতে কখনও মিল হয় না।)

৬. **দিন আনে দিন খায়।**

(অর্থ : হতদরিদ্র)

৭. **নুন খাই যার, গুণ গাই তার।**

(অর্থ : উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার)

৮. **আদা জল খেয়ে লাগা।**

(অর্থ : উঠে পড়ে লাগা।)

তেলে জলে মিশ খায় শুনেছ তা কেও কি? ...
দিন আনে দিন খায় কত লোক হায়রে। ...
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায়রে। ...
ফেল করে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদানুন খেয়ে লাগো পাস করো এবারে।

হাস্যরসের মাধ্যমে প্রবাদগুলোতে মানবিক চরিত্রই তুরে ধরা হয়েছে। এছাড়া তার 'আড়ি' এবং 'ছবি ও গল্প' ছড়ায় অনেক প্রবাদমূলক বাক্যাংশের (বাগধারার) সাক্ষাৎমেলে। মূলত এগুলো বাগধারার ছড়া–

১

শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরি
সাপে আর নেউলে ত চিরকাল বৈরী।
আদা আর কাঁচকলা মেলে কোনো দিন সে?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।
তেল দেওয়া বেগুনের ঝাগড়াটা দেখনি?
ছ্যাঁক ছ্যাঁক রাগ যেন মেতে আসে এখনি। (খাই খাই : আড়ি)

২

পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে হাবু ফেরে বাড়ি
চক্ষু দুটি ছানা বড়া মুখ খানা তার হাড়ি।
রাগে আগুন হলেন বাবা সকল কথা শুনে
আচ্ছা করে পিটিয়ে তারে দিলেন তুলো ধুনে।
মারের চোটে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে
শুনে মায়ের বুক ফেটে যায়-হায় কি হলো বলে।
পিসি ভাসেন চোখের জলে কুটনো কোটা ফেলে
আহ্লাদেতে পাশের বাড়ির আটখানা হয় ছেলে।(অন্যান্য কবিতা : ছবি ও গল্প)

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২)

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়াতেই সর্ব প্রথম স্পষ্ট ভাবে রাজনৈতিক বাণী ধ্বনিত হয়, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অমানবিক রাজনৈতিক প্রবণতা বিকাশের পটভূমিকে তিনি ছড়াকে ব্যবহার করেন অত্যন্ত নিঁপূণভাবে। এতদসত্ত্বেও তিনি লৌকিক উপকরণকে একবারে অস্বীকার করতে পারেননি। প্রবাদের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারই তার ছড়াতে দেখা যায়।

১. **পেটে খেলে পিঠে সয়।**

(অর্থ : উপযুক্ত ফল পেলে কষ্ট সহ্য করা যায়।)

আধখানা পিঠাই খেতে যেন মিঠাই
আস্ত যে খেতে চায় পেটে নয় পিঠে খায়। (দুই বেড়াল ও এক বাঁদর)

২. **কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।**

(অর্থ : কারো ভালো, কারো মন্দ)

বাঁকুড়াতে পৌষ মাস
গড় বেতায় সর্বনাশ।[৮২] (জনরব-দ্বিতীয় দৃশ্য)

প্রথম প্রবাদটিতে বেড়াল ও বাঁদরের প্রতীকে মানব চরিত্র এবং দ্বিতীয় প্রবাদটিতে সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

৩. **মুখের মতো জবাব।**

(অর্থ : উপযুক্ত জবাব)

মুখের মতো জবাব দিলো
কয়েক জন নও জওয়ান[৮৩]। (একুশে ফেব্রুয়ারি)

আলোচ্য প্রবাদটি ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে আত্মহুতি দেওয়া শহিদের প্রতিবাদী চরিত্রের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে।

রোকনুজ্জামান খান-দাদা ভাই (১৯২৫-১৯৯৯)

রোকনুজ্জামান খান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শিশু সাহিত্যিক। তিনি সবার কাছে 'দাদাভাই' হিসেবেই বেশি পরিচিতি+তিনি শিশুদের জন্য অনেক ছড়াগ্রন্থ রচনা করেছেন। তার ছড়ায় সমকালীন চিন্তা-চেতনার পাশাপাশি লৌকিক ভাবনাও প্রকাশ পেয়েছে। ফলে তার ছড়ায় ব্যবহৃত প্রবাদে[৮৪] সামাজিক চিত্রে উপস্থিতির দেখা মেলে –

১. **কান নিয়েছে চিলে।**

(অর্থ : গুজবের পিছনে ছোটা।

কোত্থেকে এক চিল শুনে সেই গান
ছিনিয়ে নিলো ছোঁ-মেরে দুই কান।...(খোকন খোকন ডাক পাড়ি : লং বাহাদুর জং)

অন্যত্র –

মাথায় কাদায় এক হবে ভাই
ছোঁ-মেরে কান ছিনিয়ে নিয়ে
ভোঁ দেবে গাঙচিল। (ঐ বিল দেখেছো, বিল?)

২. **তালপাতার সেপাই।**

(অর্থ : অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল লোক)

তাল পাতার এক সেপাই এলো গাঁয়
খট খটিয়ে খড়ম পড়ে পায়। (ঐ : লং বাহাদুর জং)

অন্যত্র –

তাল পাতার এক সেপাই শুনে তাই
বললে, এ গাঁয়ে একটিও লোক নাই। (ঐ : গুজব)

৩. **সাপের পাঁচ পা দেখা।**

(অর্থ : অহংকারে বাড়াবাড়ি করা)

উপরিউক্ত প্রবাদটিতে ছড়াকার ভিন্নঅর্থে ভিন্ন শব্দে (সাপের স্থলে হাতি) ব্যবহার করেছেন –

লেজ উচিয়ে ভারি অমন আমার প্রাণে চাও
এক থাবাতে দেখিয়ে দেবো হাতির পাঁচটি পাও। (হাট টিমা টিম : আসল-নকল)

ফয়েজ আহমেদ (১৯৩২–২০১২)

ফয়েজ আহমদ একজন সমাজমনস্ক আধুনিক ছড়াকার। তার ছড়ার মূল উপজীব্য রাজনৈতিক বৈষম্য তথা শ্রেণিচেতনা। নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে তার ছড়াগুলোতে। তিনি তার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ[৮৫]।

১. **গাছে তুলে দিয়ে মই কাড়া।**
(অর্থ : কাউকে বিপদের মধ্যে ফেলে নিজে সরে পড়া)
গাছে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে গোড়ায়
মই টেনে নেয় যে জনা
বন্ধু আপন তাকে কোনো দিন ভেবোনা। (জনপ্রিয় কিশোর কবিতা : সপ্তস্বর)

মানব চরিত্রের একটি খারাপ দিক প্রবাদটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

২. **মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া।**
(অর্থ : হঠাৎ করে বড় বিপদের সম্মুখীন হওয়া।)
ওয়াশিংটনে লণ্ডনে যায় তার পরে সাংহাই
পড়ল বুঝি আকাশ ভেঙে তাই ভেবে তড়পাই। (ঐ : কুপোকাৎ)

আলোচ্য ছড়ারটি নামটিও (কুপোকাৎ) একটি বাগধারা।

৩. **কুরুক্ষেত্র বাঁধানো।**
(অর্থ : ভীষণ ঝগড়া, প্রচণ্ড যুদ্ধ)
খেলার মাঠে কুরুক্ষেত্র
কেউ হারালো নাক বা নেত্র। (ঐ : স্টেডিয়াম)

এখলাস উদ্দিন আহমদ (১৯৪০–)

এখলাস উদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের একজন প্রতিভাবান শিশু সাহিত্যিক। তিনি শিশুদের জন্য একাধারে গল্প, নাটিকা ও ছড়া লিখেছেন। তবে তিনি ছড়া লিখতেই সিদ্ধহস্ত। তিনি শিশুতোষ ছড়ার পাশাপাশি অনেক রাজনৈতিক ছড়াও লিখেছেন। এসব ছড়ায় প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের[৮৬] ব্যবহার দেখা যায়। যেমন –

দিলেম তোমায় প্যায়দা তালুক দিলেম পিঁড়িবসতি
দিবেন বলে হালের গরু, হাড় জুড়ানো স্বস্তি।
কিন্তু মিছে ছলা কলায়
ঘুণ ধরালেন নিজের তলায়
সালাম হুজুর আর বাকী নেই পাছার পিড়ি খসতি।

অথবা – এলেন ভালোই, কিন্তু দেখি শিব গড়তে বানর গড়েন
কান ভাঙানি ফুসমন্তর এরে ওরে খাঁচায় ভরেন।

আলোচ্য ছড়াংশগুলোতে নিম্নলিখিত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ পাওয়া যায় –

১. **হাড় জুড়ানো** (আরাম পাওয়া)।
২. **ছলাকলা** (মন ভোলানোর কৌশল)।
৩. **ঘুণে ধরা** (ধীরে ধীরে ক্ষতি করা)।
৪. **শিবগড়তে বাঁদর গড়া** (এককাজ করতে অন্যকাজ করা)।
৫. **কান ভাঙানি** (গোপনে কুমন্ত্রণা দেওয়া)।
৬. **ফুসমন্তর** (ফাঁকির মন্ত্র)।

এ প্রবাদগুলো আলোচ্য ছড়াগুলোতে ব্যবহৃত হওয়ায় রাজনৈতিক নেতার চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছে। নিচের প্রবাদ গুলোতেও একই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে –

৭. **হরির লুট**
(টাকা উড়ানো, কোনো কিছু বিলিয়ে নষ্ট করা)
কায়দা মাফিক এখান ওখান
হাত ঝুমঝুম হরির লুট। (বাপের তালুক)

৮. **'সরষের মধ্যেভুত'** প্রবাদটিকে তিনি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছেন –

দিন দুপুরেই ছিনিয়ে নিয়ে তাজ
ভূত তাড়াবো, সরষে আছে ঠিকই।[৮৭] (সরষে আছে ঠিকই)

আসলাম সানী (১৯৫৮–)

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের একজন প্রতিশ্রুতিশীল ছড়াকার আসলাম সানী। তার ছড়ায় ধরা পড়েছে। দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধ ও সাধারণ মানুষের মানবিক বেদনা। তিনি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রবাদকে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত নিঁপূণ ভাবে।

১. **মশা মরতে কামান দাগান।**
(অর্থ : ছোট কাজে বড় আয়োজন।)
লড়তে মশার সাথে
ভাবটা এমন, রাগে যেন কামান দাগে।
(শতেক ছড়ায় ঢাকা মশাদের উৎপাতে)

অন্য ছড়ায়– বুদ্ধি করে হাইকোর্টে সে মশার নামে কেস করে।
মশা মারার চেষ্টাতে সে কামান যেন তাক করে।
(ঐ : আলীর চাচা)

এখানে প্রচলিত প্রবাদটিকে ভেঙে ছড়াকায় মানব জীবনে মশার অত্যাচারকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

২. **বন্যেরা বন্যে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।**
(অর্থ : নিজ পরিবেশ সকলের জন্য শ্রেষ্ঠ)
বন্যেরা নিরাপদ অরণ্যে
মাতৃক্রোড় শিশুদের জন্যে। (ঐ : বন্যেরা নিরাপদ অরণ্যে)

তিনি তার ছড়ায় সাম্প্রতিক কালে উদ্ভূত দুটি লৌকিক প্রবাদও ব্যবহার করেছেন –

৩. **কপালের নাম গোপাল।**
(অর্থ : হতাশা মধ্যে আশার আলো)
আর্ট কালচার ভাতে মারে হাতে মারে কপাল
তবু হালায় আমি বুঝি কপালের নাম গোপাল। (ঐ : জীবন পাঁচালি)

৪. **এলে বেলে খালে পাস।**
(অর্থ : যোগ্যতা নেই কিন্তু যোগ্যতার ভাব দেখানো)
লেখাপড়া এলে বেলে খালে পাস আমি
ডিগ্রি আমার ভাই আছে খুব দামী।[৮৮] (ঐ : আসলাম সানী)

এছাড়া তিনি পগার পার, পুকুর চুরি, ব্যাঙের ছাতা, ঢেউগোণা প্রভৃতি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ব্যবহার করে বক্তব্যকে যেমন স্পষ্ট করেছেন তেমনি তাতে সামাজিক চিত্রও ফুটে উঠেছে।

লুৎফর রহমান রিটন (১৯৬১–)

লুৎফর রহমান রিটন বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় ছড়াকার। তার ছড়ার বিষয় শিশু, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের সাধারণ মানুষ। তিনি বিভিন্ন প্রচলিত লোককথাকে ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের সামনে তুলে ধরেছেন, সেই সাথে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ[৮৯]।

১. **ডুবে ডুবে পানি খাওয়া।**
(অর্থ : গোপনে কোনো কিছু করা)
সাঁতার জানো?
একটু খানি
ডুবে ডুবে খায় সে পানি। (ধুত্তরী : পাত্র সমাচার)

এখানে প্রবাদটির আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে আক্ষরিক অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. **বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খাওয়া।**
(অর্থ : দাপটের কারণে কোনো কাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও করা)
এক ঘাটে জল খাচ্ছে বাঘ আর ছাগলে
এমন কথা বলছে দেশের পাগলে। (উপস্থিত সুধীবৃন্দ : আজকে তুমি)

৩. **তেলা মাথায় তেল দেওয়া।**
(অর্থ : যার যথেষ্ট আছে তাকে আরো দেওয়া।)
যতই দেখাও তেলেস মাতি খেল
তেলা মাথায় আর দেবনা তেল। (ঐ : শুনুন)

৪. **ননদিনী রায় বাঘিনী।**
(অর্থ : দজ্জাল মেয়ে)

৫. **পান থেকে চুন খসা।**
(অর্থ : সামান্য ত্রুটি হওয়া)

এ দুটি প্রবাদ নিচের ছড়াটিতে পাওয়া যায়; যেখানে গৃহবধূর প্রতি শাশুড়ি-ননদিনীর অমানবিক আচরণ প্রকাশ পেয়েছে–

ননদিনী রায় রাঘিনী দেয় খোটা দিনভর
পশুর চেয়ে অধম শ্বশুর, শাশুড়ি দজ্জাল
পান থেকে চুন খসলে পরে দেয় যে গালাগাল?
(তোমার জন্য : আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে)

৬ **কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো।**
(অর্থ : নিন্দা-অপমান সহ্য করে যে, নিজের কাজ করে যায়)
ওরা-পিঠে বেঁধেছে কুলো
এবং - কানে দিয়েছে তালা
ওদের গলায় আর ফুল নয়
এবার জুতার মালা। (রাজাকারের ছড়া : ওরা)

এখানে প্রবাদটির মধ্যে স্বাধীনতা ও রাজাকারের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৭. **কাকের মাংস কাকে খায় না।**
(অর্থ : পশু-পাখি স্বজাতির ক্ষতি করেনা)
কাকের মাংস কাকে খায়না
মানুষ মানুষ খায়। (হ্যালোহুলো : মানুষ এবং যুদ্ধ)

৮. **'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'**

এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটি ছড়াকার ভিন্ন অর্থে এবং ভিন্ন আঙ্গিকে লিখে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন –

নাই মামা বললেন, তুই হলি কানা
তোকে তাই ব্যাকরণে মামা বলা মানা। ...
কানা মামা বললেন, বলব কী ভাই

সবচে' সে হতভাগা থেকেও যে নাই। (নাই মামা কানা মামা : নামছড়া)

বাপী শাহরিয়ার (১৯৬৩-১৯৮৯)

অকাল প্রয়াত এক ছড়াশিল্পী বাপী শাহরিয়ার। তিনি ১৯৮৯ খৃস্টাব্দে এক সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যায়। রাজশাহীর এ তরুণ ছেলে ঢাকা গিয়ে ছড়া লিখে অতি অল্প সময়েই নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সমকালীন বিভিন্ন বিষয় যেমন তার ছড়ায় ধরা পড়েছে তেমনি লৌকিক প্রবাদ-প্রবচনের[৯০] ব্যবহারও দেখা যায় তার ছড়ায়।

১. **কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ।**

(অর্থ : কারো সু সময় কারো দুঃসময়)

ঐ সময়ে সুখের হাওয়ায়
কারো পৌষ মাস ছিল
সে দেখেছে নদীর ধারে
অনাহারী লাশ ছিল।

(নির্বাচিত ছড়া : বিচার প্রত্যাশী এক কিশোরী।)

প্রচলিত প্রবাদটিকে ভেঙে ছড়াকার এখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘাতক আল বদর রাজাকারদের নির্যাতিত শহিদদের চিত্র তুলে ধরেছেন।

২. **আঙুর ফল টক।**

(অর্থ : ভালো কিছু না পেলে তার সম্পর্কে মন্দ বলা।)

বারে বারে লাফ দিয়ে সে ফল পেলো না তাই
সবার কাছে বলে আঙুর ভীষণ টক ভাই। (ঐ : আঙুর ফল টক)

৩. **আশার গুড়ে বালি।**

(অর্থ : আশাহত হওয়া।)

সে আশাতে গুড়ে বালি, কোথায় দিবি পিঠ টান?
চাবুক মারা হবে এবার করে দাঁড়া পিট টান। (অগ্রন্থিত ছড়া : প্রমাণ দেবো।)

৪. **টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার।**

(অর্থ : বাউণ্ডেলে, উদ্দেশ্য বিহীন ঘুরে বেড়ায় এমন লোক।)

ফেলু মামা ম্যানেজারি করেন টো-টো কোম্পানিতে
বুক ফুলিয়ে বলেন ইলিশ ধরি আমি কম পানিতে।

(অগ্রন্থিত ছড়া : মামার ম্যাজিক)

আহাম্মেদ কবীর (১৯৬৩–)

আহাম্মেদ কবীর বর্তমান সময়ের একজন প্রতিশ্রুতিশীল ছড়াকার। তার 'জ্ঞানী শিশুর ছড়া'[৯১] গ্রন্থে শিশুদের উপদেশ মূলক অনেক ছড়ার সাক্ষাৎ মেলে। তিনি এ গ্রন্থে চার লাইনের ৬০টি ছড়ায় প্রায় ১০০টির মতো প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। বলা চলে প্রবাদ দিয়েই ছড়াগুলো তৈরী করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছড়া তুলে ধরা হলো –

১

বাস্তবতা সত্য জিনিস আয় বুঝে তাই ব্যয়
আদার বণিক স্বপ্নে জাহাজ দেখাটা কি ন্যায়?
কাঁথা যদি ছেঁড়া হয় সেলাই করে নাও
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ক্যানো লক্ষ টাকা চাও?

২

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে যে লোক ভাই ছাড়ে
তার কাছেতে গেলেই শুধু বিপদ সবার বাড়ে।
দুষ্ট লোকের মিষ্ট বাণী জ্ঞান বাড়াবেনা
কয়লা জলে কাপন ধুলে শুদ্ধ হবেনা।

৩

দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় দেবে নাকো কান
এক হাতেতে বাজলে তালি কমবে নাকো মান।
সর্ষে দেখে ভূতের কথা ভাবলে হলুদ লাগে
অমাবশ্যার চাঁদের মাঝে রূপ কারো কি জাগে?

৪

কই মাছের প্রাণ বড় শক্ত খারাপ লোকের মতো
কত ধানে চাউল কত হিসেব করে যত।
কচলে লেবু তিতা হয়ে কাঁটা ঘায়ে ক্ষত
ছেলে বেচলে সুদখোরেরোও লাভ হয় আর কত?

আমীরুল ইসলাম (১৯৬৪–)

আমীরুল ইসলাম বর্তমান কালের একজন উল্লেখযোগ্য ছড়াকার। তিনি ছোটদের জন্য প্রচুর ছড়া লিখেছেন। তার "একহাজার ছড়ার"[৯২] বিশাল গ্রন্থে বিভিন্ন আঙ্গিকের ছড়ার দেখা মেলে। তিনি লৌকিক ছড়াকে ভেঙে নতুন আঙ্গিকে আধুনিক চেতনায় ব্যবহার করেছেন। তার ছড়ায় শুধু প্রবাদ-প্রবচন নয়; বিভিন্ন প্রকারের লৌকিক উপকরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

১. **কত ধানে কত চাল।**
(অর্থ : প্রকৃত ব্যাপার)
ওসমান আলি
ভাবে খালি খালি।
কত ধানে কত চাল
ভেবে ভেবে নাজেহাল। (একহাজার ছড়া : ছড়া)

২. **সে চলে ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায়।**
(অর্থ : কারো চেয়ে কেউ কম চতুর নয়)

৩. **লাই (আদর) দিলে বাঁদর মাথায় ওঠে।**
(অর্থ : প্রশ্রয় দিলে দূর্বল মানুষও বাড়াবাড়ি করে।)
বাঁদর থাকে ডালে ডালে
আমরা থাকি পাতায় পাতায়
আদর দিলে বাঁদরকে
বাঁদর চড়ে মাথায়। (এক হাজার ছড়া : বাঁদর)

এখানে বাঁদরের প্রতীকে মূলত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরা হয়েছে।

৪. **ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া।**
(অর্থ : আরামের উপায় দেখলেই কাজ বাদ দিয়ে অলস হওয়া।)
যেই দেখেছি ঘোড়া
অমনি আমি খোঁড়া। (ঐ : ঘোড়া দেখে খোঁড়া)

৫. **অসময়ে বর্ষাকাল হরিণ চাটে বাঘের গাল।**
(অর্থ : ক্ষমতাধর বিপদে পড়লে দুর্বলও তখন ক্ষমতা দেখায়।)
আসবে যখন আপদকাল
চাটবে হরিণ বাঘের গাল (ঐ : বিপদ আপদ)

৬. **'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।**

এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটিকে বর্তমানের অসৎ ও দূর্নীতিপ্রবণ সমাজের চিত্র প্রকাশ করতেই ছড়াকার প্রবাদটি উল্টো করে প্রকাশ করেছেন একটি ছড়ায়–
সৎ সঙ্গে সর্বনাশ
অসৎ সঙ্গে স্বর্গবাস। (ঐ : নতুন প্রবাদ)

৭. **মড়ার ওপর খাড়ার ঘা।**
(অর্থ : ক্ষতিগ্রস্থের আরো ক্ষতি করা)

৮. **চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।**
(অর্থ : কাজের পর বুদ্ধির উদয়।)

'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' নাম ছড়াটিতেই ৮ সংখ্যক প্রবাদটি পাওয়া যায় –

মড়ার মতো শুয়ে থাকি মুখেতে নেই শব্দ
চোরের ভয়ে স্তব্ধ আমি এক্কেবারে জব্দ।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ...

৯. **ঝোপ বুঝে কোপমারা।**
(অর্থ : সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।)
দিলেন আমায় টোপ
বৃহৎ দলে থেকে কি লাভ
ঝোপ বুঝে দেই কোপ। (ঐ : কঠিন জিনিস)

প্রবাদটিতে দল পরিবর্তনকারী একজন রাজনৈতিক নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

১০. **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।**

এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে ছড়াকার সমাজের বৃত্তশালী ধনী ব্যক্তিদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এভাবে –
জায়গা পেলেই তাড়াতাড়ি
চাঁদের গিয়েই বানায় বাড়ি
টেলিস্কোপে দু'চোখ রেখে
তেল মাখছেন গোঁফে। (ঐ : ২৪০০ সালের ছড়া)

আশরাফ পিন্টু (১৯৬৯–)

আশরাফ পিন্টু এ সময়ের একজন তরুণ ছড়াকার। তার 'হিগিনবিগিন' নামের শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থে "ঠকের নিমন্ত্রণ" ছড়াটিতে বিভিন্ন প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের দেখা মেলে –

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে যখন উড়নচণ্ডী শামিল হয়
পুটি মাছের প্রাণে তখন কালবৈশেখীর ঝড় বয়।
তীর্থের কাক বসেই আছে দিবে যে কখন পাতে দধি
তুষের আগুন জ্বলে বুকে শকনী মামার নিরবধি।
তুলসী বনের বাঘ আর বিড়াল তপস্বী পিঁড়ি পেড়ে
ডান হাতের ব্যাপারটা ওরা তড়িঘড়ি ফেললো সেরে।
হাতির খোরাক সাবাড় করে বসে ছিল কংস মামা
ঠোঁট কাটা ওকে বললে কিছু খয়ের খাঁ যে ধরে ধামা।
ইঁদুর কপালে গেটে বসে করে যে অরণ্যরোদন
ভিজে বেড়াল কাষ্ঠ হাসে, আ-বেচারার অকালবোধন।
দুধের মাছি, সুখের পায়রা হঠাৎ এসে মারে দাও
ডামাডোলের সময় হলে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাও।[৯৩]

১. কত ধানে কত চাল।
(অর্থ : প্রকৃত ব্যাপার)
ওসমান আলি
ভাবে খালি খালি।
কত ধানে কত চাল
ভেবে ভেবে নাজেহাল। (একহাজার ছড়া : ছড়া)

২. **সে চলে ডালে ডালে আমি চলি পাতায় পাতায়।**
(অর্থ : কারো চেয়ে কেউ কম চতুর নয়)

৩. **লাই (আদর) দিলে বাঁদর মাথায় ওঠে।**
(অর্থ : প্রশ্রয় দিলে দূর্বল মানুষও বাড়াবাড়ি করে।)
বাঁদর থাকে ডালে ডালে
আমরা থাকি পাতায় পাতায়
আদর দিলে বাঁদরকে
বাঁদর চড়ে মাথায়। (এক হাজার ছড়া : বাঁদর)

এখানে বাঁদরের প্রতীকে মূলত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরা হয়েছে।

৪. **ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া।**
(অর্থ : আরামের উপায় দেখলেই কাজ বাদ দিয়ে অলস হওয়া।)
যেই দেখেছি ঘোড়া
অমনি আমি খোঁড়া। (ঐ : ঘোড়া দেখে খোঁড়া)

৫. **অসময়ে বর্ষাকাল হরিণ চাটে বাঘের গাল।**
(অর্থ : ক্ষমতাধর বিপদে পড়লে দুর্বলও তখন ক্ষমতা দেখায়।)
আসবে যখন আপদকাল
চাটবে হরিণ বাঘের গাল (ঐ : বিপদ আপদ)

৬. **'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।**

এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটিকে বর্তমানের অসৎ ও দূর্নীতিপ্রবণ সমাজের চিত্র প্রকাশ করতেই ছড়াকার প্রবাদটি উল্টো করে প্রকাশ করেছেন একটি ছড়ায়–
সৎ সঙ্গে সর্বনাশ
অসৎ সঙ্গে স্বর্গবাস। (ঐ : নতুন প্রবাদ)

৭. **মড়ার ওপর খাড়ার ঘা।**
(অর্থ : ক্ষতিগ্রস্থের আরো ক্ষতি করা)

৮. **চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।**
(অর্থ : কাজের পর বুদ্ধির উদয়।)

'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' নাম ছড়াটিতেই ৮ সংখ্যক প্রবাদটি পাওয়া যায় –

মড়ার মতো শুয়ে থাকি মুখেতে নেই শব্দ
চোরের ভয়ে স্তব্ধ আমি এক্কেবারে জব্দ।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ...

৯. **ঝোপ বুঝে কোপমারা।**
(অর্থ : সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।)
দিলেন আমায় টোপ
বৃহৎ দলে থেকে কি লাভ
ঝোপ বুঝে দেই কোপ। (ঐ : কঠিন জিনিস)

প্রবাদটিতে দল পরিবর্তনকারী একজন রাজনৈতিক নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

১০. **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।**

এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে ছড়াকার সমাজের বৃত্তশালী ধনী ব্যক্তিদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এভাবে –
জায়গা পেলেই তাড়াতাড়ি
চাঁদের গিয়েই বানায় বাড়ি
টেলিস্কোপে দু'চোখ রেখে
তেল মাখছেন গোঁফে। (ঐ : ২৪০০ সালের ছড়া)

আশরাফ পিন্টু (১৯৬৯–)

আশরাফ পিন্টু এ সময়ের একজন তরুণ ছড়াকার। তার 'হিগিনবিগিন' নামের শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থে "ঠকের নিমন্ত্রণ" ছড়াটিতে বিভিন্ন প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের দেখা মেলে –

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে যখন উড়নচণ্ডী শামিল হয়
পুটি মাছের প্রাণে তখন কালবৈশেখীর ঝড় বয়।
তীর্থের কাক বসেই আছে দিবে যে কখন পাতে দধি
তুষের আগুন জ্বলে বুকে শকনী মামার নিরবধি।
তুলসী বনের বাঘ আর বিড়াল তপস্বী পিঁড়ি পেড়ে
ডান হাতের ব্যাপারটা ওরা তড়িঘড়ি ফেললো সেরে।
হাতির খোরাক সাবাড় করে বসে ছিল কংস মামা
ঠোঁট কাটা ওকে বললে কিছু খয়ের খাঁ যে ধরে ধামা।
ইঁদুর কপালে গেটে বসে করে যে অরণ্যরোদন
ভিজে বেড়াল কাষ্ঠ হাসে, আ-বেচারার অকালবোধন।
দুধের মাছি, সুখের পায়রা হঠাৎ এসে মারে দাও
ডামাডোলের সময় হলে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাও।[৯৩]

'ইট মারলে পাটকেল খাবে' প্রবাদের শিরোনাম দিয়ে একটি ছড়া আছে। ছড়াটিতে প্রবাদটির প্রয়োগ–

শোধবোধ, প্রতিশোধ নিই
ইট মারলে পাটকেল খাবে
যুগের নিয়ম এই।[৯৪]

এছাড়া তিনি শুধু প্রবাদ ব্যবহার করেও একটি ছড়া লিখেছেন; যাতে মানব সমাজের প্রতি উপদেশমূলক বাণী ধ্বনিত হয়েছে –

নাই মামার চেয়ে জেন কানা মামা ভালো
চকচক করলেই হয়না সোনা, পরে হয় তা কালো।
অতি লোভে তাঁতী নষ্ট জেনে রাখো সবাই
লোভের মোহে অভাবে স্বভাব নষ্ট করনা ভাই।
চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী ফেললেও ধর্মের কলে
চোরে চোরে মাসতুতো ভাইরা তাই একই পথে চলে।
অল্প বিদ্যা ভয়ংকর, অর্থই অনর্থের মূল
আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে হয়ো না চক্ষুশূল।
অতি চালাকের গলায় দড়ি-পড়বে গলার পরে
অতি বাড় বেড়না ভেঙে যাবে ঝড়ে।
পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া উচিত নয়
ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়–জেনো নিশ্চয়।
পেটে খেলে পিঠে সয়, সবুরে মেওয়া ফলে
যেমন কর্ম তেমন ফল–জ্ঞানী লোকে বলে।[৯৫]

আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য কবি ও ছড়াকারের কবিতা ও ছড়া আলোচনা করে দেখা যায়, তারা তাদের কবিতা ও ছড়ায় অসংখ্য প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ (বাগধারা) ব্যবহার করেছেন। তারা এগুলো কখনও অবিকৃত ভাবে, কখনও ভগ্ন বা খণ্ডিত রূপে স্বাধীন চিন্তা-চেতনায় প্রয়োগ করেছেন। ফলে কিছু কিছু প্রবাদের মূল অর্থ পাল্টে গিয়ে নতুন অর্থও প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রবাদগুলো যেভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন এগুলোর তীর্যক প্রয়োগে একদিকে যেমন সমাজের নানা অসঙ্গতির চিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি এর আলংকারিকতা অপর দিকে কাব্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
প্রবন্ধসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনো বাংলা গদ্যের দেখা পাওয়া যায়না। তবে দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনীয়তার জন্য লিখনকার্য এর অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। যার প্রমাণ স্বরূপ ষোড়শ শতকে লিখিত দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে বাংলাগদ্যের প্রারম্ভিক নমুনা পাওয়া যায়। মূলত ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আধুনিক বাংলাগদ্যের উন্মেষকাল শুরু হয়। ইংরেজ পাদ্রি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরিই সর্ব প্রথম "কথোপকথন" (১৮০১), ও "ইতিহাসমালা" (১৮১২) নামে দুটি গদ্য তথা প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেন। একই সময়ে উক্ত কলেজে নিযুক্ত কয়েকজন বাঙালি পণ্ডিত গদ্য বা প্রবন্ধপুস্তক রচনা করেন। এদের মধ্যে রামরাম বসু, রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার উল্লেখযোগ্য। এঁরা কেরির নির্দেশে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এরপর রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সার্বজনীন বাংলা প্রবন্ধ রচনা করেন। পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসে বাংলা গদ্যের শৃঙখলা দান করেন এবং শ্রী বৃদ্ধিতে যত্নবান হন। বিদ্যাসাগরের পরে বাংলা গদ্য বা প্রবন্ধ বিভিন্ন প্রাবন্ধিকদের হাতে ধীরে ধীরে ফুলে-ফলে বিকশিত হতে থাকে।

এখন আমরা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকদের প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রবাদগুলো আলোচনা করে দেখব তাতে সমাজের কতটুকু চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (১৭৬১-১৮১৯)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার অন্যতম। তিনি পাঁচটি প্রবন্ধপুস্তক রচনা করেন। এর মধ্যে "প্রবোধ চন্দ্রিকা"[৯৬] তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। অন্য গ্রন্থগুলো সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত। তাঁর "প্রবোধ চন্দ্রিকা" গ্রন্থে কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ দেখা যায় :

১. **গড্ডালিকা প্রবাহ।**
(অর্থ : প্রচলিত স্রোতে গা ভাসানো।)

প্রায় লোকেরা গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায়ে বা অন্ধ পরম্পরা ন্যায়ে বা এ সংসারান্ধকূপে পড়ে।

২. বামন হয়ে চাঁদে হাত।

(অর্থ : যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করার ইচ্ছা।)

তোর এত বড় কথা, বামন হইয়া চাঁদে হাত।

দুটি প্রবাদেই আমাদের সমাজের কিছু লোকের অসঙ্গতির দিক তুলে ধরা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্য বা প্রবন্ধের রূপ নির্মাতা। তিনিই প্রথম সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রবন্ধের শ্রীবৃদ্ধি করেন। ফলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য হয়ে ওঠে সাহিত্য রসমণ্ডিত। বাংলা গদ্য তথা প্রবন্ধের রসমূর্তি উদ্ঘাটনের বিদ্যাসাগরের দুটি দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য : ১ বাংলা গদ্যের অন্ত র্নিহিত ছন্দের আবিষ্কার ২. বাংলা প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের[৯৭] প্রথম সার্থক ব্যবহার :

১. বামন হয়ে চাঁদে হাত।

পাঠান্তর : বামন হয়ে চাঁদ ধরা।

(অর্থ : যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করার ইচ্ছা।)

বিদ্যাসাগর "ব্রজবিলাস" গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন –

যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাবু, তোমার এত বড় আস্পর্ধা কেন? তুমি বামন হইয়া আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও? তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ব বিজয়ী দিগগজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণনা করিবে।

উপরিউক্ত প্রবাদটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরেকটি হিন্দি প্রবাদের (বর্তমানে এটি বাংলাতেও প্রচলিত) অবতারণা করেছেন –

২. বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া।

(অর্থ : বংশীয় ঐতিহ্য সকলেই বহন করে।)

আমাদের বংশ মর্যাদা অতি বেয়ারা। বামন বংশের আদি পুরুষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অবতার। তিনি ত্রিলোক বিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কি ফেসাৎ, কি কারখানা করিয়াছিলেন, তাহা কি কখনও আপনাদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে নাই –

বাপ কি বেটা বিপাহী কা ঘোড়া
কুছ না রহে ওব ভি থোড়া।

৩. নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

(অর্থ নিজের ক্ষতি সত্ত্বেও অপরের ক্ষতি করা।)

"ব্রজবিলাসে" বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বেনামীতে নিজের সম্পর্কে উপরিউক্ত প্রবাদটি প্রয়োগ করেন এভাবে–

বিধবার বিবাহে হাত দিয়া, পবিত্র সাধু সমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছেন, সকল লোকের গালাগালি খাইতেছেন এবং শুনতে পাই ঐ উপলক্ষে দেনাগ্রস্থও হইয়াছেন। ইহারই নাম –

আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

"ব্রজবিলাস" বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি ব্যঙ্গরসাত্মক প্রবন্ধপুস্তক। তৎকালীন বিধবাবিবাহের সমস্যা সংকুল চিত্র ফুটিয়া তুলতে প্রবাদগুলো যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৪. উভয় সংকট।

(অর্থ : দু'দিকেই বিপদ।)

"সীতারবনবাস" গ্রন্থে উপরিউক্ত প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার দেখা যায় – এই লোকাবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যদি অমূলক বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করি, অথবা নিরপরাধ জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া কুলের কলঙ্ক বিমোচন করি, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছিনা। কেহ কখনও আমার ন্যায় উভয় সংকটে পড়ে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একাধারে সার্থক প্রাবন্ধিক ও প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। তিনিই প্রথম বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ব্যাঙ্গাত্মক প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে। প্রবন্ধও যে রূপে-রসে ভরপুর হয়ে কী আশুর্য সুন্দর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে তা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন; যার মূলে আমরা লক্ষ্য করি প্রচলিত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের[৯৮] সার্থক ব্যবহার।

১. ভাবেতে মজিলে মন।
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

(অর্থ : প্রেম উচুঁ-নিচু জাত-কুল মানেনা।)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "স্ত্রীলোকের রূপ" প্রবন্ধে নারীরূপের ক্ষণস্থায়ীত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে-আলোচ্য প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন –

কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপরের কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য মনোহর রূপ ধারণ করে, যে সকল গ্রন্থাকারদিগের মত ভূ-মণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিচেনায় অনুরাগ নেত্রে কামিনী কুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথায় আছে –

যার যাতে মজে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

২. ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

(অর্থ : যার অদৃষ্ট ভালো তাকে কষ্ট করতে হয়না।)

"মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত" প্রবন্ধে মুচিরাম পদোন্নতির পর কী সমস্যায় পড়েছিলেন, তারপর কীভাবে এ থেকে পরিত্রান পেলেন সে কথা বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন –

মুচিরাম পেস্কারি পাইয়া বড় ফাঁফরে পড়িলেন। বিদ্যা-বুদ্ধিতে পেস্কারি পর্যন্ত কুলায় না – কাজ চলে কী প্রকারে? 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়" – মুচিরামের বোঝা বাহিত হইল।

৩. সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

(অর্থ : অতীতের জাঁকজমকময় শাসক ও ঐতিহ্য কোনটিই নেই।)

"বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থের 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধের পাদটীকায় ভারতের ইতিহাস তথা রাজ-রাজাদের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এ প্রবাদটি ব্যবহার করেছে –

অদ্যাবধি উদয় পুরের রাজ বংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

৪. নাকে দড়ি দিয়া ঘুরানো।

(অর্থ : নিজের খুশিমতো কাউকে খাটানো।)

'নবীনা ও প্রাচীনা' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পাঠক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনজন স্ত্রীলোক তিনটি পত্র লেখেন। তারমধ্যে ১নং পত্রে উক্ত প্রবাদটির উল্লেখ আছে –

তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানি গাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও 'নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর।

বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কিছু প্রবাদকে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। নিচে সেগুলো তুলে ধরা হলো :

৫. অন্ধের হাতি দেখা

(অর্থ : আন্দাজে কোনো কাজ করা।)

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিনী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সেদিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতি দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকিতে দেখিতে গিয়া কেবল শুঁড় দেখিতেছিলাম।

(কমলাকান্তের দপ্তর : ঢেঁকি)

৬. ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

(অর্থ : যে কর্মঠ সে সবাস্থায়ই কাজ করে যায়।)

উক্ত প্রবন্ধের শেষাংশে কমলাকান্ত নিজেকে ঢেঁকি কল্পনা করে এ প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন –

তখন ইচ্ছা হইল-এ চাউল মনুষ্য লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম–অশ্বমনোরথে। স্বর্গে গিয়া দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রী কমলাকান্ত ঢেঁকি–স্বর্গে ধান ভানিব।

৭. ধান ভানতে শিবের গীত।

(অর্থ : অপ্রাসঙ্গিক কথা বল।)

এই মাত্র বুড়া বয়সে ঢেঁকি পাতিয়া 'বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিল–আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনেমনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভালো।

(কমলাকান্তের দপ্তর : বুড়া বয়সের কথা।)

এছাড়া "ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ" গ্রন্থের ভূমিকায় 'লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরকাল বিবাদ' এবং বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রবন্ধে" 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রবাদের ব্যবহার আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক নাট্যকার, গীতিকার ও দার্শনিক। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর। প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তিনি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে তার লেখনী শক্তি দ্বারা পরিণতির দিকে নিয়ে যান। বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছিল। প্রতিটি প্রবন্ধেই তার রস গ্রাহিতা ও সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও উপন্যাসের চেয়ে প্রবন্ধসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য প্রবাদের সাক্ষাৎ মেলে :

১. জোর যার মুল্লুক তার।

(অর্থ : বাহু বলই বল।)

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত প্রবাদটি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে ধর্ম সম্পর্কে ইউরোপীয় মূল্যবোধের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন –

ইহাও দেখিতেছি য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার'- এ নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছেনা।

২. গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা।

(অর্থ : যার জিনিস তা দিয়ে তাকেই আপ্যায়ন।)

বঙ্কিমচন্দ্র এবং কৃত্তিবাসের বাংলা সাহিত্যে তাদের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা বলতে গিয়ে "বারোয়ারী মঙ্গল" প্রবন্ধে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন –

বঙ্কিমকে কী আমরা স্বহস্ত রচিত পাথরের মূর্তিদ্বারা অমরত্ব লাভে সহায়তা করিব? ... কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোনো প্রকারের ধূমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে। একথা কেমন করিয়া বলিব? যেমন গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে তেমনি বাংলাদেশে মুদি দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্তি দ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

৩. ধান ভানতে শিবের গীত।

(অর্থ : অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা।)

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রবন্ধে উক্ত প্রবাদটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে শিবের প্রাচীনত্বের অনুসন্ধানের চেষ্টা চালানো হয়েছে –

বৌদ্ধযুগও শিবপূজা কালে বঙ্গসাহিত্যের কী অবস্থা ছিল তাহা দীনেশবাবু খুঁজিয়া পান নাই। 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদে বোঝা যায় সে সকলও বৌদ্ধযুগের পরবর্তী।

৪. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

(অর্থ : ক্ষতিগ্রস্থকে আরো ক্ষতি করা।)

"বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা" প্রবন্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচকদের সমালোচনা করেছেন উক্ত প্রবাদে –

মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সকল সাহিত্য ম্লান নির্জীব ভাব দান করে, তখন তাহার প্রতি সমালোচনার প্রয়োগ করা কেবল 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দেওয়া মাত্র।

৫. কড়ায় কড়া কাহনে কানা।

(অর্থ : তুচ্ছ ব্যাপারে খুবই সর্তক কিন্তু গুরুতর ব্যাপারে সর্তক নয়।)

৬. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

(অর্থ : হাকডাকে খুবই কড়া কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কড়া নয়।)

আমাদের দেশে বিধি-ব্যবস্থা, আচার-বিচারের প্রতি অত্যাধিক মনোযোগ দিতে গিয়ে যে, মুনষ্যত্বের স্বাধীনতার প্রতি যে অবহেলা করা হয়েছে–এ বিষয়টি বোঝাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ "আচারের অত্যাচার" প্রবন্ধে ইংরেজি প্রবাদ -Penny wise pound foolish"–এর পরিপূরক উক্ত প্রবাদ দুটির উদাহরণ টেনেছেন যার ভাবার্থ একই –

ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'পেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিশ'-বাংলায় তাহার তর্জমা করা যাইতে পারে–'কড়ায় কড়া কাহনে কানা'। অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিল দেওয়া। তাহার ফল হয় 'বজ্র আঁটুন ফস্কা গিরো'–প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটিনাই কিন্তু গ্রন্থটি শিথিল।

৭. এক চক্ষু হরিণ।

(অর্থ : একপেশে লোক।)

৮. ইজ্জত যায়না ধুলে, স্বভাব যায়না মলে।)

(অর্থ : নোংরা জিনিসের মতোই মানুষের স্বভাব বদলায় না।)

বাঙালির স্বভাবজাত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আছে কথায় কথায় অত্যুক্তি। "অত্যুক্তি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির এই অত্যুক্তিকেই কটাক্ষ করেছে উক্ত দুটি প্রবাদ দ্বারা–

একচক্ষু হরিণ যেদিকে তাহার কানা চোখ ফিরাইয়া আরামে ঘাস খাইতেছিল; সেই দিক হইতেই ব্যাধের তীর তাহার বুকে বাজিয়াছে। আমাদের কানা চোখটা ছিল ইহলোকের দিকে–সেই তরফ হইতে আমাদের শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে। সেই দিকের ঘা খাইয়া আমরা মরিলাম, কিন্তু 'স্বভাব যায়না মলে'।

৯. 'বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জলা খায়' এ প্রবাদটি উক্ত প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজ চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের নিমিত্তে –

ইংরেজ বলিয়াছিল, আমরা তোমাদের ভালো করিবার জন্যই তোমাদের দেশ শাসন করিতেছি। এখানে সাদা কালোয় অধিকার ভেদ নাই, এখানে 'বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়'।...ইংরেজ বিরক্ত হইয়া আজকাল এই সকল অত্যুক্তিকে খর্ব করিয়া লইতেছে।

১০. তুমি খাও ভাড়ে জল আমি খাই ঘাটে।

(অর্থ : দরিদ্রের চেয়ে আরো দরিদ্র।)

"সাহিত্যরূপ" প্রবন্ধে সাহিত্যের মান্নোয়ন প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটি প্রাবন্ধিক ব্যবহার করেছেন –

সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটেনা, ভাব-ভাষা ভঙ্গি সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হলো কিনা এইটেই লক্ষ্য করার যোগ্য। 'তুমি খাও ভাড়ে জল, আমি খাই ঘাটে'–দারিদ্র্য দুঃখের বিষয় হিসেবে এর শোচনীয়তা অতিনিবিড়, কিন্তু কাব্য হিসাবে এতে অনেক খানি বাকি রইল।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রমথ চৌধুরী বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক। তিনি মুখের (কথ্য) ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করে বাংলা সাহিত্যে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখেন। তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত চলিত রীতিতে গদ্য লেখা শুরু করেন। অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী প্রবাদ ও বাগভঙ্গি ব্যবহার করে নীরস বস্তুর মধ্যে প্রাণরস সঞ্চার করেছেন। 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী অনেক প্রবাদ ও প্রবাদধর্মী বাক্যাংশ[১০০] ব্যবহার করেছেন নিচে তা তুলে ধরা হলো :

১. শিব গড়তে বাঁদর গড়া।

(অর্থ : ভালো করতে গিয়ে মন্দ করা।)

মহৎশিল্পী ও ইতর শিল্পীদের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে প্রমথ চৌধুরী "সাহিত্যে খেলা" প্রবন্ধে উক্ত প্রবাদটি প্রয়োগ করেছেন এভাবে –

যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এইটুকু যে তাঁদের হাতে এক করতে আর হয়না।

২. ডানায় ভর দিয়ে থাকা।

(অর্থ : শূন্যলোকে ভাসা।)

সাধারণ লোকের মনমানসিকতার চিত্র তুলে ধরেছেন এ প্রবাদটিতে –

কিন্তু সাধারণ লোকে সাধারণ লোককে কি ধর্ম, কি নীতি কি বাক্য, সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়।

৩. আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

(অর্থ : বিস্তর পার্থক্য।)

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি কাতে বসেন।

সাহিত্যের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবাদটি প্রয়োগ করেছেন।

৪. কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ।

(অর্থ : সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা।)

কবির কবিতা কেমন হওয়া উচিত সে কথা বোঝাতে –

কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতিকবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তি রূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।

৫. অমৃতে অরুচি।

(অর্থ : ভালো জিনিসে অনীহা।)

কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাস্টার।

বর্তমানে কাব্য পাঠে অনীহার কারণ প্রবাদটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৬. দা-কুমড়া সম্বন্ধ।

(অর্থ : বৈরী সম্পর্ক)

হীরা ও কাঁচের সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে মূলত সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কেই বলেছেন প্রাবন্ধিক–

হীরক ও কাঁচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটি মানুষের হাতে এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়া সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনো সম্বন্ধ নেই।

"কথার কথা" নামের এ প্রবন্ধটিই একটি প্রবাদধর্মী বাক্যাংশ (বাগধারা)। প্রবন্ধটিতে কয়েকটি প্রবাদ ও প্রবাদধর্মী বাক্যাংশ দেখা যায় –

৭. যমের দুয়ার দিয়ে অমরপুরীতে ঢোকা।

(অর্থ : দুঃসাধ্য কঠিন কাজ।)

বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের বক্তব্যের উত্তরে প্রাবন্ধিক বলেছেন –

তাহলে বাংলা যদি ব্যাকরণের দড়ি গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়, তাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আপত্তি কি। তাঁর মতানুসারে তো 'যমের দুয়ার দিয়ে অমরপুরীতে ঢুকতে' হয়।

৮. গোড়ায় গলদ।

(অর্থ : শুরুতেই ভুল।)

উনিশ শতকে সংস্কৃত ঘেঁষা পণ্ডিতরা বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহারে পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু তাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে ভুল ছিল; আর এ ভুলগুলো মনে করিয়ে দিতেই প্রাবন্ধিক উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন –

এখন যারা সংস্কৃত বহুল ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতি তাঁরা ঐ যে গোড়ায় গলদ হয়েছিল তাই শুধরে নেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন।

৯. উভয় সংকট।

(অর্থ : দুই দিকেই বিপাদ।)

১০. কাশী প্রাপ্তি।

(অর্থ : মৃত্যু বা স্বর্গলাভ হওয়া।)

বাংলায় সংস্কৃতের মতো ফারসি ভাষারও প্রভাব ব্যাপক। বাংলায় এই দুই ভাষার সংকট বোঝাতে গিয়ে প্রাবন্ধিক উক্ত প্রবাদ দুটি ব্যবহার করেছেন – মধ্যে থেকে আমাদের মা সরস্বতী কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক একবার মনে হয় ও 'উভয়সংকট' ছিল ভালো, কারণ একেবারে পণ্ডিতমণ্ডলীর হাতে পড়ে মার আশু 'কাশী প্রাপ্তি' হবারই অধিক সম্ভাবনা।

"যৌবনে দাও রাজ টীকা"[১০১] প্রবন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদধর্মী বাক্যাংশগুলো দেখ যায় :

১১. ইঁচরে পাকা।

(অর্থ : অকাল পক্ক।)

যৌবনকে বাঙালিরা মস্তফাঁড়া মনে করে। তারা সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেনা। বরং অসময়ে অনেক কিছু করে থাকে –

তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচরে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকনো।

১২. পাঁকে পড়া।

(অর্থ : বিপদে পড়া।)

যারা যৌবন-জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন প্রাবন্ধিক তাদের পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন উক্ত প্রবাদের মধ্যে –

যারা যৌবন-জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন, তারা ভাটার সময় পাঁকে পড়ে গত জোয়ারের প্রতি কুটকাটব্য প্রয়োগ করেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র যুগের একজন অন্যতম প্রাবন্ধিক। ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতৃস্পুত্র তাঁর "অতিরগতি" প্রবন্ধে 'অতি' শব্দ প্রয়োগে অতি বক্তাদের প্রসঙ্গে এবং অতির বিপক্ষে কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন[১০২] ব্যবহার করেছেন। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

১. **অতি দর্পে হতা লঙ্কা।**
(অর্থ : অহংকার পতনের মূল।)

২. **অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।**
(অর্থ : বেশি লোভে ক্ষতি হয়ে থাকে।)

৩. **অতিবাড় বেড়না ঝড়ে পড়ে যাবে।**
(অর্থ : বেশি বাড়াবাড়িতে পতন অনিবার্য।)

৪. **অতি বড় রূপসী না পায় বর**
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।
(অর্থ : অতিরিক্ত সব কিছু পতন ডেকে আনে।)

৫. **কথার ঢেকি কাজে ছাই।**
(অর্থ : কাজের চেয়ে কথা বেশি।)

৬. **অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।**
(অর্থ : অতিরিক্ত ভক্তির পিছনে অসৎ উদ্দেশ্য থাকে।)

৭. **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।**
(অর্থ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক কোনো কাজ করতে গেলে সেখানে বিশৃঙ্খলা ঘটে।)

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)

রবীন্দ্র যুগের গদ্য লেখিকাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। তিনি সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও নারী জাগরণের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার প্রবন্ধগুলো যুক্তিতর্কে তীক্ষ্ণ, ভাষায় ঋজু ও ঋদ্ধ ও চেতনায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। নিচে বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রবাদগুলোর[১০৩] আলোচনা করা হলো।

১. **জোর যার মূলুক তার।**
(অর্থ : বাহু বলই বল/ক্ষমতার দাপট।)

সমাজে সমাজপতি তথা পুরুষদের আধিপত্যের চিত্র পাওয়া যায় বেগম রোকেয়ার 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধের উপরিউক্ত প্রবাদটির মধ্যে –

সভ্যতা ও সমাজ বন্ধনের সৃষ্টি হইলে পরে সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনমতো হইল! ইহাও স্বাভাবিক – 'জোর যার মুলুক তার'। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

২. **উল্টা বুঝলি রাম।**
(অর্থ : ভালো করতে গিয়ে মন্দ হওয়া।)

একই প্রবন্ধে একটি বাড়ির গৃহবধূর কাজ-কর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার পর এ প্রবাদটি ব্যবহার হয়েছে –

'তুমি প্রতিদিন অন্তত আধঘন্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।' দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে একটা গররা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম 'উল্টা বুঝলি রাম! কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই।

৩. সেইধান সেই চাউল
গিন্নিগুণে আউল-ঝাউল।

(অর্থ: গৃহকর্ত্রীর উপরই সংসারের ভাল-মন্দ নির্ভর করে।)

বাড়ির গৃহকর্ত্রী সম্পর্কে "সুগৃহিনী" প্রবন্ধে লেখিকা সুগৃহিনী হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন উক্ত প্রবাদটির মাধ্যমে –

কোথায় কোন জিনিস থাকিলে মানায় ভালো, কোথায় কি মানায় না, এসব বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। একটা মেয়েলি প্রবাদ আছে –

সেই ধান সেই চাউল
গিন্নিগুণে আউল-ঝাউল।

৪. ছাই ফেলতে ভাঙাকুলা।

(অর্থ : তুচ্ছ কাজের জন্য অবহেলিত কাউকে নিযুক্ত করা।)

"সুলতানার স্বপ্নে" নারীদের উপর পুরুষদের আধিপত্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে এ প্রবাদটি –

তাহাদের মতে তাহারা একাই এক সহস্র-তনমন সব তাহারা নিজেই। আমরা তাহাদের ছাই ফেলিবার জন্য ভাঙাকুলা মাত্র।

৫. যা করেনা বৈদ্যে, তা করে পৈথ্যে।

(অর্থ : পরিমিত আহারে যা করে চিকিৎসকও তা করতে পারেনা।)

৬. মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাকা।

(অর্থ : বৈরাগ্য পালন।)

প্রাবন্ধিক 'রসনাপূজা' প্রবন্ধে মানুষের অতিভোজন স্বাস্থ্যের ক্ষতির দিক তুলে ধরে উপরিউক্ত দুটো প্রবাদের যথাযথ প্রয়োগ দেখিয়েছেন–

কোন কোন রোগে অন্য চিকিৎসা না করিয়া কেবল আহার পরিমিত করায় রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে – 'যা না করে বৈদ্যে, তা করে পৈথ্যে। রসনা সংযত করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। একটা বচন আছে–'মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাকা'।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)

আবুল মনসুর আহমদ একাধারে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধ হস্ত হলেও প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনী মূলক প্রবন্ধগুলোতে সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবনের বিচিত্র তথ্যাদির সাথে প্রবাদের[১০৪] ব্যবহারও লক্ষণীয় :

১. চোরের হেফাজতে ধন রাখা।

তুলনীয় : শিয়ালের কাছে মুরগি বাগি দেওয়া।

(অর্থ : অসৎ লোকের কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা।)

লেখকের জন্মের সময় তাঁর সম্পর্কে গণকরা কি মন্তব্য করেছিলেন উপরিউক্ত প্রবাদটিতে সে চিত্র ফুটে উঠেছে–

এছেলের জন্ম যখন শনিবার তখন স্বয়ং শনিই এর রক্ষক। যেমন 'চোরের হেফাজতে ধন রাখা।'

২. নইচার আড়ালে তামাক খাওয়া।

(অর্থ : কপট সম্মান দেখানো।)

সে যুগের ছেলেদের নেশার কথা বলতে গিয়ে লেখক উক্ত প্রবাদটির উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন – অনেক ছেলে বাপ-চাচার সম্মানে একটু ঘুরিয়া বসিয়া হুক্কায় টান দিত। এই প্রথাই পরে 'নইচার আড়ালে তামাক খাওয়া' বলিয়া সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল।

৩. আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

(অর্থ : সৃষ্টিকর্তার সব কিছুর মধ্যে মঙ্গল নিহিত থাকে।)

লেখক কিছু টাকা পথে পড়ে পেয়েছিলেন। সেই টাকা থানায় জমা দিতে গিয়ে উক্ত প্রবাদটির প্রসঙ্গ এসেছে–

দারোগারা যে কেউ থানায় ছিলনা এটা আল্লারই ইচ্ছা। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। পরবর্তীতে উক্ত টাকা নিয়ে লেখকের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে নানা হাসি-তামাশা শুরু হয়। একজন রহস্য করে নিচের প্রবাদটি বলেন

৪. বিড়ালের কাছে গোশতের পাহাড়াদারি।

পাঠান্তর : শিয়ালের কাছে মুরগির বাগি।

(অর্থ : অসৎ লোকের কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা।)

তুমি বিলাইর কাছে গোশতের পাহাড়াদারি দিতে চাইছিলা।

৫. ঝড়ে বক মরে, ফকিরে কেরামতি বাড়ে।

(অর্থ:কাকতালীয় ভাবে কোনো কিছু ঘটলে সেটাকে কপট ব্যক্তিরা নিজের বলে জাহির করে)

উক্ত প্রবাদটি সমাজের স্বার্থান্বেষী পীর-ফকির সম্পকেই বলা হয়েছে –

আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছি, এমনি 'ঝড়ে বকমরার সুযোগ লইয়া অনেক শাহ ফকির কেরামত বাড়াইয়াছেন এবং প্রচুর রোজগার করিতেছেন।

৬. বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর।

(অর্থ : বিশ্বাসে যা পাওয়া যায় তর্কে তা পাওয়া যায় না।)

তৎকালীন মুরুবিক্ষদের দর্শন-বিজ্ঞানের নিন্দা প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটি লেখক বক্রোক্তিতে প্রয়োগ করেছেন–

তাঁদের মুখে প্রায়ই শুনিতাম : 'বিশ্বাসে লভয়ে হরি তর্কে বহুদুর। তর্কশাস্ত্র সত্য-সত্যই ততদিন আমাদের হরি হইতে অনেক দূরে নিয়া আসিয়াছে।

৭. ধান ক্ষেত ভেঙে গোলাপ বাগান করা।

(অর্থ : মূল্যবান জিনিস নষ্ট করে সৌন্দর্য খোঁজা।)

তৎকালীন কতিপয় সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে লেখক উক্ত প্রবাদটি প্রয়োগ করেছেন এভাবে –

দেশভাগের যখন কল্পনাতীত ছিল, সেই ১৯২২ সালে আমি 'গোলামী সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তৎকালীন সাহিত্যিক দিকপালদের 'ধান ক্ষেত ভাঙিয়া গোলাপ বাগান রচনা' না করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

৮. কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা।

(অর্থ : কষ্টের উপরে কষ্ট দেওয়া।)

বিপদের সময়ে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সাহেবের কাছে চাঁদা চাওয়া প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটি অবতারণা করা হয়েছে –

এমন বিপন্ন হক সাহেবের কাছে চাঁদা চাইতে যাওয়া কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া মাত্র।

৯. গায়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দেওয়া।

(অর্থ : ঋণ পরিশোধের যথাসাধ্য চেষ্টা।)

'দি মুসলমান' পত্রিকায় চাকুরী পাওয়ার পর লেখক জনৈক মৌলানা সাহেবের কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছেন –

মনে হইল, গায়ের চামড়া দিয়া মৌলবি সাহেবের পায়ের জুতা বানাইয়া দিলেও এ ঋণ শোধ হইবেনা।

১০. নিমতলার ঘাটও চিনি, কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি।

(অর্থ : সব বিষয়ে পারদর্শী।)

'দি মুসলমান' পত্রিকা সরকারকে সমর্থন দিলে সরকার কর্তৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা উক্ত পত্রিকায় ডোনেশন দেওয়া হবে একথা শোনার পর পত্রিকা সম্পাদক মৌলানা মুজিবর রহমান এ প্রবাদটি বলেন –

সব জানিয়া শুনিয়াও নিরুপায়ের নীরব থাকা সম্পর্কে কলিকাতায় সর্বজন পরিচিত একটি প্রবাদ চালু আছে, নিমতলার ঘাটও চিনি, কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি। কিন্তু কথা বলতে পারি না। আমি যে মরে আছি।

১১. নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

(অর্থ : নিজের কোনো লাভ নেই জেনেও অন্যের উপকার করা।)

লেখক ওকালতি ব্যবসায় শুরু করার পর তদারককারীদের টাউট মনে করেন। কিন্তু এদের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখে তিনি অবাক হন –

নিজের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার তার শখে আমি সত্যই আশ্চর্য হইয়া ছিলাম। এছাড়া প্রাবন্ধিক তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনামও প্রবাদ দিয়ে করেছেন। যেমন, একঢিলে দুই পাখি' 'চোরের উপর বাটপারি' 'ঢিলের জবাবে ঢিল' (ইট মারলে পাটকেল খাবে) ইত্যাদি।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য জগতে মূলত বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার এই বিদ্রোহী সত্তার ছাপ প্রবন্ধ সাহিত্যেও পড়েছে। ভাবাবেগ ও উদ্দামতা নজরুলের গদ্য তথা প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষণ। আবেগ ধর্মী সত্তাই তার প্রবন্ধ সাহিত্যকে বেগবান করে তুলেছে। সেই সাথে তার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও জোরালো করার জন্য তিনি প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন অসংখ্য প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশের।

নজরুল সাহিত্যের মধ্যে প্রবন্ধেসাহিত্যেই সবচেয়ে বেশি প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দুটি প্রবন্ধের শিরোনাম "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ" ও "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।" 'ধূমকেতু'তে (৫ জানুয়ারি ১৯৩২) একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম আছে–" কোথায় রাণী রাসমণি আর কোথায় পাঁচী ধোপানী।" এখন নজরুলের 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে কিছু প্রবাদ[১০৫] তুলে ধরা হলো –

১. বোঝার উপর শাকের আঁটি।

(অর্থ : কষ্টের উপরে আরো কষ্ট চাপানো।)

বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক।

২. ছেলের হাতের মোয়া।

(অর্থ : সহজলভ্য বস্তু।)

এ প্রবাদটি তিনি ভেঙে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন–

এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছে, এখন কি আর ও রকম ছেলে মানুষী চলিবে মনে কর।

৩. মাকড় মারলে ধোকর হয়।

(অর্থ : স্বার্থের ব্যাপারে সকল বিধি ব্যবস্থা পাল্টায়।)

এই 'মাকড় মারলে ধোকর হয়' নীতিকে কি গর্ভনমেন্টই প্রশ্রয় দিতেছে না?

৪. জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।

(অর্থ : দুদিকেই বিপদ।)

অর্থাৎ যেদিকেই যাও, নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।'

৫. **চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।**

(অর্থ : দুর্জন কখনও ভালো কথায় কান দেয় না।)

লোকগুলোকে মারিবার সময় একটু বুঝিয়া-শুনিয়া মারিও। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।

৬. **এক যাত্রায় পৃথক ফল।**

(অর্থ : একই সঙ্গে কাজ করে ফল পৃথক।)

'এক যাত্রায় পৃথক ফল'। এ দোষ কাহারও নয় ভাই-দোষ আমাদের এই কালো চামড়ার।

৭. **যার জন্যে চুরি করে, সেই বলে চোর।**

(অর্থ : যে উপকার করে তারই নিন্দা করা।)

৮. **দশচক্রে ভগবান ভূত।**

(অর্থ : দশজনের চক্রান্তে সৎ ব্যক্তিও দোষী হয়।)

'দশচক্রে ভগবান ভূত'– কথাটা মস্ত সত্যি কথা।'

৯. **টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুল তলে বাসা।**

(অর্থ : যেখানে বিপদের আশংকা সেখানেই যাওয়া।)

১০. **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।**

(অর্থ : অপরাধ গোপন করার বৃথা চেষ্টা।)

এই প্রবাদটি তিনি উল্টিয়ে ব্যবহার করেছেন এভাবে –

মাছ দিয়ে শাক ঢাকা যায় না।

১১. **গোদের উপর বিষফোঁড়া।**

(অর্থ : কষ্টের উপর আরো কষ্ট।)

'গোদের উপর বিষফেঁড়ার মতো তদুপরি আবার আমাদের একগুয়েমিও আছে।

১২. **নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।**

(অর্থ : নিচের ত্রুটি অন্যের ঘাড়ে চাপানো।)

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা বলিয়া আক্ষেপ করা ধৃষ্টতা, আর বোকামী মাত্র।

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

১৩. **দুধের সাধ ঘোলে মিটানো।**

(অর্থ : উৎকৃষ্ট বস্তুর চাহিদা নিকৃষ্ট বস্তু দিয়ে মিটানো।)

তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর মতো গানে-গল্পে কবিতায় ... তুর্করমণীর রূপ মাধুর্য শুনেই কোন রকমে নিজের আকুল পিয়াসা দমন করে রেখেছিলাম।

১৪. **পরের মুখে ঝাল খাওয়া।**

(অর্থ : সঠিক তথ্য না জেনে কাজ করা।)

হেমন্ত বাবু 'পরের মুখে ঝাল খেয়ে' একেবারে লম্ফ-ঝম্প দিয়ে বলে ফেলেছেন তুর্ক রমনীরা মোটেই সুন্দরী নয়।

১৫. **ঘোমটার নিচে খেমটা নাচ।**

(অর্থ : পর্দার আড়ালে অপকর্ম।)

কাজেই অন্যান্য দেশের মতো 'ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ' দেখা লেখকের আর পোড়া কপালে জোটেনি।

১৬. **কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম।**

(অর্থ : উধর্ষ্তন ব্যক্তির ইচ্ছামত কাজ করা।)

আমাদের মূঢ় জড় জনসাধরণের শুধু তাই কেন তথাকথিত শিক্ষিতদের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' করার মতন মতি ভীষণ ভাবে শিকড় গেড়েছে।

১৭. **বেড়ালের গলায় ঘন্টি বাঁধবে কে?**

(অর্থ : ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা খর্ব করার লোক পাওয়া যায় না।)

"বেড়ালের গলায় ঘন্টি বাঁধবে কে?' তাই বলেছিলাম মুশকিল।

১৮. **গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।**

(অর্থ : গোপনে ক্ষতি করে প্রকাশ্যে ভালো ব্যবহারের ভাণ করা।)

জমিতে চাষীর স্বত্ব নাই। ...উৎপাদনের প্রজার লাভের পূর্ণ অংশ নাই 'আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি।

১৯. **পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া।**

(অর্থ : অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি।)

'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার' ব্যবসাটা লোপ পাওয়া দরকার।

২০. **ভূতের মুখে রাম নাম।**

(অর্থ : দুর্জনের ভালো মানুষীর ভাণ।)

নিম্নজাতির কথা বলাও যা ভূতের কাছে রাম নাম করাও তাই।

২১. **আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর।**

(অর্থ : সামান্য লোকের বড় জিনিষের প্রতি মাথা ঘামানো।)

আমরা আদার ব্যাপরী, অত সব জাহাজের খবর নেওয়া ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই।

২২. **ঠুঁটো জগন্নাথ।**

(অর্থ : অকর্মণ্য ব্যক্তি।)

২৩. যেমন উনন মুখো দেবতা
তেমনি ছাই-পাশ নৈবেদ্য।

(অর্থ : যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান।)

ঠুঁটো জগন্নাথের দল। গাল দেই কি সাধে।'যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনি ছাই-পাঁশ নৈবেদ্য'।

২৪. নেঙটির আবার বখেরা সেলাই।

(অর্থ : অযোগ্য লোকের আড়ম্বরের বাড়াবাড়ি।)

তিনি মুখটাকে সিগারেটের মিক্সচারের মতো কুঁচকে বললেন, 'নেঙটির আবার বখেরা সেলাই?'

২৫. ধান ভানতে শিবের গীত।

(অর্থ : অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা।)

শিবের গীত গাইতে ধান ভেনে নিলাম দেখে আপনি হয় তো অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।

আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)

বাংলাদেশের গবেষণা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন আহমদ শরীফ। তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যকে করেছে ঋদ্ধ। এসব গবেষণা প্রবন্ধেও প্রবাদের[১০৬] ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো :

১. জোর যার মূলুক তার।

(অর্থ : বাহু বলই বল।)

এ প্রবাদটি প্রাবন্ধিক একাধিক প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। 'কথাসাহিত্যে সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু' প্রবন্ধে মধ্যযুগ প্রসঙ্গে বলেছেন –

এযুগের মুখ্যনীতি হচ্ছে 'জোর যার মূলুক তার'। অর্থাৎ যোগ্যতরের উধর্ক্ষতন।

২. তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

(অর্থ : যার বেশি আছে তাকেই বেশি কদর করা।)

এ প্রবাদটিও একাধিক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বঙ্কিমমানস' প্রবন্ধে প্রবাদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়েই এ প্রবাদটির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন প্রাবন্ধিক–

একালের 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার' কিংবা 'তেলা মাথায় তেল'–এগুলির যে কোনো একটি শব্দ পাল্টালেই সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. না ঘরকা না ঘাটকা।

(অর্থ : ত্রিশঙ্কু অবস্থা।)

এ প্রবাদটির ব্যবহার ও একাধিক প্রবন্ধে দেখা যায়। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া সম্পর্কে বলেছেন –

এজন্যে তারা আজো 'না ঘরকা, না ঘাটকা' অবস্থায় রয়েছে, আজাদি উত্তর এ বিশ বছরেও তাদের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘোচেনি।

৪. আঙুর ফল টক।

(অর্থ : কোনো ভালো বস্তু হাতে না পেয়ে তার সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপন।)

সমস্যা বিমূঢ় কাঙাল মানুষের অসামর্থ্যকে ঢাকবার জন্য প্রাবন্ধিক প্রবাদটির যথাযথ প্রয়োগ করেছেন।

৫. আগে খেশ, পরে দরবেশ।

(অর্থ : আগে নিজের কাজ পরে অন্যেরটা।)

"সাহিত্যে জাতীয় ঐতিহ্য" প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন–

কথায় বলে : 'আগে খেশ, পরে দরবেশ। কজেই আগে খুঁজব দেশজ কাহিনী বা ঐতিহ্য, তারপরে সন্ধান নেব স্বধর্মীয় ঐতিহ্যের।

৬. নগর পুড়লে দেবালয় কি এড়ায়?

(অর্থ : ভালো মন্দ বিচার করে দূর্ঘটনা ঘটেনা।)

"শিল্প সাহিত্যে গণরূপ" প্রবন্ধে সংস্কৃতি চর্চা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন–

কেননা সে বোঝে–'নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না, একে নষ্ট করলে সবাই দুঃখ পায়।

৭. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

(অর্থ : উচ্চবৃত্তের কলহে নিম্নবৃত্তেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।)

রাজনৈতিক নেতৃত্বের (বাজার) পরিবর্তন হলেও যে সাধারণ জনগণের (প্রজার) কোনো পরিবর্তন হয়না। বরং–

রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, উলুখড়ের প্রাণ যায়।

৮. উড়ে এসে জুড়ে বসা।

(অর্থ : হঠাৎ এসে কায়েমি ভাবে দখল করা।)

এ প্রবাদটি প্রাবন্ধিক নিজস্ব ঢঙে ব্যবহার করেছেন "বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা" প্রবন্ধে –

য়ুরোপীয় বেনেরা এলো বাণিজ্য করতে। ... বেনেবৃত্তি এক সময় রাজশক্তিতে রূপান্তরিত হলো। ... ছিদ্রপথ নদী হয়ে দেখা দিলো, সাত সাগরের ওপারের কুমির এসে জুড়ে বসল।

এছাড়া "জাতীয় জীবনে লোকসাহিত্যের মূল্য" এবং "প্রতিকার পন্থা" প্রবন্ধ দুটিতে অনেক প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

৯. পীরিত আর গীত-জোরের কাজ নয়।
১০. নারীর বল, চোখের জল।
১১. অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী।
১২. বিষে বিষ ক্ষয়।
১৩. বুনো কচু ও বাঘা তেঁতুল।

১৪. শক্তের ভক্ত নরমের যম।
১৫. কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
১৬. হাতি দিয়ে হাতি বাঁধা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)

হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশের প্রধানতম প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক। তবে তিনি সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেই বেশি পরিচিত। তাঁর সবচেয়ে সাড়া জাগানো গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ হচ্ছে 'নারী'। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন, যার মধ্যে আমরা প্রবাদের[১০৭] ব্যবহার দেখতে পাই :

১. আপনার মাংসে হরিণ বৈরী।

(অর্থ : নিজের সৌন্দর্য নিজের ক্ষতি ডেকে আনে।)

হাজার বছরের এ পুরাতন প্রবাদটি লেখক নারীর রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন –

নারীর মাংস চিরকালই পুরুষের কাছে সবচেয়ে সুস্বাদু বাঙলার রাধা চিৎকার করেছে, 'আপনার মাঁসে হরিণী বৈরী।

২. মুখে মধু অন্তরে বিষ।

(অর্থ : বাইরে ভালো ব্যবহার কিন্তু ভিতরে কপটতা।)

বিভিন্ন পুরাণে নারী সম্পর্কে মণীষীদের ধারণা প্রসঙ্গে বলেছেন –

নারী অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, মূর্তিমতী কপটতা, অহংকারের আশ্রয়, নারীর মুখে মধু ও অন্তরে বিষ।

৩. সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

(অর্থ : নারীর উপর সংসারের ভালোমন্দ নির্ভর করে।)

বহুল প্রচলিত এ প্রবাদটি সম্পর্কে লেখক বলেছেন –

ভিক্টোরীয়রা বিশ্বাস করত - 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে', আর রমণীর শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে পুরুষের নিচে থাকা।

৪. বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয়।

(অর্থ : শত্রুকে দিয়ে শত্রু বিনাশ করা।)

হিন্দু জাতির বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে গিয়ে মণীষীরা নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গেই প্রবাদটি ব্যক্ত করেছেন লেখক–

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সহমরণ নিবারণে, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে, বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণে 'বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয়ে'র চেষ্টা করেন, শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্রকে বাতিল করে প্রবর্তন করেন নববিধান।

৫. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

(অর্থ : সম্যক ভাবে না জানলে বিপদ ঘটতে পারে।)

নারীর বিদ্যা শিক্ষা সম্পর্কে লেখক নারী ও তৎকালীন সমালোচকদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভিন্নার্থে প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন –

তরুণেরা শিক্ষার পক্ষে থাকলেও মহাপুরুষদের অনেকেই 'নবীনা'র সমালোচনায় থেকেছেন মুখর, যেমন বঙ্কিম। তখন 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' বা আলেকজান্ডার পোপের 'লিটল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জার থিং' নারী শিক্ষার অপকারিতা প্রমাণের জন্যে ফিরেছে মুখে মুখে। অল্প বিদ্যা আসলেই ভয়ঙ্কর, কেননা তা আরো শেখার আগ্রহ জাগায়।

৬. হলুদ জব্দ শিলে আর বউ জব্দ কিলে।

(অর্থ : নারী বা বৌ শাসনে অধীন থাকে।)

নারীর স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়েই বহুল প্রচলিত এ লোক প্রবাদটির প্রসঙ্গ টেনেছেন লেখক –

বাংলাদেশের অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলেই একটা সুমহান মোটানীতি শিখিয়াছে – 'হলুদ জব্দ শিলে আর বউ জব্দ কিলে'।

৭. কই মাছের প্রাণ।

(অর্থ : যা সহজে মরে না।)

আমাদের সমাজে পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন চলে আসছে সেই আদিম যুগ থেকে। তাই এখনও –

পল্লীবাঙলার মেয়ের প্রাণকে তুলনা করা হয় কই মাছের প্রাণের সাথে, কুটলেও যে মরে না।

৮. বেশি বড় হয়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে।
বেশি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়ে খাবে।

(অর্থ : মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা/মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী।)

"বাঙালি : একটি রুগ্ন জনগোষ্ঠি" প্রবন্ধে বাঙালির চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন –

বাঙালির প্রিয় দর্শন হচ্ছে বেশি বড় হয়োনা ঝড়ে ভেঙে পড়বে, বেশি ছোট হয়োনা ছাগলে খেয়ে ফেলবে, – তাই বাঙালি হতে চায় ছাগলের সীমার থেকে একটু উচ্চ-নিম্ন মাঝারি।[১০৮]

সাহিত্যের অপরাপর শাখার মতো প্রবন্ধসাহিত্যেও প্রবাদের ব্যবহার নেহায়েত কম নয়। এ প্রবাদগুলো চরিত্র যেমন জনজীবনমুখী, বক্তব্যও তেমনি জোরালো। প্রবন্ধের ভাষা আধুনিক হলেও প্রবাদগুলো তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ

ক. উপন্যাস

বাংলা কথাসাহিত্য (উপন্যাস ও ছোটগল্প) নিতান্তই আধুনিক কালের সৃষ্টি। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে উপন্যাস। উপন্যাস মূলত মানব জীবনেরই শিল্পিত রূপ। কোনো বাস্তব কাহিনীকেই লেখক তার মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে উপন্যাসে উপজীব্য করে তোলেন। আমাদের সমাজ যেহেতু গ্রামকেন্দ্রিক সেহেতু অধিকাংশ উপন্যাসগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় কামার, কুমার, জেলে, চাষীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন চিত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। পাওয়া যায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের দুঃখ-দারিদ্র, হাসি-কান্না, জামিদার-মহাজন প্রভৃতি সমাজপতিদের অত্যাচার-নিপীড়ন, মামলা-মোকদ্দমা, উচ্চবিত্তের মিথ্যা বংশ গৌরব, ভণ্ডপীরের বুজরুকী ও ধর্মান্ধতা। এছাড়া লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, কিংবদন্তি, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ বিভিন্ন প্রকার লোকজ উপকরণেও উপন্যাসগুলো সমৃদ্ধ।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা উপন্যাসের জনক। তিনি ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশ করেন। এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। সাহিত্যের বিষয়বস্তুর জন্য বিদেশী সাহিত্যের দ্বারস্থ না হয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র নিজস্ব সমাজ ও কল্পনার ভাণ্ডার থেকে এ উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। উপন্যাসটি সাধু ও চলিত কথ্য রীতির মিশ্রণে রচিত। এই উপন্যাসে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগে যেমন ভাষারীতি সহজ বোধ্য হয়েছে – সর্বশ্রেণীর পাঠকের বোধগম্য হয়েছে, তেমনি এখানে প্রচুর পরিমাণে প্রবাদ-প্রবচন ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ব্যবহারে ভাষাকে জীবন্ত করে তুলেছে। উপন্যাসের (আলালের ঘরের দুলাল) নামকরণও করা হয়েছে প্রবাদের মাধ্যমে। নিচে উল্লেখযোগ্য প্রবাদগুলো[১০৯] তুলে ধরা হলো :

১. ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

(অর্থ : যেখানে শুধু দুঃখ কষ্ট পাওয়া যায়, সেখান থেকে নিস্কৃতি লাভের চেষ্টা।)

ব্রাহ্মণ ব্যাকরণে বিশেষ অজ্ঞ হলেও তিনি টাকার লোভে মতিলালকে ব্যাকরণ শিখাতে এসেছেন। কিন্তু মতিলাল যেমন দুরন্ত তেমনি নচ্ছার। তার অত্যাচার-উৎপীড়নে ব্রাহ্মণ ভাবেন –

'লাভ ঃ পরং গোধ ঃ' – প্রাণ নিয়া টানাটানি–এক্ষণে ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি।

২. থুতকুড়ি দিয়া ছাতু গেলা।

(অর্থ : অল্প পয়সায় বড় কিছু করা।)

মতিলালের ইংরেজি শিক্ষক ঠিক করার জন্য বাবুরাম বাবু বালীতে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাড়ির চাকর হরিকে দু-চার পয়সা দিয়ে একটি নৌকা (পানসি) ভাড়া করতে বলেন। তখন হরি বলে –

> এখন জোয়ার–দাঁড় টানতে ও ঝিঁকে মারতে মাঝিদের কাল ঘাম ছুটবে-গহনার নৌকায় গেলে দুই-চার পয়সায় হতে পারে– চলতি পানসি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয় – এ কি থুতকড়ি দিয়া ছাতু গেলা?

৩. পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

(অর্থ : সঠিক তথ্য না জেনে কাজ করা।)

বাবুরাম বাবু তার ছেলে মতিলালকে ইংরেজি শিক্ষার জন্যে তার বন্ধু বেণীবাবুর বাড়িতে (বালীতে) নিয়ে আসেন। তার কাছে রেখে ছেলেকে পড়াতে বললে বেণীবাবু বলেন –

> ছেলেকে মানুষ করতে গেলে ঘরে-বাইরে তদারক চাই। বাপকে স্বচক্ষে সব দেখতে হয় – ছেলের সঙ্গে ছেলে হইয়া খাটতে হয়। অনেক কর্ম বরাতে চলে বটে কিন্তু এ কর্মে পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয় না।

৪. হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই।

পাঠান্তর : ণ-ত্ব ষ-ত্ব জ্ঞান নেই।

(অর্থ : সাধারণ জ্ঞানের অভাব।)

৫. ভিটেয় ঘুঘু চরানো।

(অর্থ : সর্বশান্ত করা।)

প্রতিবেশীরা মতিলালকে বেণী বাবুর বাড়িতে দেখে ওর সম্পর্কে জানতে চাইলে বেণীবাবু বলেন–

> আমার একটি জমিদার ষণ্ডা কুটুম্ব আছে। ছেলেটিকে স্কুলে ভর্তি করাইবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন– কিন্তু এর মধ্যেই হাড় কালি হইল এমন ছেলেকে তিন দিন রাখিলেই বাটিতে ঘুঘু চরিবে।

৬. যেমন কর্ম তেমন ফল।

(অর্থ : কার্য অনুযায়ী ফল লাভ।)

মতিলাল ও সহযোগীদের পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার পর উক্ত প্রবাদটির যথাযথ প্রয়োগ দেখিয়েছেন লেখক–

ছোঁড়াদের যেমন কর্ম তেমন ফল। এখন জেলে পচে মরুক আর যেন খালাস হয়না।

৭. **উপরে চিকন-চাকন ভিতরে খ্যাড়।**
(অর্থ : বাইরে জাঁকজমক কিন্তু ভিতরে অন্তঃসার শূন্য)

৮. **বাইরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুচোর কীর্তন।**
(অথ: ঘরে দূরাবস্থা কিন্তু বাইরে ঠাঁট বজায় রাখা।)

৯. **আয় বুঝে ব্যয় কর।** (অর্থ : হিসেব করে চলা।)

বাবুরাম বাবু ও অন্য বৃত্তশালীদের বৈষয়িক ক্রটিতুলে ধরতে লেখক উপরিউক্ত প্রবাদগুলো প্রয়োগ করেছেন–

কতকগুলো ফতো বড়ো মানুষ আছে–তাহাদের উপরে চাকন-চিকন, ভিতরে খ্যাড়। বাহিরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুঁচার কীর্তন। আয় দেখে ব্যায় করিতে হইলে যমে ধরে–তাহাতে বাগানও হয়না-বাবুগিরিও চলেনা।

১০. **মাথায় বজ্রপাত হওয়া।**
পাঠান্তর : মাথায় বাজ ভেড়ে পড়া।
(অর্থ : আকস্মিক কিছু ঘটা।)

কোলকাতার জেলে মতিলালের সংবাদ শুনে বাবুরাম বাবুর –

বজ্র ভাঙিয়া মাথায় পড়িল।

১১. **দুধ কলা দিয়া কালসাপ পোষা।**
(অর্থ: দুষ্ট লোককে আদর-যত্ন করে ঘরে পুষলেও সে উপকারীর ক্ষতি করে।)

মতিলাল সম্পর্কেই বেচারাম বাবুরামকে বলছেন–

দুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়া ছিলে। তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিয়া পাঠাইয়া ছিলাম আমার কথা গ্রাহ্য করো নাই ছেলে হতে ইহকালও গেল–পরকালও গেল।

১২. **বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ**
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
(অর্থ : বড়লোকের ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী।)

আর বড়ো মানুষের খোসামোদ করাও বড়ো দায়। কথাই আছে–বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ। কিন্তু লোকে বুঝে না – টাকার এমন কুহক যে লোক লাথিও খাচ্ছে এবং নিকটে গিয়া যে আজ্ঞাও করছে।

১৩. **কড়িতে বুড়োর বিয়ে।**
(অর্থ : টাকা দিয়ে অসম্ভবও সম্ভ[illegible])

মতিলালের টাকা দিয়ে জামিন হওয়া প্রসঙ্গে–

উকিলি ফন্দি, তাতে পূর্বে গড়াপেটা হইয়াছিল–টাকাতে কিনা হইতে পারে? কড়িতে বুড়োর বিয়ে হয়।

১৪. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।
(অর্থ : প্রথমে নিজের মঙ্গল দেখা।)

বাবুরাম বাবু, ঠকচাচা ও অন্যান্যরা কোলকাতা থেকে নৌকা যোগে বাড়ি আসার পথে নদীতে ঝড় ওঠে। ঝড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন–

ঠকচাচা মনে মনে কহেন, চাচা আপনা বাঁচা।

১৫. **বেল পাকলে কাকের কি?**
(অর্থ : অন্যের ঐশ্বর্যে নিজের লাভ নেই।)

নৌকাডুবিতে বাবুরাম বাবুর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ আসলে অনেকেই কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করতে থাকে। এদের কারো কারো মধ্যে কপটতাও লক্ষ্য করা যায়–

বাঞ্ছারাম বাবু তামাক খাচ্ছেন ও হাঁ হাঁ বলছেন–ও কথায় বড়ো আদর করেন না– তিনি ভালো জানেন–'বেল পাকলে কাকের কি?'

১৬. **গরু মেরে জুতো দান।**
(অর্থ : বড়ক্ষতি করে সামান্য কিছু দান করা।)

মতিলালের সঙ্গে মাধববাবুর মেয়ের বিয়ে ধার্য হয়। বিয়ের প্রাক্কালে বেণীবাবু মাধববাবু সম্পর্কে বলেন–

মনিরামপুরের মাধববাবু দাঙ্গাবাজ লোক ভদ্র চালচুল নাই। কেবল গোরু কেটে জুতাদানি।

১৭. **বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।**
(অর্থ : শাসনের দাপটে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে।)

কিন্তু ঐ মাধববাবু সম্পর্কে ঠকচাচার দর্শন ভিন্ন–

মণিরাম পুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি–তেনার নামে বাগে গোরুতে জল খায়–দাঙ্গা-হাঙ্গামের ওক্তে লেঠেল মেংলে লেঠেল মিলবে।

১৮. **শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া।**
(অর্থ : শত্রুকে নিরাশ করা।)

মতিলালের বিয়ে স্থগিতের কথা বললে মতিলালের মা বলেন–

তুমি কেমন কথা বলো-শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ষেটের কোলে মতিলালের বয়েস ষোল বৎসর হইল।

১৯. **যেমন দেবা তেমনি দেবী।**
(অর্থ : সমানে সমান।)

ঠকচাচা ও তার স্ত্রী (ঠকচাচী) সম্পর্কে প্রবাদটি প্রয়োগ হয়েছে এভাবে–

যেমন দেবা, তেমনি দেবী-ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজযোটক।

২০. ওক্ত বুঝে হাত মারা।

তুলনীয় : ঝোপবুঝে কোপ মারা।

(সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।)

ঠকচাচা সব সময় নিজের স্বার্থ বোঝেন। উক্ত প্রবাদটিতে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে–

দেখব মোকে বাবু হরঘড়ি ডাকে– মোর বাত না হলে কোনো কাম করেনা। মুইও ওক্ত বুঝে হাত মারবো। আলোচ্য প্রবাদগুলোতে বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলের চিত্র যেমন পাওয়া যায় তেমনি স্বার্থান্বেষী কিছু চরিত্রেরও দেখা মেলে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শের সমন্বয়ে তার 'দূর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নতুন দ্বারোদঘাটন করে। 'দূর্গেশনন্দিনী' ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপন্যাস লিখেছেন। এসব উপন্যাসে প্রবাদের[১১০] ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

১. বালির বাঁধ বাঁধা।

(অর্থ : ক্ষণস্থায়ী বস্তু।)

"বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে স্বামী নগেন্দ্রের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত হয়েছে এ প্রবাদটির মধ্যে –

তাহার চিত্ত অচলপর্বত আমিই ভ্রান্ত বোধ হয়। তাহার কোন ব্যামোই হইয়া থাকিবে। সূর্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

২. ইটমারলে পাটখেল খাবে।

(অর্থ : উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া।)

হীরা ও বাঁদী কৌশল্যার ঝগড়া প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটি আংশিক ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে–

'পোড়ামুখী! আবাগি! শতেক খোয়ারি!' কোন্দল বিদ্যায় হীরার অপেক্ষা কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাটকেলটি খাইল। (ঐ)

এ উপন্যাসের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন নিম্নোক্ত (৩ সংখ্যক) প্রবাদটি দিয়ে –

৩. চোরের উপর বাটপারি।

(অর্থ : সেয়ানের উপর সেয়ানগিরি করা।)

৪. বানরের গলায় মুক্তার মালা।

(অর্থ : অযোগ্যকে যোগ্যের অধিক মূল্যায়ন।)

কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের মনোভাব –

কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন – আমাকে সূর্যমুখী বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন? (ঐ)

প্রবাদটির মধ্যে বিধবা বিবাহের কুফলের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। নিচের প্রবাদটিতেও একই চিত্র বিদ্যমান –

৫. মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে।

তুলনীয় : মাছের মার পুত্র শোক।

(অর্থ : শত্রুর মৃত্যুতে কপট শোক।)

সূর্যমুখীর মৃত্যু সংবাদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠিকারিনী মনে মনে হাসিবেন, আর বলিবেন–মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে।

৬. যেমন কর্ম তেমন ফল।

(অর্থ : কার্য অনুযায়ী ফল লাভ।)

সূর্যমুখীর মৃত্যুর পর নগেন্দ্র শয়ন গৃহে প্রবেশ করল। ঘুরে ঘুরে ঘরের চারিদিকের সব কিছু দেখতে ছিলেন দেয়ালে টাঙ্গানো একটি চিত্রে সূর্যমুখী লিখে রেখেছে –

যেমন কর্ম তেমন ফল। স্বামীর সঙ্গে সোনারূপার তুলা। (ঐ)

'কৃষ্ণকান্তের উইল'–এর দশম পরিচ্ছেদে রোহিণীকে নিয়ে অনেকগুলো প্রবাদ দেখা যায়। যেগুলো ভ্রমরের চাকরানীদের কথোপকথনে ব্যক্ত হয়েছে–

৭. বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

(অর্থ : দূর্দান্ত ব্যক্তির সাথে দুর্দান্ত ব্যক্তির সম্পর্ক।)

৮. বামন হয়ে চাঁদে হাত।

(অর্থ : অযোগ্যের উচ্চাশা।)

৯. ভিজে বেড়াল।

(অর্থ : ভণ্ড/কপটচারী।)

১০. যেমন কর্ম তেমন ফল।

(অর্থ : কার্য অনুযায়ী ফল লাভ।)

প্রবাদগুলোর প্রয়োগ –

- শোননি! পাড়াসুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে–
- বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! ...
- কি বলিব বৌ ঠাকুরণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত!
- ভিজে বেড়ালকে চিনতে জোগায় না! ...
- যেমন কর্ম তেমন ফল।

১১. সাত রাজার ধন এক মানিক।

(অর্থ : দুর্লভ বস্তু।)

গোবিন্দলাল তার স্ত্রী ভ্রমরকে রোহিণী প্রসঙ্গে নিজের সম্পর্কে বলছে –এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মানিক এখনও ত কেড়ে নেয়নি। (ঐ)

১২. আকাশ হতে পড়া।

(অর্থ : কোনো কিছুতে বিস্ময় প্রকাশ করা।)

মানবীনাথ রোহিণীর চাচা ব্রহ্মানন্দের নামে মিথ্যা মামলা সাজানোর পর –

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল – সেকি! আমার কাছে চোরা নোট। (ঐ)

এরপর গোবিন্দলালকে লেখা ব্রাহ্মনন্দের পত্রে –

১৩. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়।

(অর্থ : প্রধান ব্যক্তিদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ বিপদগ্রস্থ হয়।)

'ইন্দিরা' উপন্যাসে –

১৪.আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া (অর্থ:হঠাৎ বড়লোক হওয়া।)

প্রবাদের প্রয়োগ –

এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। আঙুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।

মনে মনে বাবার কথার উত্তর দিলাম। বলিলাম, আমার প্রাণটা বুঝি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল।

১৫. মরিয়া ভূত হওয়া।

(অর্থ : শেষ হয়ে যাওয়া।)

সুভাষিনী ইন্দিরা রূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে –

ও হাসি-চাহনিতে পুরুষ মানুষ টিকে? মরিয়া ভূত হয়। (ঐ)

১৬. মাথায় বজ্রপাত হওয়া।

(অর্থ : আকস্মিক কোনো বিপদ ঘটা।)

ইন্দিরাকে তার স্বামী গ্রহণ করবে কিনা এমন আশা-নিরাশার দোলাচলে ভুগতেছিল – আমার মাথায় বজ্রঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। (ঐ)

১৭. ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

(অর্থ : অর্থের যোগান দিতে পারলে অনুচরের অভাব হয়না।)

স্বামী উপেনবাবু ইন্দিরাকে কখনও দেখেনি। উপেনবাবু জানে না ইন্দিরা তার স্ত্রী। হঠাৎ পরিচয়ে সে ইন্দিরাকে সাধারণ মেয়ে হিসেবেই পছন্দ করে ফেলে। তখন ইন্দিরা বলে – প্রাণ আমার কণ্ঠাগত,তবু আমি এক রাশি হাসি হাসিয়া বলিলাম-পোড়া কপাল! ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি? (ঐ)

১৮. তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা।

(অর্থ : অত্যাধিক রাগান্বিত হওয়া।)

ঠাট্টাচ্ছলে কামিনী পিয়ারী ঠাকুরাণীকে জাতের কথা বললে – তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কামিনীকে ব্যঙ্গচ্ছলে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। (ঐ)

১৯. যার কর্ম তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।

(অর্থ : যে যে কাজে পটু তার পক্ষে যা সহজ, অন্যের পক্ষে তা কঠিন।)

শ্যাম নবাবী ফৌজের আসার কথা বললে বড় ভাই রাম মৃন্ময়ের কথা বলে। তখন শ্যাম বলে – তুমিও যেমন দাদা! পরের কি কাজ? যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। (সীতারাম)

২০. বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম।

(অর্থ : তরুণীর সংসর্গ বৃদ্ধের জন্য ক্ষতিকর।)

বালিকা চঞ্চল কুমারীর কথার প্রতি-উত্তরে মহারাণা রাজসিংহ বলছেন –

কথা তত অশ্রদ্ধেয় নহে। শাস্ত্রেবলে 'বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম। (রাজসিংহ)

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক হলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত একটি উপন্যাস। এটি কারবালার বিষাদাত্মক ও মর্মন্তুদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। ভাষার লালিত্য ও কাহিনীর বিশালতায় একে গদ্য মহাকাব্য বলা হয়ে থাকে। এ গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ[১১১] নিচে তুলে ধরা হলো :

১. অন্ধের যষ্টি।

(অর্থ : একমাত্র সম্বল।)

পুত্র এজিদের মন খারাপ দেখে মাবিয়া তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন –

তুমি আমার অন্ধের যষ্ঠি, নয়নের পুতলি, মস্তকের অমূল্য মণি ... সকল কথা মন খলিয়া আমার নিকট কী জন্য প্রকাশ কর না?

২. **মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া।**
(অর্থ : আকস্মিক বিপদ ঘটা।)

৩. **আকাশ কুসুম।**
(অর্থ : অবাস্তব কল্পনা।)

আব্দুল জবক্ষার তার স্ত্রী জয়নবকে তালাক দেবার প্রাক্কালে –

আব্দুল জবক্ষারের মস্তকে যেন সহস্র অশনির সহিত আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তাহার আকাশ-কুসুমের আমূল চিন্তা বৃক্ষটি এক কালে নির্মূল হইয়া গেল।

৪. **আজ মরলে কাল দুইদিন।**
পাঠান্তর : আজ গেলে কাল দুই দিন।
(অর্থ : সময় অত্যন্ত দ্রুতগামী-কারো জন্য অপেক্ষা করেন।)

সময় সম্পর্কে লেখকের উক্তি –

সময় যাইতেছে। যাহা যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিতেছে না। আজ যে ঘটনা ঘটিল, কাল তাহা দুইদিন হইবে।

৫. **ঋণের শেষ, অগ্নিশেষ, ব্যাধির শেষ ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই।**
(অর্থ : ক্ষতিকর জিনিস কখনও জিয়িয়ে রাখতে নেই।)

ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক উক্ত প্রবাদটি 'বিষাদসিন্ধু'র দ্বাদশ প্রবাহের শুরুতেই প্রয়োগ করেছেন –

ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ ও শত্রুর শেষ থাকিলে মহাবিপদ। পুনরায় তাহা বর্ধিত হইলে আর শেষ করা যায় না।

চতুর্দশ প্রবাহে এর আংশিক প্রয়োগ দেখা যায়। এজিদ ইমামের বংশ নির্বংশ করার জন্য জয়নালকে উদ্দেশ্য করে বলছে –

আমার নামে খোৎবা পড়িবে, আমাকে রাজা বলিয়া মান্য করিবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। ঘটনাক্রমে তাহা ঘটিল না, কাজেই শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।

৬. **যেমন কর্ম তেমন ফল।**
(অর্থ : কার্য অনুযায়ী ফল লাভ।)

মায়মুনা কর্তৃক ইমাম হাসান বিষ প্রয়োগে মারা যান। এরপর মায়মুনা পুরস্কারের লোভে এজিদের দরবারে গেলে এজিদ পুরস্কারের বদলে তাকে শাস্তি প্রদান করে। তখন –

সভাস্থ সকলেই 'যেমন কর্ম তেমন ফল' বলিতে বলিতে সভা ভঙ্গের বাদ্যের সহিত সভাভূমি হইতে বহির্গত হইলেন।

৭. **অর্থই অনর্থের মূল।**
(অর্থ : টাকা-পয়সাই অনিষ্টের মূল কারণ।)

টাকার লোভে এজিদের নির্দেশে সিমার ইমাম হোসেনের শির কর্তিত করে দামেস্কের পথে রওনা দেয়। সে শির হাতে করে নিয়ে যাবার সময় লেখক সিমারের উদ্দেশ্যে বলে –

এ শিরে তোমার স্বার্থ কী? খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কী? অর্থ? হায়রে অর্থ? হায়রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল।

৮. **কপালের লেখন না যায় খণ্ডন।**
(অর্থ : ভাগ্যের যা লেখা থাকে তা খণ্ডানো যায় না।)

জয়নাল ও অন্যান্য বন্দিকে উদ্ধার করার জন্য প্রাক্কালে মোহাম্মদ হানিফা বলছেন – যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতের লেখা খণ্ডন করিতে কাহারো সাধ্য নাই।

৯. **ধরো তরবার মারো কাফের।**
তুলনীয় : ধর তক্তা, মারো পেরেক।
(অর্থ : দ্রুত গতিতে কোনো কাজ করা।)

মোহাম্মদ হানিফা সহযোদ্ধাদের বলছে–

ভাই! পরে শুনিব, কথা পড়ে শুনিব। এখন ধর তরবার, মারো কাফের–তাড়াও ওলীদ।

১০. **খারাপ কথা বাতাসের আগে যায়।**
(অর্থ : খারাপ কথার প্রচার বেশি।)

এজিদের বধ্যভূমিতে ওমর আলির প্রাণদণ্ড সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য–

কথা গোপন থাকিবার নহে। বিশেষ মন্দ কথা বায়ুর অগ্রে অগ্রে অতিগুপ্ত স্থানেও প্রবেশ করে।

১২. **বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়া।**
(অর্থ : অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটা।)

এজিদকে বন্দি করে মোহাম্মদ হানিফা বীরবেশে দামেস্কে নগরে প্রবেশ করছিলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন –

পথিক পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম হেতু লোকালয়ে আসিতেছে, ত্রস্তে পদবিক্ষেপ করিতেছে–কত কথাই মনে উঠিতেছে। চক্ষের পলকে কথা ফুরাইয়া গেল, বিনামেঘে বজ্রাঘাত সদৃশ হানিফার অস্ত্রে জীবন লীলা পথিমধ্যেই সঙ্গে হইল।

১১. **পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।**
(অর্থ : পতনের পূর্বে অনেকে বেশি বাড়াবাড়ি করে।)

যুদ্ধক্ষেত্রে মোহাম্মদ হানিফার সৈন্য জাফর এজিদের সৈন্যদের যুদ্ধে আহবান করলে জনৈক সৈন্য শিবির থেকে বেরিয়ে এসে তাচ্ছিলের সঙ্গে বলে–

পিপীকিার পালক যে জন্য উঠিয়া থাকে, তাহা তোদের ভাগ্যে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান অবিস্মরণীয়। তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের দিক পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বঙ্কিম পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে যে নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে তার প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস সাহিত্যে অতি আধুনিকতা ও সুক্ষ্মতর মনোবাস্তবতার সুর প্রবর্তন হয় তার হাত থেকেই। তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদগুলো[১১২] নিচে তুলে ধরা হলো :

১. **বিষ নাই তার কুলপানা চক্কর।**
(অর্থ : ফাঁকা আওয়াজ/অসারের তর্জন-গর্জন।)

২. **সাপের হাঁচি বেদে চেনে।**
(অর্থ : অভিজ্ঞ লোক লক্ষণ দেখেই বস্তু চিনতে পারে।)

'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে উপরিউক্ত প্রবাদ দুটি লেখক ভেঙে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন–

> প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খাইয়া খাইয়া। বিষম ফুলিয়া উঠিল সেই জোকের পুত্র আজ মাথা খুড়িয়া খুড়িয়া মাথাটা কুলোপনা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মতো চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমার পুরুষানুক্রমে রাজাসভায় ভাড় বৃত্তি করিয়া আসিতেছে, আমরা বেদে, আমরা জাত সাপ চিনি না?

প্রবাদ দুটির মধ্যে তৎকালীন রাজাদের বংশ পরম্পরার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

৩. **ভিটেয় ঘুঘু চরানো।**
(অর্থ : সর্বশান্ত করা।)

উদয়াদিত্য কারাগারে যাবার ব্যাপারে সীতারামও দায়ী ছিল। এ কথা শোনার পর– বসন্তরায়ের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি সীতারামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। (ঐ)

এ প্রবাদটিতে মানব চরিত্রে দ্বৈত নীতির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

৫. **সাপের পাঁচ পা দেখা।**
(অর্থ : অতিশয় স্পর্ধিত হওয়া।)

৬. **পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।)**
(অর্থ : পতনের পূর্বে অনেকের বেশি বাড়াবাড়ি করে।)

রুক্মিনী রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রহরীদের গাফলতি সম্পর্কে ভর্ৎসনা করে–

> পোড়ামুখোরা আমার কথায় কান দিলিনে? রাজার বাড়ি চাকুরী কর, তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে, তোমরা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ? পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে। (ঐ)

৭. **মাথায় বজ্রপাত হওয়া।**
পাঠান্তর : বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়া।
(অর্থ : আকস্মিক কোনো বিপদ ঘটা।)

এ প্রবাদটি অন্যান্য উপন্যাসেও দেখা যায়। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'-এর শেষাংশে রমাই ভাঁড় বিভা সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে–

> বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রাঘাত হইল। সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসে কমলা শৈলকে তার অন্তর্ধান সম্পর্কে বলছে–

> তখন আমার কোনো কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিলনা। হঠাৎ মাথায় এমন বজ্রাঘাত হইয়াছিল যে, লজ্জায় তোমার কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না।

'চোখের বালি'তে' আশা স্বামী মহেন্দ্রকে চিঠিতে তার দুঃখ বেদনার কথা জানিয়েছে। এ প্রবাদটির মধ্য দিয়ে সে দুঃখ জ্বালা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে–

> তুমি নিজেই আমার কোন গুণে ভুলিলে প্রিয়তম, কী দেখিয়া আমার এত আদর বাড়াইলে। আর আজ বিনা মেঘে যদি বজ্রপাতই হইল, তবে সে বজ্র কেবল দগ্ধ করিল কেন।

৮. **মাথা মুড়ে ঘোল ঢালা।**
(অর্থ : অপমান করা।)

রমাই ভাঁভের অপমানজনক কথার পর রামমোহন অত্যন্ত রেগে যায়। বলে –

> আমার মা-ঠাকুরুণকে বেটা অপমান করিল উহার হইয়াছে কী, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব। (বউ ঠাকুরাণীর হাট)

'চোখের বালি' উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে একটি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ (বাগধারা) দিয়ে।

এ উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদ –

৯. **চাঁদকে ছেড়ে মেঘের দরবারে।**
(অর্থ : ভালোকে ছেড়ে মন্দের কাছে।)

১০. **বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো।**
(অর্থ : অপাত্রে মূল্যবান জিনিস দান করা।)

আশার স্বামী মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক। এজন্য আশা বিনোদিনীকে ডাকতে আসে। তখন বিনোদিনী বলে –

> এ কী আশ্চর্য। চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দরবারে। আশা কহিল, তোমার ওসব কবিতার কথা আমার আসেনা ভাই, কেন বেনা বনে মুক্তা ছড়ানো।

১১. নুন খেয়ে নিমক হারামি করা।

(অর্থ : উপকারীর অপকার করা।)

এ প্রবাদটি লেখক ভেঙে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। আশা খাবার পরিবেশন করছে। ঘন্ট কম হওয়ায় বিহারী আশাকে কৃপণ বললে তখন রাজলক্ষ্মী বলে – দেখো তো বউমা, বিহারী তোমারই নুন খাইয়া তোমারই নিন্দা করিতেছে।

১২. মরার বাড়া গাল নাই।

(অর্থ : চরম দূর্দশার পর আর অধিক অমঙ্গল হতে পারে না।)

'গোরা' উপন্যাসে বিনয়ের কথার প্রতি উত্তরে গোরা বলছে–

আর তারপরে – মরার বাড়াতো গাল নেই ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো ভাগারে গিয়ে মরবে, তোমার আচার বিচার কিছুই থাকবে না।

১৩. কাকস্য পরিবেদনা।

(অর্থ : কপট পরিতাপ।)

বিনয় চলে যাবার পর বিনয়ের মূল্যায়ন করছে মহিম–

সেই সময়ে জোরজার করে কোনো মতে শশিমুখীর সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে কোনো কথাই থাকত না। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বলিবা কাকে। (ঐ)

১৪. চোরের উপর বাটপারি।

(অর্থ : চোরের ধন চুরি করা/সেয়ানের উপর সেয়ান গিরি।)

কুমু তার দাদার চিঠি সম্পর্কে মোতির মাকে জিজ্ঞেস কররে সে চুপিসারে –

আপিস ঘরে গিয়ে চিঠির দেরাজটা টানতে গিয়ে দেখলে সেটা চারিদিকে বন্ধ। অতএব এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করাবার রাস্তা আটক রইল। (যোগাযোগ)

১৫. সাত পাকের বিয়ে একুশ পাকে ও খোলেনা।

(অর্থ : যা কোনো অবস্থাতেই ছিন্ন হয়না।)

উক্ত প্রবাটির ব্যবহার –

–সত্যি করে বলোভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

–তা পছন্দ না হলেই বা কি, সাত পাকে যখন ঘুরেছে তখন একুশ পাক উল্টো ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না। (ঐ)

১৬. শিমুল কাঠ হোক আর বকুল কাঠই হোক যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারা একই।

(অর্থ : বাহ্যত অনেক কিছুতে পার্থক্য থাকলেও মূলে কোনো পার্থক্য নেই।)

'শেষের কবিতা' উপন্যাসে অমিত এবং লাবণ্যের কবিতার বিষয়বস্তু মিলে গেলে তখন অমিত বলে –

আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগতি হয়নি। শিমূল কাঠ হোক আর বকুল কাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারা একই।

১৭. টাকের মাথায় চিরুনি চালাবার চেষ্টা।

(অর্থ : অবাস্তব চিন্তা।)

'চার অধ্যায়'-এ তৃতীয় অধ্যায় এলী পালিয়ে প্রেমিক অতীনের কাছে চলে আসে। অতীন তখন ভালোবাসার কথা বললে এলী অজুহাত দেখায়। তখন অতীন ঠাট্টাচ্ছলে বলে –

হায়রে, টাকের মাথায় চিরুনি চালাবার চেষ্টা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে শরৎচন্দ্র হচ্ছেন অপরাজের কথাশিল্পী। উপন্যাস সাহিত্যে যুগ পরিবর্তনের জন্য তার খ্যাতি সমধিক। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে যারা অবহেলিত অপাংক্তেয় ছিল শরৎচন্দ্রই সর্ব প্রথম তাদের তাঁর উপন্যাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রামীণ জীবনের নানা কদাচার, সমাজ প্রধানদের অন্যায় আধিপত্য, জমিদারদের শোষণ-নির্যাতন বর্ণ বৈষম্য এবং মানুষের আত্মার অবমাননাকে শরৎচন্দ্র দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর উপন্যাসে চিত্রায়িত করেছেন। লোকজীবনমুখী এসব উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদেও[১১৩] পাওয়া যায় সমাজের বাস্তব চিত্র।

১. কপালের লিখন না যায় খণ্ডন।

(অর্থ : অদৃষ্টে যা আছে তা ঘটবেই।)

'পরিণীতা' উপন্যাসে শেখর ও তার মায়ের মধ্যে কথাবার্তা হয় ললিতার বিয়ে নিয়ে। ভাগ্যের অনিবার্যতার কথাই ফুটে উঠেছে উক্ত প্রবাদটির মধ্য দিয়ে –

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া তিনি নিজের চোখ দুটি আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কপাল শেখর, কপাল। এই কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারেনা–কার আর দোষ দেই বল।

২. ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানো।

(অর্থ : অকারণে বিপদ মাথায় নেওয়া।)

এ প্রবাদটি 'পল্লী সমাজ' এর দু'জায়গায় এবং 'বৈকুণ্ঠের উইল'- এ ব্যবহৃত হয়েছে। 'পল্লীসমাজ'-এ ব্যবহৃত প্রবাদটিতে সমাজের মানুষের স্বার্থপরতার দিক ফুটে উঠেছে–

গ্রামে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। মশা তাড়াবার জন্য ঝোড়-জঙ্গল কেটে পরিস্কার করা প্রয়োজন–

কিন্তু পরের ডোবা বুজাইয়া একং জমির জঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে।

'বৈকুণ্ঠের উইলে' নিমাই বলছে–

একটা মস্ত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়ালুম। ওদিকে শিবতুল্য মনিব আমার কাঁদা-কাটা করছেন– আমার কি কোথায় থাকবার জো আছে। তাছাড়া দরকার কি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে।

৩. গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

(অর্থ : গোপনে ক্ষতি করে বাইরে ভালো ব্যবহার দেখানো।)

চন্দ্রনাথের সাথে তার খুড়া মনিশংকরের মনান্তর হলে তিনি মানঃক্ষুন্ন হয়ে বলেন –

বাবা, তোমরা কলকাতায় থেকে বি.এ.এম.এ পাস করে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়েছো, আমরা কিন্তু সেকালের মুর্খ, আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিশ খাবেনা। এই দেখনা কেন, শাস্ত্রকারেরাই বলেছেন, যেমন, গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা। (চন্দ্রনাথ)

প্রবাদটিতে চন্দ্রনাথের খুড়া মণিশংকরের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪. মড়ার উপর খাড়ার ঘা।

(অর্থ : ক্ষতিগ্রস্থের আরো ক্ষতি করা।)

'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ দেখা যায়–বিনোদ গোকুলের কাছে থেকে নানা ছলে টাকা নিত। তার স্ত্রী এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও বিনোদ এতে কান দেয়নি একদিন গোকুল ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিমাতাকে নানা কথা শোনায়–

তোমাকে ভাল মানুষ বলেই জানতুম মা, তুমিও কম নয়! মেয়ে মানুষের জাত টাই এমনি! বলিয়া তাহাকে মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। এখানে প্রবাদটির যেমন সার্থক প্রয়োগ হয়েছে তেমনি বিমাতা ভবানীর অন্তরে গোকুল যে, খাড়ার ঘা (কথার আঘাত) দিয়েছে তার চিত্রও সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

৫. বরের ঘরের মাসি, কণের ঘরের পিসি।

(অর্থ : দু'পক্ষেই সম্ভাব/সুবিধাবাদী।)

এ প্রবাদটির মধ্য দিয়ে সুবিধাবাদী শ্রেণীর চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে–

কিন্তু তোমাদের আড়তের ঐসব চক্কোত্তি-ফক্কোত্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা হচ্ছে–বরের মাসি কণের পিসি, বুঝলেনা মা! ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয় ত আমার নামই নিমাই রায় নায়। (ঐ)

৬. পরের ধনে পোদ্দারী।

(অর্থ : পরের অর্থ যথেষ্ট ব্যয় করে বড় মানুষী দেখানো।)

এ উপন্যাসের অন্যত্র গোকুলের বিমাতা বাড়ির কর্তী হিসেবে সকলের উপস্থিতিতে তার দোকান এবং ধন সম্পদ সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট কথা বলেন। তিনি চলে যাবার পর গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায় ব্যঙ্গ করে বলেন –

একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারী। হুকুম দেবার ঘটাটা একবার দেখলে বাবাজী।

৭. ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়।

(অর্থ : কারো ক্ষতি করলে সে তার প্রতিশোধ নেবে-এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।)

গোকুলের বৌ ও তার মা ভবানী (শ্বাশুড়ি) এর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে বধূ স্পষ্ট শ্বাশুড়িকে দোষারোপ করে–

ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়, তাতে রাগ করলে চলে না মা। (ঐ)

প্রবাদটির মধ্যে বৌ-শাশুড়ির চিরকালীন দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠেছে।

৮. বামন হয়ে চাঁদে হাত।

(অর্থ : অযোগ্যের উচ্চাশা।)

'অরক্ষণীয়া'-তে উক্ত প্রবাদের ব্যবহার –

স্বর্ণ কহিলেন, দেখলি ছোট বৌ, আস্পর্ধা! একেই বলে বামন হয়ে চাঁদে হাত।

৯. কিলায়ে কাঁঠাল পাকা করা।

(অর্থ : অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা।)

ছিনাথ বহুরূপী শ্রীকান্তদের বাড়িতে বাঘ সেজে আসলে বাড়ির সবাই ভড়কে যায়। তাড়াহুড়া করে ভট্টাচার্য মশাই পালাতে গিয়ে অন্ধকারে চোর মনে করে বাড়ির পাহারাদারদের হাতে ধরা পড়ে মার খায়। পরবর্তীতে ছিনাথের ছদ্মবেশ খুলে গেলে ভট্টাচার্য মশাই রাগান্বিত হয়ে তার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা দিয়ে বলেন–

এই হারামজাদা বজ্জাত বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হোগিয়া। খেট্রা শালার ব্যাটারা আমাকে কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া। (শ্রীকান্ত : ১ম পর্ব)

১০. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

(অর্থ : উপস্থিত সুযোগ হাত ছাড়া করা।)

শ্রীকান্তের সন্ন্যাস জীবনের সুযোগ-সুবিধা কথা উক্ত প্রবাদটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে–

এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম এবং টিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসী লীলার অবসানে উত্তরাধিকার সূত্রে টাট্টু এবং উট-দুটা যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে সংশয় নাই। যাক, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই। (ঐ)

১১. মাথায় বাজ ভেঙে পড়া।

(অর্থ : আকস্মিক বিপদ ঘটা।)

দেবদাসের সাথে পার্বতীর বিয়ের প্রস্তাব দিলে দেবদাসের অভিভাবক পক্ষ তা নাকচ করে দেয়। তখন পার্বতী চিন্তা করতে থাকে–

কিন্তু যাহার জন্য পিতা এত বড় কথাটা বলিলেন, তাহার যে মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল। ছোটবেলা হইতে তাহার একটা ধারণা ছিল যে, দেবদাসের উপর তাহার একটু অধিকার আছে। (দেবদাস)

১২. কাকস্য পরিবেদনা।

(অর্থ : কপট সমবেদনা।)

হর-রকমের ব্যাধি-পীড়ায় লোক উজার হয়ে গেল কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। (ঐ) আলোচ্য প্রবাদটির মধ্যে লোক দেখানো জনসেবার মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।

১৩. বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই।

(অর্থ : বড় জিনিসের ভাল-মন্দের বিচার নেই।)

'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বন্দনা বিপ্রদাসকে বলছে-

মিথ্যে দাড়িয়ে থাকবেন কেন, আমার কাছে বসুন। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, আপনার জাত যাবে না।

১৪. কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।

(অর্থ : নিঃস্ব/সঙ্গতিহীন।)

'শুভদা' উপন্যাসে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে নিম্নবৃত্তের দারিদ্রতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে –

ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণ পিসিমা বললেন আর কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।

১৫. শুলবিদ্ধ বিষধর।

(অর্থ : যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যে কিছু করতে পারেনা।)

বিরাজের স্বামীর কাছে অন্য মেয়ের খবর শুনে বিরাজের মন খারাপ হয়ে যায়। তার অবস্থা যেন –

শুলবিদ্ধ দীর্ঘ বিষধর, শুলটাকে নিরন্তর দংশন করিয়া করিয়া শ্রান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়া যেভাবে চাহিয়া থাকে, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ, অথচ তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। (বিরাজবৌ)

১৬. মেঘে ঢাকা চাঁদ।

(অর্থ : যা সহজে চোখে পড়ে না।)

উপেন্দ্র ও কিরণময়ীর গোপন সম্পর্কের কথা উক্ত প্রবাদটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে – মেঘে ঢাকা চাঁদ চোখে না দেখা গেলেও চারিদিকে ঝাপসা জ্যোৎস্নার ইঙ্গিতে আসল বস্তুটা যেমন জানা যায়, এই দুটি নর-নারীর গোপন সম্বন্ধটাও এতক্ষণ পর্যন্ত ততটুকু মাত্রই আড়ালে ছিল। (চরিত্রহীন)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৭১)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র যুগের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁর উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্ব, যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে কৃষি সভ্যতার বিরোধ, জমিদার-বৃত্তশালীদের সঙ্গে গরীব চাষীর বিরোধিতা, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ–দাঙ্গা, দূর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের নির্লজ্জ বিস্তার–এ সবের মাঝেই গোটা মানুষের অভ্যুদয় নিপূণভাবে উপস্থাপিত।

নিচে তারাশঙ্করের 'অভিযান' উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদের[১১৫] সামাজিক চিত্র তুলে ধরা হলো :

১. আজ রাজা, কাল ফকির।

(অর্থ : সময়ের গতিতে সব কিছুই পরিবর্তিত হয়।)

নরসিং নিজের বংশ মর্যাদার কথা চিন্তা করার সময় দিল্লীর বাদশাহের বংশধরদের কথা মনে করে –

দিল্লীর বাদশাহের বংশধররা রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছিল, তারা সেখানে নাকি জুতোর দোকানে কাজ করতে। আজ রাজা, কাল ফকির। কালের গতিকই এই।

২. মানুষের দশ দশা, কখনও হাতি কখনও মশা।

(অর্থ : মানুষের অবস্থা পরিবর্তনশীল।)

নরসিংদের বাড়িতে আগুন লাগার পর–

দিদিরা বলেছিল–'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতি কখনও মশা– কখনও অবস্থা ভালো থাকে, কখন মন্দ হয়। যখন মন্দ হয়, তখন হীরা বেচতে হয় জিরার দামে, সোনা যায় সীসার কদরে, মতির হার পুঁতির মালার মত বিকিয়ে যায়।

৩. সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

(অর্থ : অতীতের জাঁকজমকময় শাসক ও তাদের ঐতিহ্য কোনোটিই নেই।)

মেরী নীলিমা দাস নরসিংদের বংশগৌরবে প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটি বলছিল।

৪. অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী না পায় বর।
(অর্থ : অহংকারের ফলে ভালো জিনিসেরও ভাগ্য খারাপ হয়।)

ফটকি ছিল সুন্দরী মেয়ে। বিয়ের পর তার স্বামী মারা যাওয়া প্রসঙ্গে–
'অতিবড় ঘরন্তি না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী না পায় বর–প্রবাদ বাক্যটা ফলে গেল ফটকির কপালে, বছর পার না হতেই ফটকি বিধবা হলো।

৫. সাত ঘাটের জল খাওয়া।
(অর্থ : নানা পরিবেশে থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা।)

উক্ত প্রবাদটি একটু ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে নরসিংহের জীবনাভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে– গিরবরজা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক নতুন আক্কেল হয়েছে তার।

৬. সিংহ কখনও রোগা জানোয়ার খায় না।
(অর্থ : উচ্চবংশীয়রা দরিদ্র হলেও উচ্চতর চাল-চলন মেনে চলার চেষ্টা করে।) নরসিং তথা গিরবরজা সিংদের অতীত ঐতিহ্য প্রসঙ্গে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে
একটা প্রবাদ আছে যে, পশুরাজ সিংহ কখনও রোগা জানোয়ার খায়না। গিরবরজার সিংরা সে প্রবাদ মেনে চলত।

৭. বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।
(অর্থ : যে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া কষ্টকর।)

এ প্রবাদটিতে পুলিশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে–
কিন্তু হঠাৎ পুলিশ দেখলেই চমকে ওঠাটা এখনও যায় নাই। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। আবার কোথা দিয়ে কিভাবে কোন সূতো যে টেনে বার করবে কে জানে!

৮. সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।
(অর্থ : উভয় কুল রক্ষা।)

নরসিং উকিলের শরণাপন্ন হলে উকিল সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন–
মানে, সাপও মরে লাঠিও ভাঙেনা–এমনকি পথ থাকতে পারে?

৯. মাছের তেলে মাছ ভাজা।
(অর্থ : কোনো জিনিসের আনুষঙ্গিক লাভ থেকে কাজ চালানো।)

ঐ একই প্রসঙ্গে নরসিং একটা উপায় বাতলালে উকিল সাহেব উৎফুল্ল হয়ে বলেন – কনট্রাক্ট আমাদের থাকলে ইউ উইল বি লাইফ ফ্রায়িং এ হিলসা ফিস। মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়ে যাবে।[১১৪]

'হাঁসলী বাঁকের উপকথা'য় ১০. কথার মত কথা (অর্থ : মূলবান কথা) প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার – একটা কথার মত কথা বলেছে বটে।

"কালিন্দী"তে ১১. অধিকন্তু ন দোষায় (অর্থ : প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি হলে কোনো দোষ হয়না।)-এর ব্যবহার–
দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তারেরা বলেন বটে, আর হজমের গোলমাল হবে না, আমি মশায়, অধিকন্তু ন দোষায় ভেবে আফিং খানিকটা করে আরম্ভ করেছি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রোমান্সধর্মী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় অন্যতম। সাধারণ মানুষ, প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম–মুখ্যত এই তিনটি উপাদানে তার সাহিত্যিক মানস গঠিত। প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী, পল্লী প্রকৃতি ও পল্লী প্রধান বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রাঙ্কন তার উপন্যাসের বিশেষত্ব। তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাসে মানব জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে একসূত্রে গ্রোথিত করেছেন।

তাঁর "পথের পাঁচালী"[১১৬] উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ :

১. বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।
(অর্থ : শাসনের দাপটে পূর্ণ শান্তি বিরাজ।)

পথ চলতে চলতে অপু ও তার বাবা হরিহর দু'ধারের বিভিন্ন দৃশ্য দেখছিল। হঠাৎ ইংরেজদের নীলকুঠি চোখে পড়তেই তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা মনে হয় হরিহরের– যে প্রবল-প্রতাপ সাহেবের নামে এক সময় এ অঞ্চলে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত,' আজকাল দু'একজন অতি বৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্যন্ত কেহ জানে না। প্রকৃতি বা কাল কাউকে ক্ষমা করেনা। তার অমোঘ পরিণতির কথাই প্রবাদটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

২. বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।
(অর্থ : ব্যবসাতেই উন্নতি।)

ছোট্ট অপুর কাছে দীনু পালিত ও রাজু রায় গল্প করে। সে গল্প শুনতে অপুর বেশ ভালো লাগে। এ প্রসঙ্গেই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে–
রাজুরায় মহাশয় 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কিভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সেই গল্প করিতেন।

৩. পিঠের ছাল তোলা।
(অর্থ : বেদম প্রহার করা।)

অপু ও তার বোন দূর্গা প্রথম বাড়ির বাইরে বের হয়। তারা বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে দেখতে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে চলে যায়। একদিকে দেখার দুর্নিবার নেশা, অন্যদিকে মায়ের প্রহারের ভয়। তাই দূর্গা হেসে অপুর দিকে তাকিয়ে বলে– মা টের পেলে কিন্তু পিঠের ছাল তুলবে।

৪. আকাশ-পাতাল তফাত।
(অর্থ : বিস্তর পার্থক্য।)

অপু তার বাবার সঙ্গে ভিন গ্রামের বধূদের বাড়িতে এসেছিল। বধূ তাকে নানা রকমের মিষ্টান্ন খেতে দিল। এত সুন্দর সুন্দর খাবার খেয়েও অপুর মনে হলো– এ মোহনভোগ আর মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ–পাতাল তফাত।

৫. চোরের মারই ওষুধ/চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই।
পাঠান্তর : মাইরের উপর ওষুদ নাই।
(অর্থ : দৈহিক নির্যাতনে ঔষধের মতো কাজ হয়।)

সিঁদুরের কোটা চুরির অপরাধে দুর্গাকে প্রহার প্রসঙ্গে–
'চোরের মারই ওষুধ'–দিয়ে দাও এখুনি, মিটে গেল ... তোমরা ওকে চেনোনি এখনো। চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই।

৬. হাড় জুড়ানো।
(অর্থ : শান্তি পাওয়া।)

সেজ ঠাকুররুণ দুর্গাকে পুঁতির মালা চুরির অপবাদ দিলে অপমানে দুঃখে দুর্গার মা দুর্গাকে প্রহার করতে থাকে–
আপদ-বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে মলে তো আপদ চুকে যায়– মরেও না যে বাঁচি-হাড় জুড়ায়।
দারিদ্রতার কশাঘাতে নিম্নবৃত্তের অসহায়ত্বের কথাই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

৭. তীর্থের কাক।
(অর্থ : অন্যের কাছে কিছু পাবার প্রত্যাশা।)

এ প্রবাদমূলক বাক্যাংশটিতে অপুর পাঠ অনুরাগের কথা ব্যক্ত হয়েছে। অপু 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা পড়তে ভালো বাসত–
যাহার জন্য বৎসর খানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মতো অধীর আগ্রহে ভূবন মুখুর্জেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাক বাক্সটার কাছে। পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবার হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত।

৮. আকাশ থেকে পড়া।
(অর্থ : অপ্রত্যাশিত ঘটনা।)

"আরণ্যক" উপন্যাস এ প্রবাদটির ব্যবহার–
বেলা পড়িয়া আসিতেছে, এখনই রওনা হওয়া দরকার। ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো একেবারে আকাশ হইতে পড়িল।[১১৭]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম সমধিক পরিচিত হলেও তিনি একজন ঔপান্যাসিকও। তাঁর উপন্যাসগুলো জীবনধর্মীতায় অনন্য। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রবাদ-প্রবচন লক্ষ্য করা যায়। নিচে (উপন্যাস ভিত্তিক) উল্লেখযোগ্য প্রবাদগুলো[১১৮] তুলে ধরা হলো :

বাঁধনহারা

১. নিজের চরকায় তেল দেওয়া।
(অর্থ : নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া।)

২. যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই।
(অর্থ : যার কাজ সে উদাসীন কিন্তু অন্যরা চিন্তায় অস্থির।)

সোফিয়ার বিয়ে নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবেনা। 'তুই নিজের চরকায় তেল দে। ... আমার বরের ভাবনা নিয়ে তোকে আর ভাবতে হবেনা লো; তুই 'নিজের চরকায় তেল দে'। যার বিয়ে তার ঘুম নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই।

৩. কত ধানে কত চাল।
(অর্থ : প্রকৃত ব্যাপার।)

পড়তেন জাঁহাবাজ হাতে তবে বুঝতেন, কত ধানে কত চাল।

৪. পিপঁড়ে চিপে গুড় বের করা।
(অর্থ : অতিশয় কৃপণ।)

তাদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল হলেও বড্ডকৃপণ-নাকি পিঁপড়ে চিপে গুড় বের করে।

৫. চুরিকে চুরি উল্টো সিনাজুরী।
তুলনীয় : চোরের মার বড় গলা।
(অর্থ : দোষী ব্যক্তির নির্দোষ হওয়ার হাঁকডাক।)

আহা লজ্জা করেনা এসব বেহায়াদের? এ যেন চুরিকে চুরি উল্টো সিনাজুরী।

৬. আপন ভিটের কুকুর রাজা।
(অর্থ : নিজ গৃহে সবাই সাহসী হয়।)

ঐ কি বলেনা, 'আপনার ভিটায় কুকুর রাজা।

৭. মুখ টিপলে দুধ বেরোয়।
(অর্থ : অর্বাচীন ব্যক্তি/অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়ে।)

আমরাও দেখে আসছি সাত চড়ে থুবরো মেয়ের রা বেরোয় না, আর আজকালকার এই কলিকালের কচি ছুঁড়িগুলো-যাদের মুখ টিপলে এখনো দুধ বেরোয়, তাদের কিনা সবতাতেই মোড়লী।

৮. মা মরে মাসি ঝুরে।
(অর্থ : আপনজনকে রেখে পরের প্রতি মায়া দেখানো।)

'মা মরে মাসি ঝুরে'-কথাটা একদম ভুয়ো বলে মনে হয় না।

৯. **কত কত গেল রথি, ইনিএলেন আবার চকরবর্তী।**

তুলনীয় : হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।

(অর্থ : বড়ব্যক্তিরা যে কাজ সমাধা করতে পারেনা, সামন্যব্যক্তির সেই কাজ করার হাস্যকর চেষ্টা।)

যার গোঁফ আছে তিনি তাতে চাড়া দিয়ে বলবেন, কত কত গেল রথি, ইনি এলেন আবার চকরবর্তী।

১০. **নির্গুণ সাপের কুলোপানা ফণা।**

পাঠান্তর : বিষ নাই তার কুলোপানা চক্কর।

(অর্থ : ফাঁকা আওয়াজ।)

একেই বলে – 'নির্গুণ সাপের কুলোপানা ফণা।

১১. **সব শিয়ালের এক রা।**

(অর্থ : স্বজাতিরা একই মতাবলম্বী হয়।)

মনে করেছিলাম ভালো, আরে তওবা! সব শিয়ালের একই ডাক।

১২. **যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।**

(অর্থ : শঠের সঙ্গে শঠব্যবহার/সেয়ানে সেয়ানে।)

মনে রাখিস, দুনিয়া যদি হয় বুনো ওল, আমি বাঘা তেঁতুল।

১৩. **এক মাঘে শীত যায়না।**

(অর্থ : একবার বিপদ কেটে গেলেও আবার বিপদের সম্ভাবনা থাকে।)

তখন সজন সজন মিল গিয়া, ঝুট পড়ে বরিয়াত। আচ্ছা দেখা যাবে, এক মাঘে শীত পালায় না।

১৪. **ঠাকুর ঘরে কে রে, না আমি কলা খাইনা।**

(অর্থ : অপরাধী লোক সবসময় নিজের অপরাধ গোপন রাখতে চায়।)

পাছে আমার এ রকম ত্রুটি স্বীকারে 'ঠাকুর ঘরে কেরে না কলা খাইনি' হাস্যস্পদ কৈফিয়তের সন্দেহ তোমার মনটাকে সশঙ্ক চঞ্চল করে তোলে, তাই এই আগে থেকেই কৈফিয়ত কাটলাম।

১৫. **তাঁতী তাঁত বুনে, আপনার দিকে ভাঁড় টানে।**

(অর্থ : সবাই নিজের স্বার্থেই কাজ করে।)

কথায় বলে, তাঁতী তাঁত বুনে, আপনার দিকে ভাঁড় টানে। তোমরা দেখছি তাই।

১৬. **দড়াতে-দড়িতে গিঁট খায়না।**

তুলনীয় : তেলে-জলে মিশ খায়না।

(অর্থ : উচুঁতে-নিচুতে এক হয়না।)

আমি তখুনই বলেছিলাম, দড়াতে-দড়িতে গিঁট খায় না।

১৭. **কপালে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?**

(অর্থ : ভাগ্যে না থাকলে তা শত চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না।)

কথায় বলে, কপালে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?

১৮. **চোরের সঙ্গে রাগ করে ভুঁইয়ে ভাত খাওয়া।**

(অর্থ : যে রাগে নিজের ক্ষতি হয়।)

হায়রে শ্বেত বসনা সুন্দরী, তোর বসন্ত বৃথাই গেল। চোরের সঙ্গে ঝগড়া করে ভুঁই-এ ভাত খাবি নাকি?

১৯. **কেঁচো খুড়তে সাপ বের হওয়া।**

(অর্থ : তুচ্ছ বিষয় থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে বড় বিষয় প্রকাশ পাওয়া।)

এই কেঁচো উসকাতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয়েই বোন আমি মনে করি এসব আলোচনা আর করব না।

মৃত্যুক্ষুধা

২০. **গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।**

(অর্থ : কষ্টের উপর কষ্ট।)

গোদের উপর বিষ ফোঁড়া, কিছুদিন থেকে আবার ছোট বোনটাও এসে ঘাড়ে চড়েছে।

২১. **ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।**

(অর্থ : অকারণে বিপদ মাথায় নেওয়া।)

লতিফা বললে, দাদু, তুমি চিরকালটা এমনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েই কাটাবে?

২২. **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা।**

(অর্থ : ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে গিয়ে বদনাম কুড়ানো।)

২৩. **মশা মারতে কামান দাগান।**

(অর্থ : ক্ষুদ্র কাজে বৃহৎ আয়োজন।)

হাঁ, দাদা, সরকার খলিফার ছেলে, ও ছুঁচা মেরে হাত গন্ধ করেনা, মশা মারতে কামান দাগে না।

২৪. **খাল কেটে কুমির আনা।**

(অর্থ : স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা।)

লতিফা হেসে বলে, আমি ত খাল কেটে বেনোজল আর কুমির দুই-ই ঘরে আনছি।

কুহেলিকা

২৫. **বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো।**

(অর্থ হাকডাকে খুবই কড়া কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কড়া নয়।)

ওরা প্রত্যেক প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন করে চলেছে। তবে বড্ডো বজ্র আটুনি-অবশ্য গেরো ফস্কা।

২৬. সরকারকা মাল, দরিয়ামে ঢাল।

(অর্থ : অন্যের জিনিস অপচয় করা।)

সরকার কা মাল, দরিয়া মে ঢাল! জমিদারীর এত টাকা নিয়ে কি করব।

২৭. বানরের গলায় মুক্তার মালা।

(অর্থ : অপাত্রে মূল্যবান জিনিস দান।)

ঐ হৃদয়হীন বাঁদরের গলায় এ মুক্তার মালা শোভা পাইতনা।

২৮. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

(অর্থ : উপস্থিত সুযোগ হাত ছাড়া করা।)

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পেরেছে বলেই ওকে দলে নিয়েছি।

২৯. ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।

(অর্থ : লাভের আশায় বিপদে পড়া।)

সে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া মনে মনে বলিল, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।

৩০. গরীবের বাড়ি হাতির পারা।

(অর্থ : দরিদ্রের প্রতি ধনীর সহানুভূতি দেখানো।)

গরীবের বাড়ি হাতির পা পড়িবে – ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

বাংলা উপন্যাসের গতি সৃষ্টি ও পালাবদলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাঁর রচনার মধ্যে জীবন আলোচনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। মানুষের জীবনে সৌন্দর্য যেমন আছে, তেমনি আছে ক্লেদাক্ততা। যে ক্লেদাক্ততার পেছনে কাজ করে জৈবিক চাহিদা। কেননা মানুষ জৈবিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়ানক মাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাসে এই ফ্রয়োডীয় চেতনা (জৈবিক চাহিদা) প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে মার্কসীয় জীবনদর্শন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদ[১১৯]-

১. মাছের তেলে মাছ ভাজা।

(অর্থ : যৎসামান্য ব্যয়ে কার্যোদ্ধার করা।)

'পদ্মনদীর মাঝি উপন্যাসে এ প্রবাদটি একটু ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্যদের মতো জেলে পাড়ার লোকেরাও মেলা থেকে ফিরে বাড়িতে আনন্দোৎসব করে। তাদের আনন্দোৎসবের সামর্থ্য যে কতটুকু তা উক্ত প্রবাদটির মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে– এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন, আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরা পুঁটির তেলে ভাজা পুটিমাছ দিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে–সুখি হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের?

২. হাত পা-পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গেল।

(অর্থ : অতিশয়ে ভয় বা লজ্জা পাওয়া।)

বিন্দু মদ খেয়ে বেহুশ হবার পর শশী এসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কুন্দ বলে–

এই হাসে, এই কাঁদে, এখুনি আবার গান ধরে দেয়–ভয়ে তো আমার হাত পা সেঁদিয়ে গেল পেটের মধ্যে। (পুতুল নাচের ইতিকথা)

৩. মারলি মারলি কলসী কানা
তাই বলো কি প্রেম দেবনা।

(অর্থ : ভালো বাসার জন্য অন্ধ ভক্তি।)

মহেশ চৌধুরী গুরু সদানন্দের হাতে মার খাবার পরও তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এতটুকু কমেনি। বরং –

মারলি মারলি কলসী কানা।
তাইবলে কি প্রেম দিবনা। (অহিংসা)

৪. বিনা মেঘে বজ্রপাত। (অর্থ : অপ্রত্যাশিত বিপদ।)

রাজকুমারকে নিয়ে দুই তরুণী (মালতী ও রিনি)-এর মধ্যে যে এমন টানাটানি হবে–তা সে ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেনি। তারা দু'জন মুখোমুখি হবার পর তাদের যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখে রাজকুমার ভয় পেয়ে গেল –

এ যেন ঠিক বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিয়া গেল। (চতুস্কোণ)

৫. রাগ মাথায় চড়িয়া যাওয়া।

(অর্থ : অত্যাধিক রাগান্বিত হওয়া।)

প্রভাস বাঘ শিকার করার পর তার কৃতিত্ব যেন নিতে চায় ঈশ্বর, ঈশ্বরের ব্যবহারে প্রভাস ক্রুদ্ধ হয়–এ কথাটিই প্রকাশিত হয়েছে উক্ত প্রবাদে–

তাদের দুজনের ধমক খেয়েও ঈশ্বর মরা বাঘটার গা ঘেঁষে দুর্বিনীত ভক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, রাগটা এবার মাথায় চড়ে যায় প্রভাসের। (হলুদ নদী সবুজবন)

৬. সাত বুড়ির এক বুড়ি।

(অর্থ : অশীতিপর বৃদ্ধা/অতিশয় বয়স্ক ব্যক্তি।)

৭. হাড়-মাংস কালি করে দেওয়া।

(অর্থ : অত্যাধিক জ্বালাতন করা।)

ম্যারেরিয়ায় ভুগে ভুগে অল্প বয়সে লক্ষ্মণের মা যেন সাত বুড়ির এক বুড়ি হয়ে গিয়েছে। তাই তার মাতাকে ধিক্কার দিয়ে বলে –

এতবছর ওই রোগে ভুগেও এ হারামজাদী মরছেনা কেন বাছা? হাড়-মাংস কালি করে দিলে। (ঐ)

৮. পায়ের নিচে মাটি সরে যাওয়া।

(অর্থ : অসহায় অবস্থায় পড়া।)

বন্যায় ঈশ্বরের ঘরের চালা পড়ে গেলে সবাই ঈশ্বরের বাড়িতে ছুটে আসে ওকে সাহায্য করতে। লখার মা বলে–

বড্ড তুই নরম মানুষ, নইলে এমন দশা হয়? চালাটা পড়ে গিয়েছে উপায় কি? পায়ের নিচে মাটি তো সরে যায় নি।

৯. মাছিমারা কেরানি।
(অর্থ : বিচার বোধহীন নকল-নবিশ।)

শ্যামা কনকের স্বামীর মাইনের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে–
কত আর পাবে, মাছিমারা কেরানি তো, বেড়ে বেড়ে নবক্ষইয়ের মতো হয়েছে।
এ প্রবাদটিতে তৎকালীন কেরানিদের অর্থনৈতিক দূর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। (জননী)

১০. আকাশ-পাতাল তফাৎ (অর্থ : বিস্তর পার্থক্য।)

১১. সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্ম।
(অর্থ : অতিশয় ভাগ্যবান।)

বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্যামার ভাগ্যের পার্থক্য বোঝাতে ১১ সংখ্যক প্রবাদটি লেখক ভেঙে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন–
শ্যামার সঙ্গে তাহার ভাগ্যের পার্থক্য কিন্তু সব দিক দিয়াই আকাশ পাতাল, মেয়েটি তাহার মরে নাই, সোনার চামচে দুধ খাইয়া বড় হইতেছে। (ঐ)

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

বাংলা সাহিত্যে একজন সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যিক হিসেবে শওকত ওসমান সুপরিচিত। সমাজ পরিবর্তনের ধারা তার লেখনীতে পরিস্ফুট হয়েছে। আধুনিক যুগের জটিলতা বহুল জীবনের রূপায়ণে তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই সাথে তাঁর উপন্যাসে দেখা যায় – দেশ ও সমাজের প্রতি গভীর মমত্ব বোধ। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদগুলোতেও[১২০] জীবনবোধের পরিচয় মেলে।

১. যে রক্ষক সেই ভক্ষক।
পাঠান্তর : রক্ষকই ভক্ষক।
(অর্থ : যে রক্ষা কর্তা তার দ্বারাই অনিষ্ট সাধন।)

'বনী আদম' উপন্যাসে হারেসের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক এ প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন–
এক চাষীর নবক্ষইটা হয়েছে, কি দু'শ নবক্ষই হয়েছে। সে একশ করতে চায়। তখন বহু রক্ষক ভক্ষক সাজে দশটা তরমুজ গাপ করে দিলো। হারেসকে এমন অনুরোধ বৃথা।

২. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।
(অর্থ : কষ্টের উপর কষ্ট দেওয়া।)

আরিফের বন্ধু বাসায় আসবে। এজন্য আরিফের স্ত্রী নতুন শাড়ি গড়ে। এর পূর্বে পাড়ার নায়েব বাবুকে নিয়েও ইয়ার্কি করে। এ প্রসঙ্গে আরিফ ইয়ার্কি করে বলে–
'আজ আবার নীল শাড়ি পড়েছ।' নুনের ছিটা দেয় আরিফ কাটা ঘায়ের উপর। (ঐ)
এ প্রবাদটির মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর চিরকালীন সন্দেহের দিকটি ফুটে উঠেছে।

৩. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।
(অর্থ : অপরাধ গোপন করার বৃথা চেষ্টা।)

ঐ বন্ধুকে নিয়ে আরিফ ও মালেকার মধ্যে কলহ বাঁধলে তা হারেসের কানেও যায়। হারেস আরিফের আত্মীয় হলেও আরিফ তাকে তেমন মূল্যায়ন করেনা। কিন্তু হারেস আত্মীয়তার সান্নিধ্য চায়। কেননা–
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হারেস পছন্দ করেনা। (ঐ)

৪. গরু মেরে জুতো দান।
(অর্থ: অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সামান্য ভালো কাজ করা।)

বাড়িওয়ালী চাচি হারেসের গাছের গোড়ায় তিনটে ছাগল বেঁধে রাখে সব সময়। এদের চোনার গন্ধে হারেসের বাড়িতে টেকা দায়। হারেস একথা বলতে চেয়েও বলতে পারেনা, কেননা ঐ সময় বাড়িওয়ালী চাচি দুধ নিয়ে আসে হারেসের জন্য। তাই তার মন্তব্য – গরু মেরে জুতো দান আর কী। (ঐ)

৫. গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া।
(অর্থ : অন্যকে বিপদে ফেলে নিজে সরে পড়া।)

জনৈক বৃদ্ধাকে একা ফেলে তার ছেলে নবীন স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়। বৃদ্ধা মনের দুঃখে তখন বলতে থাকে–
জমিদার বাবু কত্তার পেটে এমন নাথি মারলে মরেই গেল দু'দিনের জ্বরে। তারাই ত স্বদেশী হয়েছে গান্ধী গান্ধী রবে পাড়া মাথায় করে। বুক শুলে নবীন তুই কেন যাবি তাদের পেছনে? গাছে তুলে মই কেড়ে নিলে। তোর মা-বোন হেথা পড়ে রইল পুলিশের হাতে মার খেতে। (ঐ)
প্রবাদটির মধ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের স্বরূপ উম্মোচিত হয়েছে।

৬. গরীবের বাড়ি হাতির পাড়া।
(অর্থ : দরিদ্রের প্রতি ধনীর সহানুভূতি দেখানো।)

দূর সম্পর্কীয় দেবর ইয়াকুব দরিদ্র দরিয়া বিবির বাড়ি আসলে সে বলে–
গরীবের কুঁড়ে ঘরে হাতি। (জননী)

৭. নদীর ধরে বাস, দুক্ষু বারো মাস।
(অর্থ :অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস।)

আমিরন চাচি দরিয়া বিবির স্বামীর প্রশংসা সূচক কথা বললে দরিয়া বিবি উক্ত প্রবাদটি বলে। প্রবাদটির মধ্য দিয়ে দরিয়া বিবির দারিদ্রতার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

৮. **মুখে ফুলচন্দন পড়া।**
(অর্থ : শুভ সংবাদ শুনে মঙ্গল কামনা করা।)

৯. **নামে তাল পুকুর, ঘটি ডোবে না।**
(অর্থ : অতীত ঐতিহ্য থাকলেও বর্তমানে হত দরিদ্র।)

আমিরন চাচি ও দরিয়া বিবির কথোপকথনে প্রবাদ দুটি পরস্পর ব্যবহৃত হয়েছে–

আমিরন চাচি যেন চাঁদের স্বপ্নে বিভোর। বলিল, বুবু, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আহ আমার কি সে কপাল হবে। তুমি রাজী হোলেও খাঁ ভাই? তোমরা উঁচু খাঁ বংশ।
তাল পুকুর ঘটি ডোবেনা। বেশ ব্যঙ্গ সুরে দরিয়া বিবি বলিল। (ঐ)

১০. **সবুরে মেওয়া ফলে।**
(অর্থ : ধর্যধরে অপেক্ষা করলে সুফল পাওয়া যায়।)

"ক্রীতদাসের হাসি" উপন্যাসে উক্ত প্রবাদটি লেখক নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন –মেহেরজান, সবুর করা যায় না। ভালো মেওয়া দেখলে জিভে পানি এমনি আসে।

১১. **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।**
(অর্থ : কাজ শুরু হবার পূর্বেই ফল লাভের ব্যবস্থা।)

কাল্লুর সহযোগী আফজল পরকীয়া প্রেমে পড়া এক স্ত্রীর কথা বললে কাল্লু উৎসাহিত বোধ করে। প্রসঙ্গক্রমে বলে– আফজল, খোঁজ-খবর নাও। তারপর দেখা যাক। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে কী লাভ। (চৌরসন্ধি)

১২. **তুমি যে বিলের মাছ, আমি সেই বিলের বগা।**
(অর্থ : সেয়ানের উপর সেয়ান।)

প্রেমিক প্রেমিকার কাছে চিঠিতে লিখছে –তুমি যে বিলের মাছ আমি সেই বিলের বগা, ভুলে যেয়োনা। (ঐ) অন্য একটি চিঠিতে আছে নিচের এ (১৩ সংখ্যক) প্রবাদটি–

১৩. **মাথায় বজ্রপাত হওয়া।**
(অর্থ : অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটা।)

১৪. **সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।**
(অর্থ : সরল কথায় কাজ হয়না।)

মিসেস আলিকে নীরব থাকতে দেখে আততায়ী (ছায়ামূর্তি) বলল–
সিধে আঙুলে ঘি না উঠলে আমরা আঙুল বাঁকাতে জানি। (ঐ)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্তম্ভ প্রতিম কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ। তিনি নতুন বাংলা কথাসাহিত্যের এক বলিষ্ঠ উদগাতা। তাঁর উপন্যাসে আমরা দেখি মাজারের খাদেম, মৌলবি, পীর, গ্রামের স্কুলমাস্টার, নৌকার মাঝি, সারেং, খালাসী, কৃষক, ভিখারী, ভিখারিনী প্রভৃতি সাধারণ মানুষ। এই সব সাধারণ মানুষের জীবন নিয়েই ওয়ালীউল্লাহ রচনা করেছেন অন্তর্দর্শী অসামান্য এক আলেখ্যমঞ্জুরী–যার মধ্যে 'ভিতরের মানুষ' –এর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তার এ জীবনধর্মী উপন্যাস গুলোতে প্রবাদ ও প্রবাদমূলক[১২১] বাক্যাংশের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় :

১. **কাক-পক্ষীও খবর না পাওয়া।**
(অর্থ : কেউ যাতে টের না পায়।)

'লালসালু' উপন্যাসে আওয়ালপুরের পীর সাহেবের খোঁজ নেওয়ার জন্য খালেক ব্যাপারী তার শ্যালক ধলা মিঞাকে বলে– আওয়ালপুর তাকে রওনা হতে হবে শেষ রাতের অন্ধকারে-যাতে কাক-পক্ষীও খবর না পায়।
পরবর্তীতে ধলা মিয়া পীরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার প্রাক্কালে নিচের এ প্রবাদটির ব্যবহার দেখা যায় –

২. **বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসা।**
(অর্থ : অত্যাধিক ভয় পাওয়া।)

রাতের অন্ধকারে দেবংশী তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে।

৩. **ধামা চাপা দিয়ে রাখা।** (অর্থ : গোপন রাখা।)

অগত্যা ধলামিয়া মজিদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় মজিদের পানিপড়াকেই পীরের পানিপড়া হিসেবে চালিয়ে দেবে। তাই-
কথাটা ধামাচাপ দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।
প্রবাদটির মধ্যে মাজার ব্যবসায়ী মজিদের ভণ্ডামীর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। পরবর্তী প্রবাদটিতে তা আরো পরিস্কার হয়ে ওঠে –

৪. **ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।**
(অর্থ : উপরওয়ালাকে অগ্রাহ্য করে কার্যসিদ্ধি করা।)
বিবির খাতিরে ব্যাপারী মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করে সে ঠক-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়া পানি আনবার জন্য - সেটা তার পছন্দই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপরটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতো। (ঐ)

৫. **আকাশ থেকে পড়া।** (অর্থ : নাজানার ভান করা।)

৬. **বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়া।**
(অর্থ :অপ্রত্যাশিত বিপদ।)

চাঁদের অমাবশ্যা" উপন্যাসে উক্ত প্রবাদ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। একদিন উজ্জ্বল জ্যোস্নারাতে যুবক মাস্টার বাঁশঝাড়ের ভিতর এক যুবতীর মৃতদেহ দেখতে পায়। এরপর থেকে সে সব সময় আতংকগ্রস্থ থাকে। হঠাৎ একদিন কাদের তাকে প্রশ্ন করলে সে– যেন আকাশ থেকে পড়ে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো।

৭. **পোড়া কপাল জোড়া লাগেনা।**
(অর্থ :ভাগ্যহীনের ভাগ্য সহজে উন্নতি হয় না।)

"কাঁদো নদী কাঁদো" উপন্যাস প্রবাদটি ছড়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে–

পোড়া কপাল জোড়া লাগেনা।
কালো জামাই ভালো লাগে না।

৮. **কাকের ময়ূর হবার সখ।**
৯. **কুচ কাঁটার কদলী গাছ হবার সখ।**
(অর্থ : নিম্ন শ্রেণীর লোকের উচ্চশ্রেণীতে উঠার সাধ।)

ছলিম মিঞা আপাত দৃষ্টিতে ভালোলোক বলে পরিচিত নয়। কিন্তু সে স্পষ্টবাদী ও ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে গভীর সচেতন। তাই তো সে বাদশা মিঞা বলতে পারে– কাকের ময়ূর হবার সখ, কুচ কাঁটার কদলী গাছ হবার সখ। উক্ত প্রবাদ দুটিতে প্রতিবাদী লোকের বক্তব্যের মাধ্যমে সমাজের হীনচরিত্রের লোকের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

১০. **পান থেকে চুন খসা।** (অর্থ : সামান্য দোষ-ত্রুটি।)

আর্থিক সমস্যায় মুহাম্মদ মুস্তফার বাবা বড়ই বিব্রত। কারণ মুস্তফা বাবাকে তেমন সাহায্য করতে পারেনা। তার উপর তারই সমবয়সী গ্রামের ছদু শেখ টাকা পয়সা কামাই করে গ্রাম গরম রাখে। ফলে তার বাবার মেজাজ যায় আরো বিগড়ে। তাই – পান থেকে চুন খসলে সে খড়্গ হস্ত হয়ে উঠে; নির্দোষ সরল চেহারাও তার সহ্য হয় না। (ঐ)
প্রবাদটিতে গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক দৈন্যতার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)

জহির রায়হান একাধারে সাহিত্যশিল্পী, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার ও রাজনৈতিক কর্মী। তবে তার বড় পরিচয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সব সময় স্থান পেয়েছে আশে-পাশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা। সমাজের নানা বৈষম্য আর অসংগতিপূর্ণ ব্যবহার তার হৃদয় দারুণ ভাবে আঘাত করেছিল। আর এসব অসংগতিই তিনি চিত্রায়িত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদ–[১২২]

১. **মাথার ঘাম পায়ে ফেলা।**
(অর্থ: কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করা।)

"শেষ বিকেলের মেয়ে" উপন্যাসের বড় সাহেবের একনিষ্ঠতার কথা প্রবাদটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

এই যে দেখছেন অফিসের বড় কর্তা হয়ে বসেছি, গাড়ি-বাড়ি করেছি, এগুলো নিশ্চয়ই খোদা আকাশ থেকে ফেলে দেননি; এর জন্যে অসুরের মতো খাটতে হয়েছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে না।

২. **এক গোয়ালের গরু।** (অর্থ: একই মতাবলম্বী।)

প্রবাদটি কাসেদের অফিসের সহকর্মীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

এক গোয়ালের গরু নাকি এক সঙ্গে ঘাস খায় না। এক গোত্রীয় মানুষগুলোর পক্ষেও এক তালে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।(ঐ)

৩. **চোখে ধুলো দেওয়া।** (অর্থ: ফাঁকি দেওয়া।)

আহমদ হোসেন সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল লোক। তিনি জাত-পাত মানেন না। তার কাছে–

না জাত। না ধর্ম। না তোমাদের আইন-কানুন। এর সবটুকুই ফাঁকি। চোখে ধূলো মেরে মানুষ ঠকানোর কারসাজি। (তৃষ্ণা)

৪. **সাত-পাঁচে না থাকা**
(অর্থ: ঝামেলার মধ্যে না জড়ানো)

৫. **পাকাধানে মই দেওয়া।**
(অর্থ: কাজ সফল হবার পূর্বে বিঘ্ন ঘটানো।)

শওকত মার্থা গ্রাহামকে ভালবাসে। ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে বন্ধুদের চোখ টাটায়। তাই তার আক্ষেপ–

কিন্তু কেন? আমি তো ওদের সাতে-পাঁচে থাকিনে। আমি সেই সকালে কাজে বেরিয়ে যাই, আবার রাতে ফিরি। আমি তো কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাইনে। কারো পাকাধানে মই দেইনে। (ঐ)

৬. **মাথায় খুন চাপা।**
(অর্থ: অত্যাধিক রাগান্বিত হওয়া।)

মাতাল কেরানি কর্তৃক তার স্ত্রীকে নির্যাতন করা দেখে– শওকতের মাথায় খুন চেপে গেল। হঠাৎ দাওটা হাতে তুলে নিয়ে মাতালটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। (ঐ)

৭. **মাথায় বাজ পড়া।**(অর্থ: অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়া।)

শওকত মার্থা গ্রাহামকে ভালোবাসে। সে গতরাতে মার্থাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে তা একটি মেয়ে দেখেফেলে। পরদিন মেয়েটি এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে- শওকতের মাথায় যেন বাজ পড়লো। ইতস্তত করে বলল, তার মানে? (ঐ)

৮. **ডুবে ডুবে পানি খাওয়া।**
(অর্থ: গোপনে কাজ করে এগিয়ে যাওয়া।)

মন্তুকে আম্বিয়া ভালোবাসে। একদিন আম্বিয়া এসে মন্তুর ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দেয়। তখন রসুর নানি ঠাট্টাচ্ছলে মন্তুকে বলে–

কি মিয়া ডুইবা ডুইবা পানি খাও? ঘরে গিয়া দেহো কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে। (হাজার বছর ধরে)

৯. বলির পাঁঠা। (অর্থ : দোষ না করেও দোষী হওয়া।)

রশীদ চৌধুরী লেপের তলায় ঘুমোচ্ছিল। বাইরের হট্টগোলে সে জেগে উঠল। পুলিশ এসে তার গেঞ্জি চেপে ধরলে-

রশীদ চৌধুরী বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে লাগল। (আরেক ফাল্গুন)

১০. মাথায় তুলে নাচা।

(অর্থ: অত্যাধিক আদর-যত্ন করা।)

মনসুর সম্পর্কে মাহমুদের উক্তি-

লোকটার যদি টাকা পয়সা না থাকত, সে যদি তোমার ছেলে মেয়েদের জন্যে এটা-সেটা কিনে এন না দিত তাহলে কি আর তাকে অমন মাথায় তুলে নাচতে তোমরা।

(বরফ গলা নদী)

১১. কলুর বলদ।

(অর্থ: যে ব্যক্তি শুধু অন্যের জন্য বেগার খাটে।)

স্বাধীনচেতা আনোয়ার হোসেন স্ত্রী সালেহাকে বলে–

এসব সরকারী চাকরী মানুষকে ক্রীতদাস করে ফেলে। আমি ছেড়ে দেবো। যেখানে আমার সামান্য স্বাধীনতা নেই, সেখানে কেন আমি কলুর মতো ঘানি টেনে যাবো? আমি আবার কবিতা লিখব সালেহা। (একুশে ফেব্রুয়ারি)

প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির মধ্যে একজন দেশপ্রেমিক মানুষের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

খ. ছোটগল্প

গল্প বলা এবং গল্প শোনা মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে গল্পের প্রচলন দেখা যায়। তখন লিপি বা লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার না হওয়ায় গল্পগুলো মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেরিয়েছে। মৌখিক সাহিত্যের এসব গল্পের মধ্যে æAesop Fables" বা "ইসপের গল্প"কে পৃথিবীর প্রাচীনতম ছোটগল্প হিসেবে অভিহিত করা হয়। এদিক থেকে আমাদের উপমহাদেশের সাহিত্যও পিছিয়ে নেই। বৌদ্ধযুগে পালি "জাতক" ও "দিব্যবদান" গ্রন্থে, হিন্দুযুগে বিষ্ণুশর্মা রচিত "পঞ্চতন্ত্র", "হিতোপদেশ" কথাসরিৎ সাগর" প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে ছোটগল্পের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

জীবন সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতাই আধুনিক ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এখানে মানবজীবনের পূর্ণাবয়ব ঘটনা থাকেনা; থাকে জীবনের খণ্ডাংশের চিত্র। জীবনের এই খণ্ডাংশের চিত্রকে লেখক রস ব্যঞ্জিত করে সার্থকরূপ দেন ছোটগল্পে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই বাংলা ছোটগল্প সার্থকরূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে লোককথা, রূপকথা, ঐতিহাসিক কাহিনী ভিত্তিক বিবিধ গল্প প্রচলিত ছিল। এছাড়া পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণ কুমারী দেবী

প্রমুখ কিছু গল্প লিখেছেন। এগুলোকে আধুনিক সংজ্ঞায়িত ছোটগল্প বলা যায় না। এগুলোকে বড়গল্প বলাই সমীচীন। তবে কোনো কোনো সমালোচক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মধুমতি"-কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প হিসেবে অভিহিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলা ছোটগল্পের জন্মদাতা। তিনি আধুনিক ইউরোপীয় চেতনায় গল্প লিখে বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর ছোটগল্পগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যে ভরপুর। বাংলাদেশের অতি সাধারণ মানুষের একেবারে ঘরোয়া জীবনের ছোট-বড় সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর গল্পে। তাঁর "গল্পগুচ্ছে"র ছোটগল্পগুলিতে অনেক প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ[১২৩] লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্যগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

১. পেটে খিদে মুখে লাজ।

(অর্থ : মনে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাইরে অনিচ্ছা প্রকাশ।)

অমলের বড়ভাই ভূপতি অমলের বিয়ে প্রসঙ্গে কথা বললে অমল নিরুত্তর থাকে। এতে অমলের বৌদি চারু রেগে গিয়ে বলে –

তার চেয়ে বলো না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে। এতদিন ভাণ করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাওনা। পেটে খিদে মুখে লাজ। (নষ্টনীড়)

২. পান থেকে চুল খসা। (অর্থ : সামান্য ত্রুটি।)

অমল সম্পর্কে চারুর উক্তি –

তিনি কখন খেলেন, না খেলেন, মন্দা তার কোনো খোঁজও রাখে না, অথচ অমলের পান থেকে চুন খসে গেলেই চাকর-বাকরদের সঙ্গে বকাবকি করে। (ঐ)

৩. মশা মারতে কামান দাগা।

(অর্থ : ছোট কাজে বড় আয়োজন।)

স্ত্রীর বিদ্যার স্বল্পতা সম্পর্কে বলতে দিয়ে "দর্পহরণ" গল্পের নায়কের মুখ থেকে প্রবাদটি বের হয়েছে –

> সে যেটুকু ইংরাজি জানে তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারতে কামান দাগান হইত-মশার কিছুই হইত না, কেবল ধোঁয়া এবং আওয়াজ সার হইত।

৪. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়।

(অর্থ :রাজা বা বড়লোকদের হিংসা-দ্বন্দের কারণে সাধারণ লোকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।)

এ প্রবাদটির আংশিক ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "উলুখড়ের বিপদ" শিরোনামে একটি গল্পের নামকরণ করেছেন। এছাড়া "দৃষ্টিদান" গল্পে স্বামীর

সঙ্গে দাদার বাক-বিতণ্ডার ফলে তার চিকিৎসার কী দশা হবে সেকথা ভাবতেই স্ত্রী উক্ত প্রবাদটি ব্যক্ত করেছেন –

> রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাঁধিল দাদার কিন্তু দুই পক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই।

৫. চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয়না।

(অর্থ : সুপরিচিত ব্যক্তির নতুন পরিচয়ের দরকার নেই।)

পটল যতীনের বিয়ে সম্পর্কে বলছে–

> ছি, ছি, এত বয়স হইল তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। ... এ সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝিনা – ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয়না। (মাল্যদান)

৬. খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।

(অর্থ : বিপন্ন ব্যক্তি পুনরায় বিপদে পড়ে।)

শশিভূষণ কলিকাতায় রেলপথে না গিয়ে নৌপথে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথে প্রবল বৃষ্টি হলে নৌকা থামিয়ে রেলপথে যাত্রা স্থির করলেন। লেখক শশিভূষণের দোলাচল এ মনোবৃত্তিকে কটাক্ষ করেছেন উক্ত প্রবাদটির মাধ্যমে–

> 'খোঁড়ার পা খানায় পড়ে' – সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পা'টারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সেদিন তাহার একট প্রমাণ দিলেন। (মেঘ ও রৌদ্র)

৭. মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া।

(অর্থ : আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া।)

'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর পূজা-অর্চনা সম্পর্কে ধারণা নেই দেখে অপুর বাড়ির সকলে তাকে নাস্তিকের ঘরের মেয়ে বলে খোঁটা দেয়। এ প্রসঙ্গে অপুর স্বগতোক্তি –

> ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু।

৮. ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।

(অর্থ : নিচু ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে গিয়ে বদনাম কুড়ানো।)

"দেনা-পাওনা" গল্পে রামসুন্দর যৌতুকের তিন হাজার টাকার তিনটি নোট বের করে ছেলের বাবা রায় বাহাদুরের হাতে দিতে চাইলে তিনি উক্ত প্রবাদটির উল্লেখ করেন –

> থাক বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই। একটা প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

লেখক এখানে পূর্ণাঙ্গ প্রবাদটি উল্লেখ না করলেও প্রবাদটির কিয়দংশের মধ্য দিয়েই তৎকালীন সমাজের
পণপ্রথার একটি চিত্র ভেসে উঠছে।

৯. জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। (অর্থ : উভয় সংকট।)

"সমস্যা পূরণ" গল্পে মামলায় অছিমদ্দির আংশিক জয় হলে মহাজন হঠাৎ ডিক্রিজারী করে। এ প্রসঙ্গেই প্রবাদিটি ব্যবহৃত হয়েছে –

> ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমির তাহার প্রতি আক্রমন করিল। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রিজারী করিল।

১০. আকাশ থেকে পড়া। (অর্থ : অবাক হওয়া।)

অম্বিকা চরণ ডেস্ক খুলে দেখেন ওর মধ্যে কোনো কাগজই নেই। তিনি উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করলে তখন–

> সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল চোরে লইয়াছে কি ভুতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। (প্রতিহিংসা)

১১. আষাঢ়ে গল্প। (অর্থ : আজগুবি গল্প।)

এ প্রবাদমূলক বাক্যাংশের নাম দিয়ে লেখক একটি গল্পের শিরোনাম করেছেন "একটা আষাঢ়ে গল্প"। এ গল্পেরই আরেক প্রবাদমূলক বাক্যাংশ –

১২. মান্ধাতার আমল। (অর্থ : অতি প্রাচীন কাল।)

> তাহাদের মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপমারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল ফ্যাল ছবির মতো। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি[১২৩]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছোটগল্পও লিখেছেন। "ব্যথার দান", "রিক্তের বেদন" ও "শিউলী মালা" তার উল্লেখযোগ্য তিনটি ছোটগল্পগ্রন্থ। তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার ছিলেন। তাঁর গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদেও[১২৪] এর ছাপ পড়েছে।

১. টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাসা।

(অর্থ : যেখানে বিপদের আশংকা সেখানেই যাওয়া।)

> এযেন টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাসা। (ব্যথার দান)

২. হাতি কাদায় পড়লে চামচিকাও লাথি মারে।(রিক্তের বেদন)

(অর্থ : বড়লোক বিপদে পড়লে সামান্য লোকও তাকে অপমান করে।)

৩. চোরের মন বোচকার দিকে।

(অর্থ : স্বার্থপরেরা সব সময় নিজের স্বার্থই দেখে।)

> চোরের মন বোচকার দিকে, তাই আমার মত হতভাগীর মনে যে শুধুই অমঙ্গলের বাঁশি বাজবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? (ঐ)

৪. পাকা ধানে মই দেওয়া।

(অর্থ : কাজ সফল হবার মুহূর্তে বিঘ্ন ঘটানো।)

আমি কোন উনন মুখো সুঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? (ঐ)

৫. মানুষ মরে মিঠাতে, পাখি মরে আঠাতে। (ঐ)

(অর্থ : কুহকে পরলে সর্বনাশ হয়।)

৬. দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা। (শিউলীমালা)

(অর্থ :দুষ্ট লোককে আদর-যত্ন করে ঘরে রাখলেও সে ক্ষতি বৈ ভালো করে না।)

৭. ছিল ঢেঁকি হলো তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল। (ঐ)

(অর্থ : প্রশ্রয় পেলে ক্ষুদ্র জিনিস ধীরে ধীরে বৃহৎ আকার ধারণ করে।)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়-বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার। তাঁর গল্প আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু বক্তব্যে সম্পূর্ণ। আঙ্গিকের উৎকর্ষে, ব্যঙ্গ রসিকথায়, আখ্যান বস্তুর মৌলিকতায় ও মননশীলতায় বনফুলের ছোট গল্পগুলো এক অভিনব সৃষ্টি। তাঁর গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ[১২৫] :

১. নাকের জলে চোখের জলে হওয়া।

(অর্থ : অত্যন্ত কষ্ট পাওয়া।)

নীহাররঞ্জনের কালো একটি মেয়ে হলে তা নিয়ে নানাজনের নানা মন্তব্য–

আবার বলতে! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি! টাকা চাই প্রচুর। (সমাধান) প্রবাদটির মধ্যে আমাদের সমাজের মেয়েদের দুরাবস্থার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

২. সাপের ঘাড়ে পা দেওয়া।

পাঠান্তর : সাপের লেজে পা দেওয়া।

(অর্থ : বিপদজনক কাজে হাত দেওয়া।)

শৈলেশ্বর বাবু ও শ্যামা ধোপানী কাকতালীয় ভাবে একই দিনে নিরুদ্দেশ হলে গ্রামের লোকেরা নানা গুজব রটনা করতে থাকে। এ সময় খোঁড়া মল্লিক সঠিক কথা বলতে চায়। কিন্তু তারা ওর কথার পাত্তা না দিয়ে উল্টো মল্লিকেই শাসায় –পিরু একেবারে ক্ষেপে আছে হে। মল্লিক একেবারে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছে। (সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ)

ঐ ঘটনার পর শৈলেশ্বরের স্ত্রী গ্রামে এসে তিনি যেন

৩. অকুল পাথার(অর্থ : মহাসংকট।) - এ পড়লেন।

পাড়ার গৃহিনীরা নানা কথা শোনানোর পর মুখোপাধ্যায়ের গৃহিণী তার স্বামী সম্পর্কে উক্তি করে, সব –

৪. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

(অর্থ : খারাপের সাথে খারাপের বন্ধুত্ব।)

প্রবাদগুলোতে গ্রামীণ সমাজের গুজব এবং রটনা কেমন ধূম্রজাল ও অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে একথাই প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী প্রবাদটিতেও তা কাটেনি (যদিও গুজব মিথ্যা ছিল)–

৫. ভূতের সাথে মামদো বাজি।

(অর্থ : শঠের সঙ্গে প্রতারণা।)

ভূতের সাথে মামদো বাজি! মামার বাড়ি! পিরুব্যাটা টাকা খেয়েছে নিশ্চয়ই। (ঐ)

৬. ছিনিমিনি খেলা। (অর্থ : যথেচ্ছা ব্যবহার।)

"থিওরি অব রিলেটিভিটি" গল্পে একটি ট্রাংক সম্পর্কে জনৈক ভদ্রলোক নানা ধরণের বানানো কথা বললে লেখকের স্বগতোক্তি–

জগগন লালের মনিব বৈজু প্রসাদ যখন ইহার করায়ত্ত তখন ট্রাংক লইয়া ইনি ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বলিবার কিছু নাই।

ঐ একই ব্যক্তি পরবর্তীতে পান্নালাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে কথা বললে নিচের প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় –

৭. বিনামেঘে বজ্রপাত।(অর্থ : অপ্রত্যাশিত বিপদ।)

পান্নালাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপিত করিব ভাবিতেছি এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

শওকত ওসমান একজন সমাজ সচেতন ও মানবতাবাদী ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর গল্পগুলো উপন্যাসের মতই তাঁর সমাজচেতনা আন্তরিকতার স্পর্শে সরল, সহজ ও প্রত্যক্ষ। দেশ-কালের প্রভাবে তাঁর বিবেক ও বোধ লালিত। শওকত ওসমানের মানবতাবাদী গল্প "সৌদামিনী মালো" গল্পে নিম্নলিখিত প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ[১২৬] পাওয়া যায় :

১. পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

(অর্থ : ইচ্ছা বিরুদ্ধে সম্মতি প্রদান।)

২. মগজ দৌড়ানো। (অর্থ : মস্তিস্ক চালনা।)

৩. বিলেত ঘুরে মক্কা যাওয়া।

(অর্থ : সহজ পথ রেখে কঠিন পথে কাজ করা।)

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধু নাসিরের সঙ্গে কাজ করা প্রসঙ্গে লেখক উক্ত প্রবাদ তিনটির উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে একটি (১ সংখ্যক) প্রবাদ লেখক নিজের মতো করে বাক্যবন্ধ করেছেন–

উকিলের দরদস্তুর নাসিরই করে। এদিকে আমার মগজ দৌড়ায় না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে খানা খেতে হয়। আমার আরো আপত্তি ছিল অন্য কারণে। আদালতের পেছনে যাওয়া কতকটা বিলেত ঘুরে মক্কা আসার মতো।

৪. দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

(অর্থ : অবাঞ্ছনীয় লোক থাকার চেয়ে না থাকা ভালো।)

সৌদামিনী মালোর স্বামী জগদীশমালো মারা গেলে গ্রামের লোকেরা রটনা করে সৌদামিনী তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বন্ধু নাসিরের উক্তি –

হয়তো যৌবনের খাঁই নেই, তবু সতীন বা সতীনের ছেলে আসবে–তা সৌদামিনী মনের সঙ্গে মিলাতে পারেনি। অতএব দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল আচ্ছা।

৫. মুখে ছাই দেওয়া। (অর্থ : হতাশ করা।)

সৌদামিনীর জ্ঞাতি দেবর মনোরঞ্জন মালো তার সম্পত্তি দখলের নানা পায়তারা করতে লাগলে হঠাৎ–

সৌদামিনী সকলের মুখে ছাইদিয়ে বসল।

৬. এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

(অর্থ : এক উপায়ে দুই কার্য সাধন করা।)

৭. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

(অর্থ : পাপ কখনও চাপা থাকে না।)

৮. ধর্ম পুত্র যুধিষ্ঠির। (অর্থ : ভণ্ড।)

মনোরঞ্জন মালো সৌদামিনীর সম্পত্তি দখল না করতে পেরে গ্রামময় প্রচার করে দিলো শুদ্রাণীর ঘরে ব্রাহ্মণের ছেলে পালিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদ ৩টি ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে–

মনোরঞ্জন এক ঢিলে দুই পাখিকে কাত করে ছাড়লে। আগে শত্রুতা বা ঈর্ষা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত এবার তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল ... সমস্ত গ্রাম তোলপাড়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছিল, সেটা যুধিষ্ঠিরের দল থামাতে চায়।

৯. মাথায় বাজ পড়া।

(অর্থ : অপ্রত্যাশিত বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া।)

পরবর্তীতে সৌদামিনী তার ছেলের পরিচয় খুলে বলে উপস্থিত গ্রামবাসীর কাছে–এ প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটি লেখক নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন এভাবে– আমার হরিদাস মুসলমান ... যেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার ওপর।

১০. হাড় জুড়ানো। (অর্থ : স্বস্তি পাওয়া।)

সৌদামিনীর মৃত্যু সম্পর্কে লেখকের বন্ধু নাসিরের উক্তি–

আজই জানতে পারলাম, এতদিনে হতভাগিনীর হাড় জুড়িয়েছে।

আবু রুশদ (১৯১৯-)

আবু রুশদ বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার। তাঁর গল্পে কখনও নিম্নবিত্ত, কখনও কিঞ্চিত উচ্চবিত্ত প্রতিনিধিদের চরিত্র থাকলেও মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্রই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবালুতা ও অতিরঞ্জনতা থাকলেও লেখনীর শৈলীতে ও মৃদু বক্রোক্তিতে তা উপভোগ্য। তাঁর গল্পে প্রবাদের সার্থক ব্যবহার দেখা যায়।

১. যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।

(অর্থ : যে কষ্ট স্বীকার করে উপকার করে, তারই নিন্দা করা।)

মাহমুদ স্ত্রী সালেহাকে সংসারের অভাব-অনটনের কথা বললে স্ত্রী তাকে বাবুগিরি করতে বলে। তখন মাহমুদ রসিকতা করে বলে–

যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। (বখিল)

২. খোদা যাকে দেন তাকে ছাপ্পর ফুড়ে দেয়।

(অর্থ : আল্লাহর দান অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে।)

"শাড়ি বাড়ি গাড়ি" গল্পের শুরুতেই এ প্রবাদটি আছে এভাবে–

খোদা মুনিবকে ছাপ্পর ফুড়ে দিয়েছে। সংশয়ী বন্ধুর অবশ্য বলে, তার সবকিছুই শ্বশুরের বদৌলতে।

৩. ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

(অর্থ : কষ্ট সহ্য না করেই কার্যসিদ্ধি করা।)

চলার পথে সাবেক এক ছাত্রের সাথে শিক্ষক গওস সাহেবের দেখা হয়। তখন– ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরণ বজায় রাখাই গওস শ্রেয় মনে করে। (রদবদল)

৪. জোর যা মুল্লুক তার। (অর্থ : বাহু বলই বল।)

মামার অন্যায়ের প্রতি কিশোর ফজলু মিয়ার প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এ প্রবাদটিতে –

যদি তাহার শক্তি থাকিত তাহা হইলে তাহার মুন্ন মামুকে একবার দেখিয়া লইত সে। আচ্ছা করিয়া পিটাইয়া সমঝাইয়া দিত যে জোর যার মূল্লুক তার নহে। (হতভাগ্য)

৫. রাখে আল্লাহ মারে কে?

(অর্থ : আল্লাহ যাকে রক্ষা করে মানুষ তাকে কিছু করতে পারেনা।)

ঝড়-তুফানে অনেক লোক মারা গেছে, কিন্তু কুমার পাড়ার তিন যুবতী বেঁচে যায়, আর এ প্রসঙ্গেই প্রবাদ– তিনজনই যে বেঁচে গেছে বেইমানরা এটাকে কি আল্লাহর অসীম শক্তি ও রহমত বলে মানবে না, রাখে আল্লাহ মারে কে? (তুফান-লাশ-জীবন)

৬. ঘোলা পানিতে মাছ ধরা।

(অর্থ : কাউকে অস্পষ্টতার মধ্যে রেখে কার্য সিদ্ধি করা।)

বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে কুমারিকার প্রধানমন্ত্রী দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন–

নাকাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বেয়ারহাগ ঘোলাটে পানিতে যদি মাছ ধরার অভ্যাস না ছাড়েন তবে তাঁর সঙ্গে কোনো সমঝোতাই আসা সম্ভব নয়। (খোরোশভ)

৭. যৌবনে কুক্করীও ধন্যা।

(অর্থ : যৌবনকালে সব কিছুই সুন্দর দেখায়।)

জনৈক যুবতী মেয়ে সম্পর্কে বলতে গিয়ে মজিদের উক্তি–

জবর বলেছ, বস। যৌবনে কুক্করীও ধন্যা। (তেলেসমাৎ)

৮. বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।

(অর্থ : বাণিজ্যই অর্থ লাভের পায়।)

"চালক" গল্পে গল্প কথকের উক্তি –আমাদের সংসার যেহেতু 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' সেই কারণে বরাবরই অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল, পরন্তু শ্বশুরের পরিবার যেমন সম্ভ্রান্ত তেমনি সম্পন্ন।

৯. মুখে চুন কালি পড়া।

(অর্থ : সম্মান নষ্ট করা।)

বাবা মায়ের ঝগড়ার এক পর্যায়ে মেয়ে বাবাকে বলে ওঠে–

ওসব করতে যেয়ো না তাহলে আপনার মুখেই চুনকালি পড়বে। (হারজিৎ)

১০. শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি।

(অর্থ : আরাম দায়ক স্থান।)

স্ত্রী জরিনার অভিমানের প্রতি উত্তরে স্বামী আসগরের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য–

যাবোনা কেন, শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি। (পলাশ গাছে সাপ)

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ। গভীর জীবনবোধ, অন্তর্লোকের রহস্য অনুসন্ধান স্পৃহা ও সংস্কারকামী মনের অভিব্যঞ্জনা উপন্যাসের মতো তার ছোটগল্পেও প্রতিফলিত। এ ছাড়া ব্যক্তিজীবন ও সমাজ সমস্যার পটে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং মানসিক স্থলন-পতনের আলেখ্য তার গল্পে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। উপন্যাসের মতো গল্পেও তিনি প্রবাদের[১২৮] সার্থক ব্যবহার করেছেন।

১. দেওয়ালেরও কান আছে।

(অর্থ: ক্ষুদ্রবস্তু সর্ম্পকেও সচেতন থাকা)।

"মালেকা" গল্পে মালেকাকে উদ্দেশ্যকরে তার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার স্বগতোক্তি –

কী করবেন তিনি। দেওয়ালেরও কান আছে বলে শাসন করতে হয়, ধমকাতে হয়।

২. মশা মারতে কামান দাগা।

(অর্থ: ছোট কাজে বড় আয়োজন)।

৩. বাড়িতে ডাকাত পড়া।

(অর্থ: হুলুস্থুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া)।

স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য হলে মতিন উদ্দিন স্ত্রীকে দেখানোর জন্য মশারীর মধ্যে–

ঠাসঠাস করে নিজের দেহের নানাস্থানে চড়-চাপড় মারে। মশা মারতে কামান দাগে।

তবুও স্ত্রী খালেদা নীরব থাকে– তখন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে এমন রব তুলে মতিন উদ্দিন নাক ডাকাতে শুরু করে।(মতিনউদ্দিনের প্রেম)

৪. কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে।

(অর্থ: নিচু লোককে প্রশ্রয় দিলে সে পেয়ে বসে।)

"প্রাস্থানিক" গল্পে আয়েশা সাইদের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে সাইদের উক্তি–

ঘরে ডেকে সম্বন্ধটা আরো ঘনিষ্ট করে তুলে বিদায় দিলে; এ যেন কুকুরকে লাই দিয়ে মাথায় তুলে লাথি মেরে তাড়ানোর মতো হলো আয়েশা।

৫. হাতপা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া।

(অর্থ: লজ্জা বা ভয়ে সংকুচিত হওয়া)।

"সাতবোন পারুল" (দ্বিতীয় দফা) গল্পে মোনায়েম সাতবোনকে উদ্দেশ্য করে বলে– এমন ভাবে তোমরা আমার অভ্যর্থনা কর যে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে আসে।

৬। গায়ের লোম খাড়া হওয়া।

(অর্থ: অত্যাধিক ভয় পাওয়া)।

দাদি বিছানায় শুয়ে মৃত্যু-চিন্তা করতে থাকে। এমতবস্থায়–

কাঁঠাল কাঠের খড়মে জোরদার আওয়াজ করে পাশ কাটিয়ে ইনতেসার সাহেব ওধারে চলে যান। পাশ দিয়ে যাবার সময় তার পিঠটা শির শির করে ওঠে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। (বংশের জের)

৭. দিনে দুপুরে ডাকাতি। (অর্থ: দুঃসাহসিক কাজ)।

দেশ বিভাগের সময় কলিকাতার ঘিঞ্জি এলাকা থেকে কিছু উদ্বাস্তু ঢাকার একটি দোতলা বাড়িতে ফাঁকা পেয়ে উঠে পড়ে। বাড়িটি তাদের পছন্দ হয়। তখন তাদের মধ্যে বৈশাখের ক্ষিপ্রউম্মাদনা। তাই–

ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনে দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয়না। (একটি তুলসী গাছের কাহিনী)

৮. মগের মুলুক। (অর্থ: অরাজক দেশ)।

এরপর বাড়ি দখলের ব্যাপারে তদারক করার জন্য পুলিশ আসে। এ বিষয়ে লেখকের উক্তি– দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমত মগের মুলুক পড়েছে তা নয়। (ঐ)

৯. মুঘলাই কায়দা।

(অর্থ: উন্নত পদ্ধতি।)

খানা দানা না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই–

এক সপ্তাহ ধরে মুঘলাই কায়দায় তারা খানা দানা করে। (ঐ)

১০.কড়ি কাঠ গোণা

(অর্থ: আলস্যভরে সময় কাটানো।)

উদ্বাস্তদের তাড়ানোর জন্য বাড়িতে আবার পুলিশ আসে। কিন্তু–

তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে। তারা যেন কড়ি কাঠ গোণে।

শাহেদ আলী (১৯২৫-)

শাহেদ আলীর গল্প গ্রামবাংলার স্বতন্ত্র পটভূমি সৃষ্টিতে ও বিষয়ের প্রতি নিরীক্ষাধর্মী আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। তাঁর গল্পে মানুষ, প্রকৃতির মমতা ও প্রেম-ভালবাসার বেদনার একান্ত অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে এতে মানবজীবনের মম্ময় দিকটিই প্রকাশিত হয়েছে বেশি। গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদগুলোতেও[১২৯] এর পরিচয় মেলে।

১. খালি কথায় চিড়ে ভিজে না।

(অর্থ : শুধু কথায় কোন কাজ হয় না।)

"নতুন জমিদার" গল্পে বন্দার স্ত্রী মেন্দির উক্তি–

খালি কথায় চিড়ে ভিজেনা গো।

২. শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।

(অর্থ: ভালো করে না জেনে কাউকে বিজ্ঞবলে ভ্রান্ত মত প্রকাশ)।

"দীন ব্রাদার্স" গল্পে কলেজের অধ্যক্ষ আরবির অধ্যাপক রিয়াজ উদ্দিনকে লেখকের সাথে পরিচয় করে দেবার পর লেখকের মন্তব্য –

অধ্যাপক ! তার উপর আবার রত্ন ! রত্ন তো বটেই। যেমন কলেজ তেমনি তার প্রিন্সিপাল-শালুক চিনেছেন!গোপাল ঠাকুর।

৩. নিজের চরকায় তেল দেওয়া।

(অর্থ : নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া)।

এক পর্যায় কলেজ গভর্নিংবডি রিয়াজ উদ্দিনকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে চাইলে লেখক তার চাকুরী বাঁচানোর কথা বললে হিতে বিপরীত হয়। তিনি উল্টো লেখকের প্রতি ক্ষেপে উঠেন–

দালালি করতে এসেছেন? নিজের চরকায় তেল দিন গে। প্রমোশনের চেষ্টা করুন গে।

৪. মাকড়ের জালে আটকা পড়া পতঙ্গ।

(অর্থ : অসহায় ব্যাক্তি)।

৫. শূলে বেঁধা বৃশ্চিকে।

পাঠান্তর : শূলে বিদ্ধ বিষধর।

(অর্থ : শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিকূলতার জন্য তা প্রয়োগ করতে না পারা।)

"মহাকালের পাখনায়" গল্পে বানু ও শমশেরের কথপোকথনের পর লেখকের বর্ণনায় প্রবাদটি ব্যক্ত হয়েছে–

মাকড়ের জালে আটকা-পড়া পতঙ্গের মতো ছটফট করে শমশের। ... শূলে বেঁধা বৃশিচকের মতো নিজেই তার নিজেকে কামড়াতে ইচ্ছে করে।

৬. ঘাড়ের উপর থেকে বোঝা নামা।

(অর্থ : বিপদ মুক্ত হওয়া।)

কামাল জনৈক ভক্তের বাসায় দাওয়াত খেতে গেলে ঐ বাসার পরিবেশ দেখে সে মুগ্ধ হয়। ঐ প্রসঙ্গে –একটা শিল্পী মনের ছোঁয়া লেগেছে প্রত্যেকটা জিনিসে। মনে হলো কি জানো ? মুহূর্তে যেন সংসারের সব বোঝা নেমে গেল ঘাড়ের উপর থেকে। (অহেতুক)

৭. যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

(অর্থ : সমানে সমান, উপযুক্ত জবাব।)

মালেকাকে মারধর করার পর মালেকার স্বামী মুন্সির উক্তি –

ওষুধে ঠিক ধরেছে, যেমন কুকুর তেমন মুগুর! কিন্তু আরো তো কত দিন মেরেছি। কখনো অমন পোষা কুকুরের মতো মালেকা তো তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েনি। (আতশী)

প্রবাদটিতে পুরুষের অধিপত্য ও নারী নির্যাতনের ছবি উদ্ভাসিত।

৮. গাছের খায় তলারও কুড়ায়।

(অর্থ : দুইদিক থেকে যে লাভ করতে চায়।)

"ভয়ংকর" গল্পে মেয়েদের স্বামী ও বাবা উভয়ের সম্পত্তির মালিক হওয়া প্রসঙ্গে কালামের উক্তি– স্বামীর সংসারই তো ওদের সংসার, সেখানে গিয়ে ওরা স্বামীর সম্পত্তির মালিক হয়-গাছের খাবে তলেরও কুড়াবে।

প্রবাদটিতে নারীকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পুরুষালী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-)

হাসান আজিজুল হক বর্তমান সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার। তাঁর গল্পে উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনধারাই বেশি অঙ্কিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমাজের জীবনচিত্রকে তিনি বিশ্বস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর ছোটগল্পে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গল্পের ব্যবহৃত প্রবাদগুলোতে এমন পরিচয় মেলে।

"বিমর্ষরাত্রি" প্রথম প্রহর" গল্পে নিম্নলিখিত প্রবাদগুলো পাওয়া যায়–

১. মজ্জমান ব্যক্তি তৃণখণ্ডও আকড়ে ধরে।

পাঠান্তর : ডুবন্ত ব্যক্তি খড়-কুটো ধরেও বাঁচতে চায়।

২. ছিরিও নাই, ছাঁদও নাই।

(অর্থ : সব দিক থেকেই নিকৃষ্ট।)

৩. সাত রাজার ধন এক মানিক।

(অর্থ : অতি আদরের বস্তু।)

৪। কলুর বলদ।

(অর্থ : অন্যের জন্যে যে বেগার খাটে।)

৫. চোখে ঠুলি পরা। (অর্থ : ইচ্ছে করে না দেখা।)

৬. হাড়কাঁপুনি। (অর্থ : অত্যন্ত কাহিল করা।)

১ সংখ্যক প্রবাদের ব্যবহার–

এই প্রথম জামানের কণ্ঠ একটু নরম শোনাল এবং মজ্জমান ব্যক্তি যেমন করে তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে, সাধু ভাষায় সেই প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী জামানের নরম সুরটাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে আমি নেহাৎ অসংস্কৃত তুল্য মনে মনে বলি।

২ সংখ্যক প্রবাদে জামান রিতুর সঙ্গে বাসা বাঁধার স্বপ্ন দ্যাখে–

পায়রা যেমন একটা নামকা ওয়াস্তে বাসা ছিরি নেই, ছাঁদ নেই, শুকনো কাঠিখোঁচা জড়ো করে, শোবার ঘরের কোণে জড়ো করে, কোন রকমে একটা বাসা বাঁধে তেমনি করে বাসা বাঁধবে?

অন্যান্য প্রবাদের ব্যবহার–

বি. এ পাস করার আগেই তোমরা চলে গেলে। আর আমি ঘষটাতে লাগলাম, সাত রাজার ধন এক মানিক ঘষটাতে লাগল। ... কলুর বলদের মতো আমি ঘানিতে জুড়ে গেলাম-আমরা এই সাত রাজার ধন মানিকেরা চোখে ঠুলিপরে পাক দিতে লাগল। ... যৌবনের মদির দিন আমাকে ভয় দেখায় আমার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি তোলে। (১ থেকে ৬ সংখ্যক প্রবাদ)[১৩০]

৭. ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

(অর্থ : সব জানা সত্ত্বেও ন্যাকামি করা।)

"পাতালে হাসপাতাল" গল্পে রুগীদের সম্পর্কে রাশেদের উক্তি –

গত রাতে এরাই নরক গুলজার করে তুলেছিল। এখন মনে হয়, এরা কেউ যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানে না।

৮. খাল কেটে কুমির আনা।

(অর্থ : স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা।)

৯. হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।

(অর্থ : ক্ষমতাধররা যে কাজ পারেনা অক্ষমব্যক্তির সেই কাজ করার হাস্যকর চেষ্টা।)

"খনন" গল্পে উপরিউক্ত প্রবাদ দুটি লেখক নিজের মতো করে প্রয়োগ করেছেন। খাল খনন সম্পর্কে মুনিরের কথার প্রতি উত্তরে শাহেদের উক্তি –

খালটি জনসাধারনের সাহায্যে কাটা হইয়া গেলে এইখানে কখনো কুমির আসিবেনা এবং এতদঞ্চলের চেহারা বদলাইয়া যাইবে।... হাতি ঘোড়া গেল তল, উনি এসেছে এদেশে সাংবাদিকতার আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতে।

প্রবাদ দুটিতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে "খাল খনন কর্মসূচি" এর একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

১০.লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়।

(অর্থ : যে পরিমান লাখ সেই পরিমান ক্ষতি।)

চোরাকারবার ও মজুতদারদের সম্পর্কে শাহেদের উক্তি –

ব্যবস্থা আছে বাবা, ব্যবস্থা আছে-লাভের গুড় খেয়ে নেবার জন্যে পিঁপড়ে ঠিকই আছে। চোরাকারবার আছে, মজুতদারি আছে।

১১. শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখে চেনা যায়।

(অর্থ : আকারে-প্রকারে কাজের লোক চেনা যায়।)

মুনির সম্পর্কে শাহেদের উক্তি –

তুমি বাবা শিকারী বিড়েল। তোমার গোঁফ দেখলেই চেনা যায় (ঐ)

১২.সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরনো।

(অর্থ : কৌশলে ঢুকে সর্বনাশ করা।)

"মাটির তলার মাটি" গল্পে লেখক উপরিউক্ত প্রবাদটি নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। এখানে গল্প কথকের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য –

কোথায় ছিল এই সূঁচের মতো সুক্ষ্ম এক রত্তি সংকোচটুক ? দেখতে দেখতে লাঙলের ফলার মতো বিরাট হয়ে ওঠে।

১৩.সাপের পাঁচ পা দেখা।

(অর্থ : অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা।

"সমুখে শান্তির পারাবার" গল্পে বাপ ছেলেকে বলছে –

শুয়োরের বাচ্চা, সাপের পাঁচ পা দেহিছে?

১৪.ডাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার।

(অর্থ : উপযুক্ত যোগ্যতা নেই, তবু যোগ্যতা দেখানোর চেষ্টা।)

এ প্রবাদটির আংশিক লেখক ব্যবহার করেছেন "রোদে যাবো" গল্পে। এতদসত্ত্বে এখানে আমাদের সমাজের ডাক্তারদের অভিজ্ঞতার চিত্রটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে –

এত গম্ভীর হয়ে দেখলেন যে রোগা ডাক্তারটিকে নিধিরাম সর্দার বলে মনে হতে লাগল।

১৫.হাত -পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া।

(অর্থ : লজ্জা বা ভয়ে সংকুচিত হওয়া।)

"খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন" গল্পে গল্পকথক নিজের সম্পর্কে বলেছেন –

ভাগ্যিস আমার সামনে মৃত্যুর অন্ধকার খাদটা আছে, তাই কখনো কখনো দম বন্ধ হয়ে আসে, হাত-পাত পেটের মধ্যে সেঁধিতে চায়।

১৬.চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

(অর্থ : খারাপের সঙ্গে কারাপের বন্ধুত্ব।)

"কোথায় ছোবল" গল্পে উক্ত প্রবাদটির ব্যবহার –

–বি. এন. পি না কি. এন. পি অতো জানিনা ভাই-দুজনেই অ্যাডভোকেট বলে আমার কর্তার সঙ্গে ওর খুব চেনাশোনা।

– চোরে চোরে মাসতুতো ভাই-হেলাল বলে।

প্রবাদটিতে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

১৭.পাকা ধানে মই দেওয়া।

(অর্থ : কাজ সফল হবার পূর্বে বিঘ্ন ঘটানো।)

"মানুষটা খুন হতে যাচ্ছে" গল্পে গল্পকথক গণআদালতের স্বপক্ষে থাকার কারণে তাকে মারার হুমকি দেয়; উড়ো চিঠি লিখে –

হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা, গোলাম আযম কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছে? (৭ থেকে ১৭ সংখ্যক)[১৩১]

প্রবাদটিতে সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক চিত্র স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতন একজন শক্তিমান ছোটগল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। অনাহার অভাব, দরিদ্র ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে, সে সব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তার গল্পে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে প্রবাদের ব্যবহার[১৩২]

১. সোনার চান্দ, পিতলা ঘুঘু।

(অর্থ : অবজ্ঞা ভরে খারাপকে ভালো বলে সম্বোধন।)

"ফেরারী" গল্পে হানিফকে উদ্দেশ্য করে সালাউদ্দিননের উক্তি –

সোনার চান্দ, পিতলা ঘুঘু, ভামলালুকা পাট্টি মে তুম ভি ঘুসা?

২. পিঁপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

(অর্থ : পতনের আগে অনেকে বাড়াবাড়ি করে।)

এ প্রবাদটিতে লেখক ভেঙে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন –

এই ঈশ্বর সম্বোধন একটি নতুন পাখা গজানো পিঁপড়ে হয়ে সমস্ত ঘরে পতপত ঘুরে দীর্ঘ উড়াল দেয় বাইরের ধোঁয়া-ওঠা সন্ধ্যাবেলার লাল ও ধোঁয়াটে প্রদীপশিখায়। সেই ডানা-ওঠা পিঁপীলিকা দেখে হবিবর আলি মৃধার রুহ কেঁপে ওঠে।(ঐ)

৩. খাল কেটে কুমির আনা।

(অর্থ : স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা।)

"তারা বিবির মরদ পোলা" গল্পে তারা বিবির তার পুত্রবধূকে বেগানা স্ত্রী ও পুরুষ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেই উক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে –

বৌ, খাল কাইটা কুমির ডাইকা আইনো না, বুঝলা ?

৪.পিঁপড়ার গোয়া টিপে গুড়ের রস বের করা।

(অর্থ : অত্যন্ত কৃপণ ব্যক্তি।)

ইকবাল ঢাকা থেকে গ্রামে এসে দেখে তার বাবার সম্পত্তি চাচা দখল করে আছে। তার চাচা সম্পর্কে গ্রামের জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি বলে –

তোমার চাচা-তাঁই পয়সার জোঁক, পিঁপড়ার গোয়া টিপা তাঁই গুড়ের অস বার করে, তাঁই তোমাকে জমির ভাগ দিবি? (দখল)

৫. গোবরে পদ্মফুল।

(অর্থ : দরিদ্র বা নিচু বংশের অসাধারণ লোক।)

ইকবালের বাবা সম্পর্কে গ্রামের জনৈক ব্যক্তির উক্তি –

তোর বাপ ছিল গোবরে পদ্মফুল। (ঐ)

৬. যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

(অর্থ : সমানে সমান, উপযুক্ত জবাব।)

মুক্তিযুদ্ধের পর রাজাকারদের সম্পর্কে মোতাহারের উক্তি –

যেমন কুকুর মুগুরও তেমনি হওয়া চাই। শুওরের বাচ্চারা লিবারেটেড জোন বানাও ? (ঐ)

৭. কতধানে কত চাল। (অর্থ : আসল ব্যাপার।)

আসগর তার বসের জন্যে কমলা আনতে গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে। অবশেষে কমলা যোগার হয়। কিন্তু আসগরের কষ্টের কথা বস বুঝতে পারবে না। এ সম্পর্কে তাই তার মন্তব্য –

সায়েবরা আরামে থাকো। বোঝেনা কত ধানে কত চাল। (যুগলবন্দি)

প্রবাদটিতে গরীবের কষ্ট এবং ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে।

৮ .কেঁচো খুড়তে সাপ বেরনো।

(অর্থ : তুচ্ছ বিষয় থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে গভীর রহস্যের সন্ধান।

মুক্তিযুদ্ধে ছেলে মারা গেলে বুলুর মা উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকে। স্বামী মোবারক আলি তাকে আস্তে কাঁদতে বলে। তবুও কান্না থামেনা। তাই মোবারক আলির ভয় – তার কান্না শুনে মিলিটারির একজন সেপাই যদি এসেই পড়ে তখন পুত্র শোকের ব্যাখ্যা করা যাবে কীকরে? তখন কি খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বেনা। (অপঘাত)

লেখক উক্ত প্রবাদটি আংশিক ব্যবহার করলেও এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৭ –২০১২)

সমকালীন কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে হুমায়ুন আহমেদ সবচেয়ে জনপ্রিয় । একাধারে তিনি উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখে চলেছেন। তাঁর গল্পে দেখা যায় চিত্রল ও গতিময় ভাষা বিন্যাস। তাঁর গল্পের কাহিনী কখনোই আমাদের চেনা মধ্যবিত্ত সমাজ সত্যের বাইরে ছোটাছুটি করেনা। আশা-নিরাশার অনিণ্ডিত দোলাচল প্রবণ মূল্যবোধে সাধারণ মানুষের কাতর জীবন চূর্ণকণায় ছড়িয়ে আছে তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদ[১৩৩]

১. মরদ কা বাত হাতি কা দাঁত।

(অর্থ : যথার্থ পুরুষের কথা কখনও অন্যথা হয় না।)

রঞ্জুর সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে নীলু আপত্তি করলে উক্ত প্রবাদটির মধ্য দিয়ে রঞ্জু কঠিন প্রত্যয় ব্যক্ত করে – আর সিগারেট খাব না। ওয়ার্ড অব অনার। মরদকা বাত হাতি কা দাঁত। (ভালোবাসার গল্প)

২. বানরের গলায় মুক্তার মালা।

(অর্থ : অযোগ্যকে ভাল জিনিস দান।)

"রহস্য" গল্পের ভদ্রলোক লেখককে বাসায় দাওয়াত দেন। বিদায়ের সময় তার স্ত্রী সম্পর্কে লেখক প্রশংসা করলে ভদ্রলোক বলেন –

বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা। ঠিক না ভাই?

৩. পুরনো কাঁসুন্দি ঘাটা।

(অর্থ : পুরানো প্রসঙ্গ টেনে অপ্রীতিকর আলোচনা ।)

জলিল সাহেব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য চৌদ্দ হাজারের অধিক লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। স্বাক্ষরের ফাইলপত্র নিয়ে একদিন পত্রিকা অফিসে যান। পত্রিকার সম্পাদক তার সাথে দেখা না করে একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেন। ছেলেটি বলে –

কেন পুরানা কাঁসুন্দি ঘাটছেন? বাদ দেন ভাই। (জলিল সাহেবের পিটিশান)

প্রবাদটির মধ্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চিত্রের পাশাপাশি কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪. চোখ কপালে তোলা।

(অর্থ : বিস্মিত হওয়া।)

লেখক মফস্বলের এক কলেজে প্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিতে এসে ঐ কলেজের বিজ্ঞানের শিক্ষক সিরাজ উদ্দিনের সাথে পরিচয় হয়। লেখক তার সম্পর্কে কৌতুহল দমন করতে না পেরে একদিন হঠাৎ করে কলেজের পিয়নকে সঙ্গে করে তার বাসায় উপস্থিত হন। সিরাজ উদ্দিন তখন –

চোখ কপালে তুলে বলল, স্যার আপনি? (ভয়)

৫. ঘাটের মরা। (অর্থ : মুমূর্ষু ব্যক্তি।)

মন্ত্রী লোকদেখানোর জন্য পি. এস-কে একজন অসুস্থ লোক নিয়ে আসতে বললে পি. এস. রুগী নিয়ে আসে। পরে তার অবস্থা দেখে সে ভয় পেয়ে মন্ত্রীকে বলে –

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঢাকা পৌছাবার আগেই কিছু একটা হয়ে যাবে। ঘাটের মরা তুলে দিয়েছে স্যার। (মন্ত্রীর হেলিকপ্টার)

৬. শেষ ভালো তো সব ভালো।

(অর্থ : পরিণাম ভালো হলে পূর্বের সব দুঃখ-জ্বালা লাঘব হয়।)

রুগীর বেগতিক অবস্থা দেখে পুনরায় মন্ত্রী হেলিকপ্টার নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। হেলিকপ্টার মাঠে নামার কিছুক্ষন পর রুগী মারা যায়। ফেরার পথে মন্ত্রী পি.এস-কে বলেন –

প্রোগ্রামটি শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়েছে কি বলেন? সব ভালো যার শেষ ভালো। (ঐ)

উক্ত প্রবাদ দুটির মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের লোক দেখানো জনসেবার মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।

আমাদের সমাজ নানা বিবর্তনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই বিবর্তনের প্রভাব পড়েছে আমাদের কথা সাহিত্যেও। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত প্রবাদগুলোর মূল অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, যা কিছু হয়েছে বহিরাঙ্গিকে। আধুনিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েও প্রবাদগুলো আমাদের লোকঐতিহ্যকেই ধারণ করে আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নাট্যসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ

গল্প বলা যেমন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তেমনি অনুকরণ প্রিয়তাও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নাট্যসাহিত্যের উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়-অনুকরণ করার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। এই অনুকরণ প্রিয়তা অতি প্রাচীনকাল থেকেই লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন "চর্যাপদ"- এ 'বুদ্ধনাটকে'র উল্লেখ দেখা যায়। পনের শতকের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য এবং তার পরবর্তী সময়ে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহ নাটকের বহু উপাদান পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গান ও সংলাপ, মঙ্গলগান এবং পাঁচালির ছন্দে গীত রামায়ণ মহাভারত যাত্রাগানের প্রেরণাস্থল ছিল। এসব যাত্রাগান আমাদের লোকসমাজে এক সময় (আঠারো-উনিশ শতকে) ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

তবে আধুনিক বাংলা নাটক প্রাচীনকালের যাত্রাগানের ক্রমপরিণতি নয় বা এর সংশোধিত রূপও নয়। আবার সংস্কৃত সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটকের সপ্রচুর দৃষ্টান্ত থাকলেও বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটকের অনুকরণেও সৃষ্ট নয়। পাশ্চাত্য আদর্শে অভিনয়োপযোগী নাট্যমঞ্চ বাংলাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে। এই নাট্যমঞ্চ স্থাপনে কৃতিত্বের অধিকারী একজন বিদেশী যার নাম হেরাসিম লেবডেব। তিনিই সর্ব প্রথম দুটি ইংরেজি প্রহসন "Love is the best Doctor " এবং "The Didguise" (বাংলায় অনূদিত)-এর বাঙালি নাট্যশিল্পীদের দ্বারা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

"ইংরেজি নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা নাটকের উদ্ভবের ক্ষেত্র রচিত হলেও পরবর্তীতে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করে অনেক মৌলিক নাটক রচিত হয়। এগুলোর মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের "কীর্তিবিলাস" (১৮৫২), বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ট্রাজেডি এবং তারাচরণ শিকদারের "ভদ্রার্জুন" (১৮৫২) প্রথম কমেডি নাটক। এরপর রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণে হিন্দু সমাজে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথাকে ব্যঙ্গ করে "কুলীনকুল সবর্স্ব" (১৮৫৪) নামে নাটক লিখেন। এছাড়া তিনি "নবনাটক" (১৮৬৬) "রুক্মিনীহরণ" (১৮৭১) ও "কংসবধ" (১৮৭৬) নামে তিনটি মৌলিক নাটক লিখেন। পরবর্তীতে অন্যান্য নাট্যকারের হাতে বাংলা নাটক ক্রমপরিণতির দিকে ধাবিত হতে থাকে।

মাইকেল মধুসূদণ দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মাইকেল মধুসূদণ দত্তই আধুনিক বাংলা নাটকের প্রথম প্রাণদাতা। আঙ্গিক সমৃদ্ধ মঞ্চোপযোগী সার্থক নাটক রচনা কৃতিত্ব সর্ব প্রথম মধুসূদনেরই প্রাপ্য। মধুসূদন পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র রামনারায়ণ রচিত কোনো কোনো নাটকে জীবনের স্পন্দন বিচ্ছিন্নভাবে অনূদিত হলেও মধুসূদনের নাটকেই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত প্রবাদগুলো[১৩৪] নিচে তুলে ধরা হলো :

১. মুখে মধু পেটে বিষ।

(অর্থ : উপরে ভালো ব্যবহার কিন্তু মনে কুটিলতা।)

২. মাকাল ফল। (অর্থ : অন্তঃসারশূন্য।)

"পদ্মাবতী" নাটকে নারদের স্বগতোক্তিতে উক্ত প্রবাদ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে–

এ দুষ্টা স্ত্রীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। একি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকাল ফল।

৩. বামন হয়ে চাঁদে হাত।

(অর্থ : অযোগ্যলোকের উচ্চাশা।)

রাজকন্যা সাধারণ একজনকে ভালবাসে। এ নিয়ে কথা হচ্ছিল রাজকন্যার সখী ও পরিচারিকার মধ্যে। সখীর কথার উত্তরে পরিচারিকা বলছে –

সেই বিদর্ভ দেশের লোকটি এই দিকে আচছেন। উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভালবাসেন, তার সন্দেহ নাই; তা এমন ভালোবাসায় ওর কি লাভ হবে ? বামন হয়ে কি কেউ কখনো চাঁদ ধরতে পারে। (ঐ)

এই একই প্রবাদ "কৃষ্ণকুমারী" নাটকেও দেখা যায় রাজা জগৎ সিংহ কৃষ্ণকুমারীর ছবি দেখে তাকে বিয়ে করতে চাইলে মন্ত্রী মরুদেশের বর্তমান রাজা মানসিংহের সঙ্গে বিয়ের কথা বলেন; এর প্রতি-উত্তরে রাজা জগৎ সিংহ বলেন –

বামন হয়ে চাঁদে হাত। এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র। একথা সর্বত্র রাষ্ট্র।

৪. কাঠের বিড়াল হোকনা কেন; ইদুঁর ধরতে পারলেই হলো।

(অর্থ : যেনতেন ভাবে উদ্দেশ্য সফল করা।)

কৃষ্ণকুমারীর দূত মদনিকা রাজা মানসিংহের ছবি হাতে নিয়ে বলে –

হা, হা, হা! এতো মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্তি নয়। নাইবা হলো, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হৌকনা, ইদুঁর ধরতে পাল্যেই হয়। (ঐ)

প্রবাদটির মধ্যে আমাদের সমাজের খল চরিত্রের লোক (মদনিকা) – এর মনোভা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫. যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

(অর্থ : যে রক্ষাকর্তা তারই দ্বারা অনিষ্ট সাধন।)

রাজা ভীমসিংহের ভৃত্য আক্ষেপ করে বলছে –

হে বিধাতা, আমার কপালে কি এই ছিল। হা! বৎসে কৃষ্ণা যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো।(ঐ)

৬. পরের মাথায় কাঠাল ভাঙা।

(অর্থ : অন্যের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হওয়া।)

"শর্মিষ্ঠা" নাটকে বিদুষকের উক্তি –

পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া বড় আরাম হে। তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পুরেন কেন?

৭. কুলোর বাতাস দিয়ে দুর করা।

(অর্থ : চরম অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া।)

"একেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসনে উক্ত প্রবাদটির প্রয়োগ –

তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ত হতভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কত্তেম।

মধুসূদন একটি প্রহসন (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ) প্রবাদবাক্য দিয়ে নামকরণ করেছেন।

৮. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো।

(অর্থ : বৃদ্ধের যুবকের মতো আচরণ।)

৯. যেমন কর্ম তেমন ফল।

(অর্থ : কার্য অনুযায়ী ফল লাভ।)

"বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে উক্ত প্রবাদটিসহ অন্য প্রবাদের(৯ সংখ্যক) ব্যবহার। ভক্ত ছড়া কেটে বাচসম্পতিকে উদ্দেশ্য করে বলে –

বাইরে ছিল সাধুর আকার মনটা ছিল ধর্মে ধোয়া
পূণ্য খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড়গুড়িয়ে খোয়ের মোয়া
যেমন কর্ম ফলল ধর্ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

১০.গোবরে পদ্মফুল।

(অর্থ : নীচ বংশে অসাধারণ লোক।)

জমিদারের চামচা গদাধরকে ভক্ত বলছে –

ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

১১. দাঁড়কাকের মুখে সিন্দুরিয়া আম।

পাঠান্তর : দাঁড়কাকের মুখে সবরি কলা।

(অর্থ : অযোগ্যকে ভালো জিনিস দেওয়া।)

ভক্ত প্রজা হানিফের ঘরে স্ত্রী ফাতেমার রূপ দেখে বলছে –

ময়ুর চকোর শুক চাতকে না পায়
হায় বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৯৭৩)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িককালের নাট্যকারদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র অন্যতম। সমাজ-সচেতনতা তাঁর নাটকের বিশিষ্টতা। তাঁর পূর্বে সমাজ সচেতন নাটক লিখিত হলেও তিনিই সর্ব প্রথম সামাজিক সমস্যার মধ্যে জীবন ও মানবিক চরিত্রকে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত করেন। তাঁর নাটকগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রবাদের[১৩৫] উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়:

১. কাঙালের কথা বাসী হলে ফলে।

(অর্থ : সাধারণ লোকের কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করে না কিন্তু পরে তা ফলে যায়।)

"নীলদর্পণ" নাটকের শুরুতেই প্রজা সাধুচরণ গোলকচন্দ্র বসুকে উদ্দেশ্য করে বলছে – আমি তখন বলছিলাম, কর্তা মহাশয় আর এদেশে থাকা নয় তা আপনি শুনলেন না। কাঙালের কথা বাসী হলে খাটে।

২. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

(অর্থ : ক্ষতিগ্রস্থের আরো ক্ষতি করা।)

ইংরেজ নীলকর আই. আই. উড গোপীনাথ দেওয়ানের সাথে নীলচাষ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করার সময় সাধুচরণ জবাব দেয় –

দেওয়ানজী মহাশয় 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' কেন দেন। আমি কোন কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো।(ঐ)

৩. শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

(অর্থ : যে যে প্রকৃতির লোক সে সে প্রকৃতির লোকের সাক্ষী মানে।)

ঐ একই দৃশ্যে নীলকর উডের তল্পিবাহক গোপীনাথের ধামাধরা কথার প্রতি উত্তরে সাধুচরণ বলে –

হা ভগবান–শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

৪. নিজের চরকায় তেল দেওয়া।

(অর্থ : নিজ কাজে মন দেওয়া।)

নীলকর আই. আই. উড রাইচরণকে প্রহার করার সময় নবীন মাধব এসে প্রতিবাদ করে। তখন উড নবীন মাধবকে উদ্দেশ্য করে বলে –

তোমার নিজের চরকায় তেল দাও : (ঐ)

৫. বাড়া ভাতে ছাই।

(অর্থ : ফল প্রাপ্তির মুখে বাঁধা বিপত্তি।)

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের কোষে দুলাইন ছড়ার মধ্যে লেখকের মন্তব্য হিসেবে উক্ত প্রবাদটি লক্ষ্য করা যায় –

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।

৬. বৃন্দাবনে আছে হরি ইচ্ছা হলে রইতে নারি।

(অর্থ : ইপ্সিত বস্তুর জন্য উদগ্রীব হওয়া।)

সৈরিন্ধ্রী চুলের বেণী করছিল, আর সরলা শিকা বুনতে ছিল। সরলা শিকায় জরদ দেওয়ার কথা বললে সৈরিন্ধ্রী বলে –

তোমার বুঝি হাটের দিন পর্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন সকলি তাড়াতাড়ি; লোকে বলে –

বৃন্দা বনে আছেন হরি
ইচ্ছা হলে রইতে নারি। (ঐ)

৭. যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।

(অর্থ : নিজ দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে সবাই সচেতন।)

সরলার স্বামী কোলকাতার কলেজে পড়ে। তাই সরলা এ মাসের কদিন আছে জানতে চাইলে সৈরিন্ধ্রী ঠাট্টাচ্ছলে বলে –

যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। (ঐ)

৮. ঠক বাছতে গাঁ উজাড়।

(অর্থ : জগতে ভালোলোক অত্যন্ত কম।)

–সকল দেবতাই সমান, ঠক বাছতে গাঁ উজার। (ঐ)

"নবীন-তপস্বিনী" নাটকে –

৯. মধু পান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি।

(অর্থ : সুখ ভোগ করলেও কষ্ট ভোগ করতে রাজী নয়-এমন ব্যক্তি।)

মালতী ও মল্লিকা স্বামী সম্পর্কে কথোপকথনে এক পর্যায়ে মালতী কথার জবাবে মল্লিকা বলে –

সাধে বলি পুরুষ একজাত সতন্তর –
মধু পান কত্তে পারি
মাচির কামড় সইতে নারি।

১০. আলালের ঘরের দুলাল।

(অর্থ : বড়লোকের আদুরে সন্তান।)

মন্ত্রী জলধর মালতীর প্রেমে পড়লে মল্লিকা জলধরের উদ্দেশ্য বলে –

আপনি জগদম্বার সম্বল। জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল। আমরা আপনাকে নিতে পারি? (ঐ)

১১. বারো হাতে কাঁকড়ের তেরো হাত বিচি।
(অর্থ :মূল জিনিসের চেয়ে তার আনুষঙ্গিক জিনিস বড় হওয়া।)
রাজার সহচর মাধব মন্ত্রী সম্পর্কে বলছে –
মন্ত্রীর বুদ্ধিটি বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি এমন; প্রকান্ড পেট, তবু বুদ্ধির কানা বেরিয়ে থাকে। (ঐ)

১২.মরদ কা বাত, হাতি কা দাঁত।
(অর্থ : যথার্থ পুরুষের কথার খেলাপ হয় না।)
জলধর মালতীকে উদ্দেশ্য করে বলে –
আমার মনে খুব বিশ্বাস ছিল যে, কথা দিয়ে নিরাশ করবে না–
মরদ কী বাদ
হাতি কী দাঁত। (ঐ)

১৩.আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
(অর্থ : আত্মরক্ষাই প্রধান কাজ।)
সওদাগরের আগমন সম্পর্কে স্ত্রী জগদম্বা বললে জলধর ভয় পেয়ে বলে –
জগদম্বা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

১৪.যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই।
(অর্থ : নিজের ব্যাপারে কোনো খেয়াল না থাকা।)
রাজা রমণীমোহন মন্ত্রী জলধরকে রাজ্যভার অর্পণ করে বনবাসে যেতে চাইলে রাজার সহচর মাধব বলে –
যার বিয়ে তার মনে নাই
পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই। (ঐ)

১৫.ভিটেয় ঘুঘু চরানো।
(অর্থ : সর্বশান্ত করা।)
"বিয়ে পাগলা বুড়ো-তে রাজীবের উক্তি –
দেখি তোর কাকা জমিগুলো কেমন করে খায়, রাজীব এমন ঠক নয় এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাব।

১৬.বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।
(অর্থ : শাসনের দাপটে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করা।)
রাজীব কনক বাবুর প্রভাব-প্রতি-পত্তির কথা উল্লেখ করে বলছে –
কনক রায় যেমন তেমন লোক নয়, একটি মেয়ে স্থির করবেই, ক্ষমতা কত, মান কেমন; কনকের প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জলখায়। (ঐ)

১৭.বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি।
(অর্থ : উভয় পক্ষেই সুবিধাভোগী ব্যক্তি।)
রাজীবলোচন ঘটকের কথার উত্তরে বলছে – এপক্ষের মতামত কি? মহাশয় সে পক্ষের ভার লয়েছেন, এ পক্ষের ভারও মাহাশয়ের উপর কথায় বলে –
বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি। (ঐ)

১৮.শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।
(অর্থ : কাজের লোক আকারে-প্রকারেই চেনা যায়।)
রাজীলোচনের রসপ্রিয়তার জবাবে ঘটক বলছে –
শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। (ঐ)

১৯.পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।
(অর্থ : অভিজ্ঞলোকের গুণ বেশি।)
কনের ভাই বৈকুণ্ঠকে (বর রাজীব সম্পর্কে সমর্থন দিয়ে) বলে –
মহাশয়, পুরনো চাল দমে ভারী। (ঐ)

২০. চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।
(অর্থ : দুষ্টলোক সৎ পরামর্শ শোনে না।)
কামিনীর জামাই এসেছে রাত্রিতে। এ প্রসঙ্গে কামিনীকে উদ্দেশ্য করে হাবার মা চাকরানী বলছে – কামিনী, দোর খোলো আমার মাথা খাও, দোর খোলো। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। (জামাই বারিক)

২১.খুটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে।
(অর্থ : প্রভাবশালীলোকের আস্কারা পেয়ে দুর্বললোক বাড়াবাড়ি করে।
দুই স্ত্রী সম্পর্কে পদ্মলোচন অভয় কুমারের কথার প্রতি-উত্তরে বলছে –"খুটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে-আমার কাছে ইতর বিশেষ নাই, গহনা দু'জনকেই সমান দিইচি। (ঐ)

২২.জোর যার মূল্লুক তার।
(অর্থ : বলবান যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।)
উক্ত প্রবাদটির প্রয়োগ – এখন জোর যার মল্লুক তার, টানাটানি করে নিতে পারে। (ঐ)

২৩. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
(অর্থ : খলের সঙ্গে খলের বন্ধু।)
"লীলাবতী"- তে শারদা সুন্দরী ও লীলাবতী কথোপকথনে উক্ত প্রবাদটি ভেঙে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার –
শারদা : আমার লক্ষ্মণ দ্যাঁত্তর-আমার মন চোরার মাসতুতো ভাই-
লীলাবতী : চোরে চোরে।

২৪.উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।
(অর্থ : বাধ্য হয়ে সৎকাজ করা।)
স্ত্রী শারদার কথার জবাবে হেমচাঁদ বলছে –
ওড়া খই গোবিন্দায় নমঃ, বেরয়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়।

২৫.যার ধন তার নয়, নেপোয় মারে দই।
(অর্থ : প্রকৃত লোককে বঞ্চিত করে অন্যলোকের ধন ভোগ করা।)
"সধবার একাদশী-তে নিমচাঁদ অটলকে উদ্দেশ্য করে বলছে –
আমি ঠিক বলেছিলাম কিনা-ব্যাটা আজ বাড়ি মাতায় করেছে-বাবা, যার ধন তার নয় নেপো মারে দই।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান প্রথম মুসলিম নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন। তিনি একাধিক বাংলা নাটক রচনা করেছেন। তাঁর "জমিদার দর্পণ" (১৮৭৩) নাটকে উৎপীড়ক জমিদার শ্রেষ্ঠ কর্তৃক নিগৃহীত চাষীসমাজের বেদনাবিধূর চিত্র সুনিপূণ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এ নাটকে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রবাদগুলো[১৩৬] নিচে দেওয়া হলো

১. **ভিজে বিড়াল।**
(অর্থ : ভণ্ড, বাইরে শান্ত কিন্তু আসলে ধূর্ত।)

জমিদার সিরাজ আলির উক্তিতে উপরিউক্ত প্রবাদমূলক বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। জমিদার নায়েবকে উদ্দেশ্য করে বলছে –

তুমি যে কত বড় ভিজে বিড়াল তা তো জানতে বাকী নাই।

২. **হাড় ভাজা ভাজা করা।**
(অর্থ : অত্যন্ত জ্বালাতন করা।)

৩. **ঘাটের মড়া।**
পাঠান্তর : শ্মশানের মড়া।
(অর্থ : অতিশয় বৃদ্ধলোক।)

কৃষ্ণমণি তার স্বামী সম্পর্কে নুরন্নাহারের কাছে বলছে – ঐ মুখ পোড়ার কথা আর বলিস নে বৌ। ... আমার হাড় ভাজা ভাজা করে ছাড়ল।... শ্মশানের মড়া কি আমারে অত সহজে ছাড়ান দিবে ভেবেছিস।

৪. **জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ।**
(অর্থ : ঘরের প্রবল শত্রুর সাথে বিবাদ।)

৫. **পিঁপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।**
(অর্থ : পতনের আগে অনেকে বেশি বাড়াবাড়ি করে।)

জমিদারে দ্বিতীয় তোষামোদকারীর কথা উক্ত প্রবাদ দুটিতে পরস্পর ব্যবহৃত হয়েছে। আবু মোল্লাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে –

জমিদারের সঙ্গে বিবাদ। জলে বাস, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ। পিঁপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে?

৬. **পুঁটিমাছ হয়ে বোয়াল মাছকে কামড়ান।**
(অর্থ : ছোট হয়ে বড়র সঙ্গে পাল্লা।)

৭. **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।**
(অর্থ : উপস্থিত সুযোগ হাতছাড়া করা।)

জমিদারের নায়েব নিরীহ চাষী ফজুকে দলিলে দস্তখত দেওয়ার ব্যাপারে বলছে–

যা চিরকাল হয়ে আসছে তাই হচ্ছে। পুঁটিমাছ হয়ে বোয়াল মাছকে কামড়াতে গেছিস, বোয়াল হা করে তোকে গিলে নিয়েছে। নে, এখন সুবোধ ছেলের মতো এখানে টিপ দিয়ে খালাস নিয়ে চলে যা।... হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নে ফজু।

৮. **কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি।**
(অর্থ : সামঞ্জস্যহীন।)

ইংরেজ, জমিদার ও নিজের সম্পর্কে আবু মোল্লার উক্তি –

ইংরেজ মারতে, জমিদার মারতে দুনিয়া জাহান এত নারাজ কেন? দীন দুনিয়ার মালিক এটুখানি মুখ খোলো, উত্তর কর। না উত্তর নাই। আরে ভাই কিসের মধ্যে কি পান্তা ভাতে ঘি। আমি একটা চাষা, তার আবার কথা।

উক্ত নাটকে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রবাদেই তৎকালীন জমিদাদের অত্যাচার ও সাধারণ মানুষদের নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

অমৃতলাল বসু (১৮৬৩-১৯১৩)

বাংলা নাট্যসাহিত্যে অমৃতলাল বসু একজন খ্যাতিমান নাট্যকার। তিনি পরিহাসমূলক নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর পরিহাস ছিল উদ্দেশ্যমূলক ও তীক্ষ্ণ। তিনি প্রধানত বিদ্রূপ করেছেন পাণ্ডাতের বিকৃত পুরুষ ও নারী সমাজকে। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রবাদ[১৩৭] নিচে তুলে ধরা হলো :

১. **ধান ভানতে শিবের গীত।**
(অর্থ : অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা।)

"নবযৌবন" নাটকে উক্ত প্রবাদের ব্যবহার –

খাসা ভাই, ধান ভানতে শিবের গীত।

২. **চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।**
(অর্থ : দুমুখো নীতি অবলম্বন করা।)

"খাসদখল" নাটকে –

চোরকে চুরি করতে বলে গেরস্থকে জাগিয়ে তোলে।

৩. **ধরিমাছ না ছুঁই পানি।**
(অর্থ : কোনো বেগ না পেয়ে কার্যসিদ্ধি করা।)

"কালাপানি" নাটকে – ধরিমাছ না ছুঁই পানি।, তবেই বুদ্ধি বলে জানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানত কবি, এ কারণেই গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ন্যায় নাট্যসাহিত্যেও তার অপূর্ব কাব্যময়তার প্রকাশ দেখা যায়। তিনি প্রচলিত নাট্যধারাকে অনুসরণ না করে এক নতুন নাট্যধারার প্রবর্তন করেন। নাটকের বিশেষ কলা-কৌশল এবং আঙ্গিকের উপর জীবনকে নির্ভরশীল হতে না দিয়ে জীবন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে সহজভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। গল্প-উপন্যাসের মতো রবীন্দ্রনাথের নাটকেও প্রচুর প্রবাদের[১৩৮] সাক্ষাৎ মেলে–

১. জেনে-শুনে বিষ পান করা।
(অর্থ : জেনে-শুনে কোন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেওয়া।)
"মায়ারখেলা" গীতিনাট্যে অশোকের উক্তির মাধ্যমে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে –
আমি জেনে শুনে করেছি বিষ পান
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।

২. ভিটেয় ঘুঘু চরানো।
(অর্থ : সর্বশান্ত করা।)
"রাজা ও রাণী" কাব্যনাট্যে উক্ত প্রবাদের ব্যবহার –
তা আমরা আগুনই লাগিয়ে দেবো। ওরে, আগুনে পাপ নেই
রে। এবার ওদের বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘুঘু চরাব।

৩. অতিদর্পে হতা লঙ্কা।
তুলনীয়: অহংকার পতনের মূল।
(অর্থ : অধিক বাড়াবাড়িতে পতন হয়।)
এ নাটকেই উক্ত প্রবাদটি সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যায় –
অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরব ঃ
অতিদানে বলির্বদ্ধ সর্বমত্যন্তং গর্হিতম।

৪. যেমন শাস্তর আছে, তেমনি অস্তরও আছে।
(অর্থ : কথা অনুযায়ী উপায়ও আছে।)
রাজা প্রসঙ্গে কুঞ্জলালের উক্তি –
আমি বলছিলুম যেমন শাস্তর আছে তেমনি অস্তরও আছে। রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে, তখন অস্তর আছে। (ঐ)

৫. ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
(অর্থ : কর্মক্ষম ব্যক্তিরা সব জায়গাই কাজ করে যায়।)
উক্ত প্রবাদটিকে কবি ভেঙে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন –
মিছেনা ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই। (ঐ)

৬. শিরে বজ্রাঘাত হওয়া।
পাঠান্তর : মাথায় বাজ পড়া।
(অর্থ : আকস্মিক বিপদ ঘটা।)
কুমার সেনের উক্তির মধ্যে উক্ত প্রবাদটির ব্যবহার –
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল! শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙে। এখানে সে বেঁচে
রয়েছে কি! (ঐ)

৭. রসাতলে গমন করা।
(অর্থ : অতঃপাতে যাওয়া।)
"বিসর্জন" নাটকে রঘুপতির উক্তির মধ্যে প্রবাদমূলক বাক্যাংশটির ব্যবহার –
গিয়েছে দেবতা যত রসাতলে? শুধু দানবে-মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?

৮. সকল কাজের কাজি।
(অর্থ : সব বিষয়ে যে পারদর্শি।)

৯. পথের কাটা। (অর্থ : বাঁধা, বিঘ্ন।)
"অচলায়তন" সাংকেতিক নাটকে শোন পাংশুদের গানে উক্ত প্রবাদ দুটির ব্যবহার –
যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
তাঁর জলদমন্ত্র রবে
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দলে।

১০. আকাশ-কুসুম। (অর্থ : অলীক কল্পনা।)
"চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে উক্ত প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার –
কেটেছে একেলা বিবাহের বেলা আকাশ-কুসুম চয়নে
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই সর্ব প্রথম বাংলা সার্থক ঐতিহাসিক নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পূর্বে পৌরাণিক নাটকের ভাবাবেগে নাট্যকারগণ আচ্ছন্ন ছিল। তিনি ঐতিহাসিক নাটকে লৌকিক জীবনের সমৃদ্ধি এনে নাটককে জনপ্রিয় করে তোলেন। স্বদেশপ্রেম, পরাধীনতার মর্মবেদনা এবং জাতীয়জীবনের হতাশা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকসমূহে প্রকাশ পেয়েছে। আর ব্যবহৃত প্রবাদগুলো ১৩৯ নাটকের সংলাপকে করেছে সমৃদ্ধ।

১. এই মারে তো এই মারে।
(অর্থ : ক্রোধে উন্মাত্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে প্রহার করতে উদ্যত।)

২. কুরুক্ষেত্র।
(অর্থ : প্রচন্ড যুদ্ধ বা ঝগড়া।)
"প্রতাপসিংহ" নাটকে উক্ত প্রবাদ দুটির ব্যবহার–
এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি। কুরুক্ষেত্তর! এই মারে তো এই মারে।

৩ কার ঘাড়ে দুটো মাথা।
(অর্থ : গুরুতর অপরাধ করার দুঃসাহস কারো হয় না।)
"চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে ভিখারীর উক্তি –
কার ঘাড়ের উপরে দুটো মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে।

৪. কান টানলে মাথা আসে।
(অর্থ:এক বিষয়ে চাপ দিলে অন্যবিষয়ও আয়ত্বে আসে।)
মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মোরাদ দিলদারের কথোপকথনে মোরাদের কথার জবাবে দিলদার বলে –
ও বাবা, তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিস্কার করে ফেললে যে, কান টানলে মাথা আসে- অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে; অনেকের তা নেই কিনা।(সাজাহান)

৫. সুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরনো।

(অর্থ : কৌশলে ঢুকে সর্বনাশ করা।)

মহারাজ যশোবন্ত সিংহের প্রসঙ্গ নিয়ে ঔরংজীবের কথার জবাবে দিলদার বলছে–তুমি সেঁধিয়েছিলে সুঁচ হয়ে-এখন ফাল হয়ে বেরোও আমার সেই ভয়।

৬. বক ধার্মিক। (অর্থ : ভণ্ড।)

সুজা পিয়ারীর কথার জবাবে – তুমি অনেক কথা বলো বটে, কিন্তু যখন এই বক ধার্মিকদের ঠাট্টা কর, তখন মিষ্টি লাগে–কারণ আমি কোনো ধর্মই মানিনে। (ঐ)

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক রচনা করে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ বাংলা নাটককে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের মতো নাটকেও দেখি সাধারণ মানুষের উপস্থিতি। এই সাধারণ মানুষগুলোকে তিনি ভাষা শৈলী প্রবাদে[১৪০] প্রয়োগ ও নাট্যগুণের দক্ষতায় অসাধারণ করে উপস্থাপন করেছেন তাঁর নাটকসমূহে।

১. নাকানি-চুবানি। (অর্থ : হয়রানী হওয়া।)

"বহিপীর" নাটকে পীর ও তার সঙ্গী সম্পর্কে হাশেম তার মা খোদেজার কাছে বলছে – মনে হয় ধাক্কা খাওয়ার আগেই পীর সাহেবের নৌকাটা বে-সামাল হয়ে পড়েছিল। পীর সাহেব আর তার সঙ্গী দুজনেই কিছুটা নাকানি-চুবানি খেয়েছেন।

২. খাল কেটে কুমির আনা।

(অর্থ : স্বেচ্ছায় বিপদে ডেকে আনা।)

হাশেমদের নৌকায় জলে ঝাঁপ দেওয়া একটি মেয়ে আশ্রয় নেয়। মেয়েটিকে হাশেমের পছন্দ হয়। এ প্রসঙ্গে খোদেজা (হাশেমের মা)-এর উক্তি –

মেয়েটা তোর মাথা খেল নাকি? খোদা খোদা। আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি।(ঐ)

৩. আসমানজমিন ফারাক।

পাঠান্তর : আকাশ-পাতাল তফাত।

(অর্থ : বিস্তর পার্থক্য।)

"বহিপীর হাতেম আলি (হাশেমের বাবা)-কে তাদের দুজনের সমস্যা সম্পর্কে তুলনা করতে উক্ত প্রবাদ মূলক বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়েছে –

ভাবিলাম দুঃখের কারণ যদি এক না হয় তবে গভীর দুঃখগ্রস্থ দুটি লোকের মতো অপরিচিত আর কেহ নাই। পাশাপাশি বসিয়াও দুইজনের মধ্যে যেন আসমান জমিনের প্রভেদ।(ঐ)

৪. মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়া।

(অর্থ : আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া।)

"সুড়ঙ্গ" নাটকে রেজ্জাক সাহেব ফকিরকে উদ্দেশ্য করে বলছে –

আমি পীর-ফকির বিশ্বাস করিনা। একথা বলার জন্য আমার মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও আমার অবিশ্বাস ভাঙবেনা।

প্রবাদটির মধ্যে একজন সংস্কারমুক্ত সচেতন মানুষের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

৫. ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া।

(অর্থ : হঠাৎ করে উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা কেটে যাওয়া।)

কলিমের মানসিক অবস্থা বোঝাতে প্রবাদটি বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে –

কলিম: (যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে) তাহলে তুমি জান। (ঐ)

৬. মাথায় খুন চড়া।

(অর্থ : অত্যন্ত রাগান্বিত হওয়া।)

কলিম (ফকির) সম্পর্কে যুবকের উক্তি –

কিন্তু ও ঢুকবে। ওর মাথায় খুন চড়েছে যে? (ঐ)

৭. মান্ধাতার আমল।

(অর্থ : অত্যন্ত পুরনো যুগ।)

"তরঙ্গভঙ্গ" নাটকের শেষ দৃশ্যের শেষ উক্তিতে উক্ত প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়েছে। দেরীতে

পৌঁছানোর কারণ সম্পর্কে কেরানিকে উদ্দেশ্য করে চাপরাসি বলছে –

সাইকেলের কি দোষ ? সেই মান্ধতার আমলের জিনিস। না বদলালে আর চলে না।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)

মুনীর চৌধুরী বাংলা নাট্য সাহিত্যের একজন নিরীক্ষাবাদী ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বাংলাদেশের নবনাট্যের পথিকৃত বলা যায়।তাঁর নাটকে ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশাত্মবোধ ও যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ[১৪১]

১. জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।

(অর্থ : উভয় দিকে বিপদ।)

"দণ্ডকারণ্য" নাটকে লক্ষ্মণের উক্তিতে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে –

এই নদীর ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। বাঘ কাবু করতে পারলেও, সাঁতার জানিনা বলে মকরের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত নই।

২. থোতা মুখ ভোঁতা করা। (অর্থ : গর্বচূর্ণ হওয়া।)

প্রতিবেশীকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে বশিরের উক্তি –

থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে আমারও জানি। (এক তালা -দোতালা)

৩. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

(অর্থ : পাপ কখনো চাপা থাকেনা।)

আপার কথার জবাবে দুলা ভাইয়ের উক্তি – ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। (ঐ)

৪. মশা মারতে কামান দাগান।

(অর্থ : ছোট কাজে বড় আয়োজন।)

"বংশধর" নাটিকায় বাবার কথার জবাবে মার উক্তি – মশা মারতে কামান দাগতে চাও নাকি? সাহস থাকে তো একটা লাঠি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাও।

৫. ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল।

(অর্থ : তালজ্ঞান শূন্য।)

এটি মধ্যযুগের জনৈক কবির কবিতার পংক্তি। বর্তমান পংক্তিটি প্রবাদবাক্য রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। "সংঘাত" নাটিকায় গদ্য কবিতা সম্পর্কে তরুণের মন্তব্য – হাঁ ঠিক যেন ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল, না ?

৬. হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া।

(অর্থ : অত্যন্তভীত বা লজ্জিত হওয়া।)

"ঢাক" নাটিকায় রোজিনার কথার জবাবে আমিনের উক্তি –

বুড়ি বেহুঁশ হয়ে কী সব বকে গেল আর ওমনি তোমাদের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে।

৭. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

(অর্থ : প্রথমে নিজের মঙ্গল দেখা।)

"মর্মান্তিক " গীতি রঙ্গনাট্যে নাট্যকার উক্ত প্রবাদটি ভেঙে নিজের মতো করে এভাবে ব্যবহার করেছেন –

সমবেত : চাচাচা চাচা
মের্শেদ : হাত মুঠ শির উচাঁ,
বাজে কুচ কাওয়াজ
জান বাঁচা জান বাঁচা।

৮. মাথা হেট হওয়া। (অর্থ : লজ্জিত হওয়া।)"চিঠি" নাটকে মীনাকে উদ্দেশ্য করে বদরুল হাসানের উক্তি – যা বলি একটু মন দিয়ে শোনো। তুমি আমাদের সকলের মাথা হেট করে দিয়েছো।

৯. সে গুড়ে বালি। (অর্থ : অনর্থক আশা।)

১০. ঠুলিপরা কলুর বলদ।

(অর্থ : যে ব্যক্তি অপরের জন্য অন্ধের মতো বেগার খাটে।)

"রক্তাক্ত প্রান্তর" নাটকে বশিরের উক্তিতে প্রবাদমূলক বাক্যাংশে দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে মারাঠার জবাবে –

সে গুড়েবালি। সবুর করো! কি দশা করি দেখবে।

পরে রহিমকে উদ্দেশ্য করে –আমরা হচ্ছি পাহাড়াদার। ঠুলি পরা কলুর বলদ। ঘুরবো আর ঘুরবো।

১১. আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

(অর্থ : আল্লাহ সবসময় বান্দার মঙ্গল চান।)

এ নাটকে শেষ সংলাপের মধ্যে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইব্রাহিম কার্দির মৃত্যুর পর দার্শনিক সুজা-উ-দ্দৌলা বলেন –

আল্লাহ যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যই করেন। বাদশার যিনি বাদশা খোদ তিনি মুক্তির ফরমান জারি করেছেন।

আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০)

আনিস চৌধুরী বাংলাসাহিত্যের একজন যশস্বী নাট্যকার। তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্রটি নিখুঁত বাস্তবতায় চিত্রিত হয়েছে। নিচে তার "মানচিত্র" নাটকে ব্যবহৃত প্রবাদগুলো[১৪২] তুলে ধরা হলো :

১. বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজা।

(অর্থ : বাজে কাজে সময় নষ্ট করা।)

মরিয়ম তার ছেলে আমিনকে কলেজের কথা বললে আমিন বলে –

বাঃ ক্লাস না থাকলেও বসে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজব নাকি?

২. বাড়ি মাথায় তোলা।

(অর্থ : গলাফাটানো , চিৎকার করে সবাইকে অস্থির করা।)

রানুকে উচ্চস্বরে আমিন ডাক দিলে রানু বলে –

কি! সারাবাড়ি মাথায় করে তুলেছ।

৩. খাল কেটে কুমির আনা।

(অর্থ : স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা।)

স্কুল মাস্টার কলিমের কথার জবাবে স্কুলের ছেলে মেয়ে সম্পর্কে সেক্রেটারি ইয়াকুবের উক্তি – সেটাই ভালো ছিল। খাল কেটে কুমির এনেছি।

প্রবাদটির মধ্যে আমাদের সমাজের ক্ষমতাধর স্বার্থান্বেষী মানুষের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪. ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

(অর্থ : উপরওয়ালাকে উপেক্ষা করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা।)

৫. লাটাইয়ের সুতো ঢিলা করা।

(অর্থ : ক্ষমতা শিথিল করা।)

৬. ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

(অর্থ : সব জানা সত্ত্বেও অজ্ঞতার ভাণ করা।)

স্কুলের সহকারী শিক্ষক মজিদ সাধারণ শিক্ষকদের বেতনের জন্য সেক্রেটারির কাছে হেড মাস্টার মনসুর রাগান্বিত হন। এক পর্যায়ে দুজনের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়– নাড়ী-নক্ষত্র সব কিছু জানি। ঘোড়া ডিঙিয়ে কে কোথায় ঘাস খায় সে খবরও আমার জানা। ... আমারই হয়েছে ভুল। লাটাইয়ের সুতো ছেড়ে দিয়েছি।... ভাবছেন মনসুর সোজা লোক ভাজা মাছটি উল্টে করে খেতে জানে না।

৭. ভিজা বেড়াল।

(অর্থ : ভণ্ড, বাইরে শান্ত কিন্তু আসলে ধূর্ত।)

মজিদ তার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে চাইলে ঐ একই প্রসঙ্গে হেড মাস্টার বলেন –

রাখুন রাখুন, আর ভিজে বেড়াল সাজতে হবে না।

৮. সুচঁ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরনো।

(অর্থ : কৌশলে ঢুকে সর্বনাশ করা।)

মজিদ মাস্টারের ভাগ্নে কামাল স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে এলে নায়েব বলে –

মজিদ মাস্টার গেল বটে, কিন্তু বংশের রক্ত তো রয়ে গেল। সুচঁ হয়ে ঢুকলে কিন্তু বেরুবে ফাল হয়ে।

উপরিউক্ত প্রবাদগুলোর মধ্যে একটি বেসরকারী স্কুলের সাধারণ শিক্ষকদের দৈন্যতা ও হেডমাস্টারের দৌরাত্ম্যের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মমতাজ উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-)

মমতাজ উদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। তাঁর নাটকের মূলসুর হলো-শহুরে জীবন ও সেখানকার মানুষের জীবন-জটিলতার বিশ্লেষণ। তিনি মানব জীবন যন্ত্রণাকে হাস্যরসের মধ্যে তুলে ধরে তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, দেশপ্রেম প্রভৃতি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। তাঁর নাটকে প্রবাদের[১৪৩] প্রয়োগ-

১. সাত ঘাটের কানা কড়ি।

(অর্থ : বহুদর্শী।)

এ প্রবাদটি দিয়ে নাট্যকার একটি নাটকের নামকরণ করেছেন।

২. মশা মারতে কামান দাগান।

(অর্থ : ছোট কাজে বড় আয়োজন।)

মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য বারেক (পুলিশ) ইলিশ ধরার ডোঙাকে হাঁকাতে বললে তার প্রতি উত্তরে নুর মোহাম্মদ দারোগা বলে –

> না, মশা মারতে কামান দাগা। দেশের লোক এমনিতেই গলার নাল ফাটিয়ে কাউ-মাউ করছে, মাছ-ধরা বন্ধ করলে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেবে। (স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা)

৩. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

(অর্থ : প্রথমে নিজের মঙ্গল দেখা।)

বাউলবেশী জনৈক মুক্তিযোদ্ধা (লোক)-কে ধরার প্রাক্কালে নুর মোহাম্মদ দারোগার উক্তি –

আমার কাছে ওসব দেশপ্রেম, দেশের মণি বলে পার পাবেনা হে। চাচা আপন জান বাঁচা। (ঐ)

৪. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।

(অর্থ : যেখানে বিপদ হবার আশঙ্কা সেখানেই উপস্থিত হবার উপক্রম।)

এরপর নুর মোহাম্মদ দারোগা লোকটিকে ঘাড় ধরে নিয়ে এসে ফেলে দিলে লোকটি রোদন করে – হায় আল্লা! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। (ঐ)

৫. বিড়াল হয়ে বাঘের মুখে থাপ্পর।

(অর্থ : ছোট হয়ে বড়কে অপমান।)

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক দেশের শোষণ নির্যাতনের কথা বাউল লোকটি বললে তার জবাবে নুর মোহাম্মদ দারোগা বলে –

তুমি শালা একটা উজবুক। বিড়াল হয়ে বাঘের মুখে থাপ্পর দিতে চাও। (ঐ)

৬. পিঁপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে।

(অর্থ : পতনের পূর্বে অনেকে বেশি বাড়াবাড়ি করে।)

"বর্ণচোরা" নাটকে গোলাম সাদেকের (রাজাকার) অনুচর মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে বললে সে বলে – মুক্তিবাহিনী, কিসের মুক্তিবাহিনী? ভাতুয়া বাঙালির বাচ্চারা আবার সৈন্য হয়েছে। পিঁপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে।

৬. আগড়াম-বাগড়াম।

(অর্থ : অর্থহীন বা বাজে কথা।)

" এবারের সংগ্রাম' নাটকে বাদশা বলছে – হুশিয়ার! বেশি আগড়াম-বাগড়াম করলে আমি কিন্তু বোমা মেরে সব পয়মাল করে দেব।

৭. মগের মুল্লুক। (অর্থ : অরাজক দেশ।)

"স্বাধীনতা সংগ্রাম" নাটকে বর্গির উক্তি – সব বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের পিয়ারা কায়েদে আযম সাব মিল্লাত সাহাব নাই। দেশটা মগের মুলুক হয়ে গেল নাকি।

আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮)

আব্দুল্লাহ আল মামুন বাংলাদেশের একজন শক্তিশালী নাট্যকার। তিনি বাংলাদেশের নাট্যজগতকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি একাধারে নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা, নাট্যনির্দেশক ও নাট্যদল সংগঠক। তিনি সমাজসচেতনতা, আবেদনময় চরিত্র সৃষ্টিতে দক্ষতা; একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গাত্মক কৌতুকোচ্ছল ও গাঢ় ট্রজিক আবেগপূর্ণ সংলাপ নির্মাণে পারঙ্গমতা পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকে বহু প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রবাদগুলো[১৪৪] নিচে তুলে ধরা হলো :

১. গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

(অর্থ : কষ্টের উপর কষ্ট।)

বেকার খোকনের চাকুরী না হওয়া সম্পর্কে কেরানির উক্তি –

একে বাবার বন্ধু, তার ওপর আবার উপকার পেয়েছিল, একেবারে গোদের উপর বিষ ফোঁড়া। (সুবচন নির্বাসনে)

২. পান থেকে চুন খসা। (অর্থ : সামান্য ত্রুটি।)

স্বামীর অফিসের বসকে গৃহবধূ রানু বলছে –

কতই বা বয়স আমার তখন! মাঝে মাঝে পান থেকে চুন খসলে তপুটাই বেশি চেঁচামেচি করত। (ঐ)

৩. হাতি পাঁকে পড়লে চামচিকায়ও লাথি মারে।

(অর্থ : ক্ষমতাধর কেউ বিপদে পড়লে তুচ্ছলোকও অপমান করে।)

"এখন দুঃসময়" নাটকে উক্ত প্রবাদটি ব্যাপারীর উক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপারী সাঁতার জানেনা। চারিদিকে বন্যার পানি হু-হু করে বাড়ছে। তাই সে সোনাকে নৌকা আনার জন্য টাকার লোভ দেখায় –

হাঁত্তি পেঁকে পড়লে পিঁপড়া লাথি মারে। ল' পুরা দুই টেকা। ডিঙি লইয়া আয়।

৪. চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া।

(অর্থ : প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া।)

"এবার ধরা দাও" নাটকে তরুণের উক্তি – এসময় থাকত বাবা আমার সঙ্গে- চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতাম, অর্থ উপার্জন আমাকে দিয়ে হবে না।

৫. সাতরাজার ধন মানিক। (অর্থ: অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু।)

ছেলে (তরুণ) সম্পর্কে বাবার উক্তি– আওয়াজটা হতেই থাকে যতক্ষণ না অতিষ্ট হয়ে আমার সাতরাজার ধন মানিক কাজের খোঁজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। (ঐ)

৬. ডুবন্ত মানুষ খড়-কুটাও আকড়ে ধরে।

(অর্থ : অসহায় মানুষ তুচ্ছ ব্যক্তিরও সাহায্য কামনা করে।)

উক্ত প্রবাদটিকে ভেঙে নাট্যকার নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন –

আমি একটা ডুবন্ত মানব সন্তান আর আপনি হচ্ছেন খড়-কুটো। আমি আপনাকে আকড়ে থাকতে চাই। (ঐ)

৭. ঘরের শত্রু বিভীষণ।

(অর্থ : নিজের লোকের সাথে শত্রুতা করে এমন লোক।)

প্রথম পথচারী ও বাবার কথপোকথনে তরুণ সম্পর্কে বাবার উক্তিতে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে – প্রথম পথচারী: কে হে দিনে দুপুরে নসিহত করছে?

বাবা : ঐ তো আমার ঘরের শত্রু বিভীষণ।

৮. গরু মেরে জুতো দান।

(অর্থ: অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সামান্য ভালো কাজ করা।)

"শপথ" নাটকে সাম্রাজ্যের উক্তি –

ব্যবসাটাই যে আমাদের গরু মেরে জুতো দানের। গৃহস্থের গায়ে হাত বুলাও। তার গরু কেড়ে নাও। তারই সামনে সে গরুর গলায় ছুরি বসাও। অবশেষে গৃহস্থকে উপহার দাও চকচকে একজোড়া জুতো।

৯. খাল কেটে কুমির আনা।

(অর্থ : স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা।)

সাম্রাজ্যে ও ছাত্রের কথপোকথনে –

সাম্রাজ্য : শুধু তোর গৃহে আমার দ্বার থাকবে অবারিত।

ছাত্র : অর্থাৎ খালকেটে কুমির? (ঐ)

১০.মাথার ঘাম পায়ে ফেলা।

(অর্থ : কঠোর পরিশ্রম করা।)

"সেনাপতি" নাটকে তালুকদার (সেনাপতি)-এর উক্তি –

ঐ চিমনির ধোঁয়া কী দিয়ে তৈরী হয় জানেন? আপনারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মিলের চাকা ঘোরান।

১১.কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

(অর্থ : শত্রু দিয়ে শত্রুকে বিনাশ করা।)

জনৈক শ্রমিক তালুকদারকে মালিক পক্ষ বলে সন্দেহ প্রকাশ করলে তালুকদার বলে – কিছুই বোঝেনা। আপন পর চেনে না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়- এই অতি পুরাতন কৌশলটা জানে না।

১২. মামাবাড়ির আব্দার। (অর্থ : অযৌক্তিক দাবী।)

শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া প্রসঙ্গে তালুকদার শ্রমিকদের উদ্দেশে –

আপনাদের আহ্লাদ, আপনাদের মামাবাড়ির আব্দার-যাকিছু আছে, সব উজাড় করে ঢেলে দিন। (ঐ)

১৩. মশা মারতে কামান দাগান।

(অর্থ : ছোট কাজে বড় আয়োজন।)

বসের কথায় তালুকদার ক্ষেপে যায়। শ্রমিক সর্দারকে উদ্দেশ্য করে সে বলে-

সর্দারের বাচ্চা, মশা মারতে কামান দাগা আমি পছন্দ করিনা। ভালয় ভালয় চলে যা, যা এখান থেকে। (ঐ)

১৪.রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়।

(অর্থ : বড়লোকদের হিংসা-দ্বন্ধের ফলে সাধারণ লোকের প্রাণ যায়।)

উপরিউক্ত প্রবাদটি নাট্যকার নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন –

রাজায় রাজায় লড়াই বাঁধলে কিছু পিঁপড়ে তো মরবেই। (ঐ)

১৫.পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়া।

(অর্থ : অসহায় অবস্থায় পড়া।)

বসের উদ্দেশ্যে তালুকদারের উক্তি – আপনি নিজেই তো ধরা পড়ে আছেন। নিজের পায়ের তলার মাটি আছে কিনা দেখুন। (ঐ)

পরিশেষে বলা যায়– প্রবাদগুলো আমাদের লোকঐতিহ্য। এই লোকঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে একটা জাতির জীবনে নানা ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা জীবন্ত রয়েছে। কেননা আমাদের জীবনাচরণ এই লোকঐতিহ্যের স্নিগ্ধ হাওয়ায় লালিত, অক্সিজেনের মতো মানুষের অজান্তেই তা যেন জীবনকে সজীব ও সতেজ রাখে। আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের রচনায় এই প্রবাদ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবাদগুলো সাহিত্যিক ভাষা ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষার মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। কবি-সাহিত্যিকগণ শুধু চরিত্র অনুযায়ী প্রবাদগুলো ব্যবহার করেননি, নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে তা ভেঙে ইচ্ছে মতো প্রয়োগ করেছেন। এজন্যে কোনো কোনো স্থানে প্রবাদের মূল অর্থ কিঞ্চিত পরিবর্তিত হয়ে নতুন অর্থও গৃহীত হয়েছে। প্রবাদগুলোর একটা সাধারণ বা রূপক অর্থ থাকলেও, সেগুলো এককভাবে তেমন জোরালো সামাজিক চিত্র প্রকাশ করেনা। কিন্তু এগুলো সাহিত্যে ব্যবহারের ফলে একই প্রবাদ (নিজস্ব অর্থ ঠিক রেখে) ভিন্ন ভিন্ন গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। সেই সাথে এর আলংকারিকতা বা কাব্য সৌন্দর্যের মানও তেমন ক্ষুন্ন হয়নি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৩।
২. সুদেষ্ণাবসাক, বাংলার প্রবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭।
৩. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.) চর্যাগীতিকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৫।
৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.) বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দেজ পাবলিশিং কলিকাতা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৭।
৫. শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), রামাই পণ্ডিত, শূন্যপুরাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩১৪।
৬. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কৃত্তিবাস, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কলিকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ১৩৫৩।
৭. শ্রী যোগেন্দনাথ বসু (সম্পা.) কাশীরাম দাস, মহাভারত, সিটিবুক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩১৫।
৮. যোগেন্দ্র চন্দ্র সবু (সম্পা.) ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্রীধর্মমঙ্গল, বঙ্গবাসী মিশন প্রেস, কলিকাতা, ১২৯০।
৯. শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রী দীনেশচন্দ্রসেন (সম্পা.), মানিক গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২২।
১০. শ্রী বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত (সম্পা.), মানিক রাম গাঙ্গুলী, ধর্মমঙ্গল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৬০।
১১. শ্রী নগেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত (সম্পা.) বিজয়গুপ্ত, মনসা মঙ্গল, বণিক প্রেস, কলিকাতা।
১২. শ্রী যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসা মঙ্গল, ১মখণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা,২য় সংস্করণ, ১৯৪৯।
১৩. শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রী আশুতোষ দাস (সম্পা.) জগজ্জীবন, মনসা মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬০।
১৪. শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত (সম্পা.) নারায়ণদেব, পদ্মপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪৭।
১৫. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পা.), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণচণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, নতুন সংস্করণ, ১৯৬২।
১৬. শ্রী যোগিলাল হালদার (সম্পা.), রামেশ্বর, শিবসংকীর্তণ বা শিবায়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৭।
১৭. শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, শিবায়ণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৩।
১৮. শ্রী নুট বিহার রায় (সম্পা.), শ্রী মাধবাচার্য, শ্রী কৃষ্ণমঙ্গল, বঙ্গবাসী মেসিন প্রেস, কলিকাতা, ১৩১০।
১৯. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (সম্পা.), সেখ ফয়জুল্লা, গোরক্ষবিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২৪।
২০. শ্রী আশুতোষ দাস (সম্পা.), দ্বিজরাম দাস, অভয়া মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,কলিকাতা, ১৯৫৭।
২১. শ্রী নন্দলাল (সম্পা.) শ্রী মালাধর বসু, শ্রী শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা, ১৯৪৫।
২২. দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পা.), মৈমনসিংহ গীতিকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৭।

২৩. শ্রী নলিনী নাথ দাসগুপ্ত (সম্পা.), পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৭।
২৪. মুহাম্মদ এনামূল হক (সম্পা.), শাহ মুহম্মদ সগীর, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭১।
২৫. আহমদ শরীফ (সম্পা.), বাহরাম খান, লাইলী মজনু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৭।
২৬. মযহারুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ (সম্পা.), দৌলত কাজি, সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯।
২৭. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পা.), আলাওল, পদ্মাবতী, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ১৩৭৬।
২৮. আহমদ শরীফ (সম্পা.), আলাওল, তোহফা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৮।
২৯. আহমদ শরীফ (সম্পা.), দোনাগাজী, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।
৩০. আহমদ শরীফ (সম্পা.), মুহম্মদ খান, সত্যকলি বিবাদ সংবাদ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।
৩১. আহমদ শরীফ (সম্পা.), মুহম্মদ কবীর, মধুমালতী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৩৬৬।
৩২. আহমদ শরীফ (সম্পা.), সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থবলী ও তাঁরযুগ, পূর্বোক্ত, ১৯৭২।
৩৩. রিজিয়া সুলতানা (সম্পা.), নওয়াজিস খান, গুলে বকাওলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০।
৩৪. মযহারুল ইসলাম (সম্পা.), কবিহেয়াত মামুদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৬১।
৩৫. পূর্বোক্ত।
৩৬. পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), রামপ্রসাদী সঙ্গীত, কলকাতা, ১৩৫৬।
৩৭. আরায়েশ মাহফেল (সম্পা.), সৈয়দ হামজা, হাতেমতাই, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১।
৩৮. গরীবুল্লাহ ফকির, ছহি বড় ইউসুফ জোলেখা, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৬০।
৩৯. ছহি বড় জঙ্গনামা, পূর্বোক্ত।
৪০. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্রোপাধ্যায় ও শ্রী সজনী কান্তদাস, ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ঢাকা, ১৩৫০।
৪১. ভবতোষ দত্ত (সম্পা.), ঈশ্বরগুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৬৮।
৪২. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও মিলন দত্ত (সম্পা.), মেঘনাদবধ কাব্য, সাহিত্যম, কলিকাতা, ১৩৬৭।
৪৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন দত্ত গ্রন্থাবলী, সাহিত্য সংসদ কলকাতা, ১৩৬৮।
৪৪. রতন সিদ্দিকী (সম্পা.), বিহারীলাল কাব্যসংগ্রহ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০০০।
৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, রহমান বুকস, ঢাকা, ১৯৯৫।
৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা, ১৩৮০।
৪৭. মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), নজরুলের কবিতা সমগ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০০।
৪৮. আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), কবিতাসমগ্র জীবানানন্দ দাশ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, পুনমুদ্রণ, ১৯৯৮।
৪৯. জসীম উদ্দীন, নক্সী কাঁথার মাঠ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা ১৪শ সংস্করণ, ১৯৭৭।
৫০. জসীম উদ্দীন, সকিনা, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৩।

৫১. জসীম উদ্দীন, নক্সী কাঁথার মাঠ, পূর্বোক্ত।
৫২. জসীম উদ্দীন, জলের লেখন, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯।
৫৩. জসীম উদ্দীন, সোজন বাদিয়ার ঘাট, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১২শ সংস্করণ, ১৯৭৬।
৫৪. জসীম উদ্দীন, সকিনা, পূর্বোক্ত।
৫৫. জসীম উদ্দীন, নক্সী কাঁথার মাঠ, পূর্বোক্ত।
৫৬. জসীম উদ্দীন, সোজন বাদিয়ার ঘাট, পূর্বোক্ত।
৫৭. বিষ্ণুদে, চোরাবালি, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৮।
৫৮. বিষ্ণুদে, পূর্বলেখ, কবিতা ভবন, কলকাতা, ১৯৪১।
৫৯. বিষ্ণুদে, সন্দ্বীপের চর, দি বুকম্যান, কলকাতা, ১৩৫৪।
৬০. বিষ্ণুদে, পূর্বলেখ, পূর্বোক্ত।
৬১. বিষ্ণুদে, সাতভাই চম্পা, ঈগল পাবলিশাস, কলকাতা, ১৯৪৫।
৬২. বিষ্ণুদে, পূর্বলেখ, পূর্বোক্ত।
৬৩. বিষ্ণুদে, সাতভাই চম্পা, পূর্বোক্ত।
৬৪. বিষ্ণুদে, নাম রেখেছি কোমলগান্ধার, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, ১৩৮৭।
৬৫. বিষ্ণুদে, সন্দ্বীপের চর, পুর্বোক্ত।
৬৬. বিষ্ণুদে, সাতভাই চম্পা, পূর্বোক্ত।
৬৭. বিষ্ণুদে, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, পূর্বোক্ত।
৬৮. বিষ্ণুদে, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, বাক, কলিকাতা, ১৩৬৫।
৬৯. বিষ্ণুদে, ঈশাবাস্য দিবানিশি, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮১।
৭০. বিষ্ণুদে, আমার হৃদয়ে বাঁচো, নাভানা, কলকাতা, ১৩৮১।
৭১. শামসুর রাহমান, শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩।
৭২. শামসুর রাহমান, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, বিউটি বুক হাউজ, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, ১৯৯১।
৭৩. শামসুর রাহমান, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত।
৭৪. আলমাহমুদ, কবিতা সমগ্র-২, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৬।
৭৫. ওমর আলী, একটি গোলাপ, হামিদিয়া লাইব্রেরি, পাবনা, ১৯৯০।
৭৬. ওমর আলী, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে, রূপম প্রকাশনী, পাবনা, ২০০৩।
৭৭. ওমর আলী, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছিলাম নয় মাস, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।
৭৮. ওমর আলী, উড়ন্ত নারীর হাসি, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪।
৭৯. ওমর আলী, এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি, ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা, ত্রয়ীসংস্করণ, ১৯৯৫।
৮০. ওমর আলী, কুমারী, পাবনা, ২০০৬, পৃ. ৬,৮।
৮১. সুকুমার রায়, সমগ্র শিশু সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ৯ম মুদ্রণ, ১৩৯২।
৮২. অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়া সমগ্র কলকাতা, ১৯৮৫।
৮৩. অন্নদাশঙ্কর রায়, একুশে ফেব্রুয়ারি, যাযাবর মিন্টু (সম্পা.), ভাষা আন্দোলনের ছড়া ও কবিতা, পালক শিশু সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৫।
৮৪. খালেক বিন জয়েন উদ্দীন, রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১।
৮৫. ফয়েজ আহমদ, জনপ্রিয় কিশোর কবিতা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০।
৮৬. রাশেদ হোসেন (সম্পা.), বাংলাদেশের সুনির্বাচিত ছড়া, সেতু সংঘ ঢাকা, ১৯৯১।

৮৭. আহমদ সাকী (সম্পা.), বাংলাদেশের বাছাই ছড়া, বাংলাদেশ ছড়া সংঘ, ঢাকা, ১৯৯০।
৮৮. আসলাম সানী, শতেক ছড়ায় ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১।
৮৯. লুৎফর রহমান রিটন, ছড়াসমস্ত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৮।
৯০. আইরীন নিয়াজী মান্না, বাপী শাহরিয়ার অকাল প্রয়াত ছড়াশিল্পী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৯১. আহাম্মেদ কবীর, জ্ঞানী শিশুর ছড়া, লায়লা প্রকাশনী, কুমিল্লা, ১৪০৮।
৯২. আমীরুল ইসলাম, এক হাজার ছড়া, অন্যন্যা, ঢাকা, ২০০১।
৯৩. আশরাফ পিন্টু, হিগিনি বিগিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৯৪. আশরাফ পিন্টু, ইট মারলে পাটকেল খাবে, রকিবুল মজিদ (সম্পা.), উদয়ের পথে, বিকাশ সাহিত্য পরিষদ, পাবনা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।
৯৫. আশরাফ পিন্টু, নিম্নমাধ্যমিক ব্যাকরণশৈলী ও রচনা, বসুন্ধরা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯।
৯৬. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, প্রবোধচন্দ্রিকা, কলকাতা, ১৭৮৪।
৯৭. মিলন দত্ত (সম্পা.), বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ইউনিভার্সাল বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৯৮৫।
৯৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৮৪।
৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ সংগ্রহ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০।
১০০. প্রমথ চৌধুরী, কথার কথা, খালেদা হানুম (সম্পা.), প্রবন্ধসম্ভার, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৯।
১০১. প্রমথ চৌধুরী, যৌবনে দাও রাজটীকা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলা জাতীয় ভাষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর, ২০০৫।
১০২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, কলকাতা, ১৩৭২।
১০৩. আব্দুল কাদির (সম্পা.), রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩।
১০৪. আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৯।
১০৫. ওয়াকিল আহমদ, নজরুল: লেটো ও লোকঐতিহ্য, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০১।
১০৬. আহমদ কবির ও আবুল হাসানাত (সম্পা.), আহমদ শারীফ রচনাবলী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।
১০৭. হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, ২০০০।
১০৮. হুমায়ুন আজাদ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, ২০০০।
১০৯. প্যারীচাঁদমিত্র, আলালের ঘরের দুলাল, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা, ১৯৭২।
১১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমরচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত।
১১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপন্যাস সমগ্র, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।
১১২. মীরমশাররফ হোসেন, বিষাদসিন্ধু, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৮।
১১৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ সাহিত্যসমগ্র, জয় বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, ২০০১।

১১৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বীথিকা, সাহিত্যমালা, কলিকাতা, ১৯৭৩।

১১৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিন্দী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৬।

১১৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী, এল বারী ও আব্দুল মান্নান (সম্পা.), কথাসাহিত্য,অন্বেষা, ঢাকা, ১৯৮৪।

১১৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক, সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা, ১৩৮৭।

১১৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত।

১১৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, অবসর প্রকাশনাসংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫।

১২০. শওকত ওসমান, উপন্যাস সমগ্র-১, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।

১২১. সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, উপন্যাসসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনীসংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬।

১২২. জহির রায়হান, উপন্যাসসমগ্র, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৯৪।

১২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, স্মৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৪।

১২৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত।

১২৫. শ্রেষ্ঠগল্প, বনফুল, সন্ধ্যা প্রকাশনী, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৯।

১২৬. শওকত ওসমান, সৌদামিনী মালো, আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৮।

১২৭. আবু রুশদ, গল্পসমগ্র, গতিধারা, ঢাকা, ২০০০।

১২৮. সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬।

১২৯. শাহেদ আলী, শ্রেষ্ঠগল্প, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬।

১৩০. হাসান আজিজুল হক, রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১।

১৩১. পূর্বোক্ত ২য় খণ্ড।

১৩২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০১।

১৩৩. হুমায়ূন আহমেদ শ্রেষ্টগল্প, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯।

১৩৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), মধুসূদন: নাটকসমগ্র, পত্রাবলী ও অন্যান্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

১৩৫. অজিত কুমার ঘোষ (সম্পা.) দীনবন্ধু রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৪।

১৩৬. মমতাজ উদ্দিন আহমদ (সম্পা.), মীর মশাররফ হোসেনের জমিদার দর্পণ, প্রগতি ট্রেডার্স, ঢাকা, কলেজসংস্করণ, ১৯৯৮।

১৩৭. অমৃতলাল বসু, রচনাবলী, সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা, ১৩৯০।

১৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাটকসমগ্র, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।

১৩৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রচনাবলী, সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, ১৯৬৬।

১৪০. সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, নাটক সমগ্র, প্রতকী প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬।

১৪১. মুনীর চৌধুরী, রচনাসমগ্র-১, অন্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১।

১৪২. আনিস চৌধুরী, মানচিত্র, পাঠকবন্ধু লাইব্রেরী, ঢাকা, কলেজ সংস্করণ, ১৯৯৯।

১৪৩. সৈয়দ শামসুল হক ও রশীদ হায়দার (সম্পা.), শতবর্ষের নাটক, ২য় খণ্ড, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৪৪. আব্দুল্লাহ আল মামুন, নাটকসমগ্র-১, অনুপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০১।

রাজশাহী কলেজ, গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা ....
ডাক সংখ্যা 30606
তারিখ ২৬/৬/১২ স্বাক্ষর
রাজশাহী কলেজ